EXILE OF PANDOOS.

BY

SREE MANTA VIDYBHUSHAN.

পাণ্ডব-নির্বাসন।

শ্রীশ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ

প্রণীত।

CALCUTTA.

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & Co's PRESS
44, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
148, BARANOSHI GHOSE'S STREET.

1884.

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত "মহাভারতের" যে অংশ পাঠ করা যায়, তাহাই অতি চমৎকার; তন্মধ্যে বনপর্ব্বে পুরাকালের আচার, ব্যবহার, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও লোকশিক্ষা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, ঐ সকল শিক্ষার নিমিত্ত যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাহাও ইহাতে সম্যক লিখিত হইয়াছে, এই জন্য আমি ঐ ভাগ সঙ্কলন করিয়া "পাণ্ডব-নির্ব্বাসন" নামে এই প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছি। অতিরিক্ত উপাখ্যান ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ইহাতে পাণ্ডবদিগের চরিতোপাখ্যান মাত্র সংগৃহীত করিয়াছি।

ইহা পাঠ করিলে দুর্য্যোধনের কোপন স্বভাব, শকুনির মন্ত্রণা-কৌশল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গুরু নিদেশবর্ত্তিতা, ধর্ম্মভীরুতা, অনুজগণের জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তিতা ও বীরোচিত ধীরতা, পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদীর প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ও বীরবনিতার কর্ত্তব্যত্বের বিষয় সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। শৌণকের ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উপদেশ, রাজমহিষীর রাজনীতি সংক্রান্ত কথার উপদ্‌ঘাত, ভীমসেনের বীরজনোচিত উৎসাহ-বর্দ্ধন-বাক্য-বিন্যাস, সেই সেই বিষয়ের উৎসাহ শক্তির উদ্দীপক বলিয়া প্রতীত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা ঐ সকল বিরুদ্ধ মত খণ্ডিত করিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্পাদন পূর্ব্বক ধর্ম্ম পদবী সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়পরতার বিষয় সম্যক প্রতিভাত হইতে পারে।

আর পুরাকালে মহাত্মা পাণ্ডবেরা ভারত ভূমির সমুদায় তীর্থপ্রদর্শন পূর্ব্বক হিমালয়ের উত্তর ভাগে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী মন্দর গিরির সীমা পর্য্যন্ত গমনের পথ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহা পাঠ করিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। অর্জ্জুন কথিত স্বর্গ বৃত্তান্ত ও প্রেতপতির আবাস, জীবগণের অবস্থার বিবরণ শ্রবণ করিলে, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সৎকার্য্যে আস্থা ও অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়. এই সকল মহোপকার

হয় বলিয়া সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশিত হইল। ইহা মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নহে, কেবল তাহার ছায়া মাত্র গ্রহণ করিয়া কল্পনা শক্তি সহকৃত এই প্রবন্ধ বিবৃত হইয়াছে। ইহাও এই স্থলে বক্তব্য যে "রামবনবাস" প্রণয়নের পর ইহার রচনা আরম্ভ করি, কিন্তু শিক্ষা-সংক্রান্ত মহোদয়দিগের ভাষা বিষয়ে হতাদরতা দেখিয়া এই প্রবন্ধ মুদ্রিত করি নাই; অধুনা শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ পুস্তক নির্ব্বাচনের নিমিত্ত বিশেষ সমিতি নিয়োগ করিয়া, প্রবন্ধকারদিগকে, সমধিক উৎসাহ দিতেছেন বলিয়া, আর সমিতির সভ্যগণ অসার ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার ভাগ গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া, ইহা মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে ইহার প্রতি সমিতির সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত পড়িলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করি।

বারাকপুর। } শ্রীশ্রীমন্ত শর্ম্মা।
১২৯১ সাল

পাণ্ডব-নির্বাসন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের পামর মন মৎসর-পূর্ণ হইল। কি উপায়ে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য বিলোপ করিতে পারিবেন, এই ভাবনা তাঁহার অন্তঃকরণ আকুল করিয়া তুলিল। দুর্য্যোধন স্বভাবতঃ অভিমানী ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের অসীম সম্মান, অতুল সমৃদ্ধি, এবং সার্ব্বভৌম শ্রী অবলোকন করিয়া তাঁহার ঈর্ষ্যাকলুষিত চিত্তে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তখন তিনি সুবলনন্দন শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতুল! আর আমি রাজধানীতে প্রতিগমন করিব না; বনে প্রবেশিয়া প্রায়োপ-বেশন দ্বারা দেহপাত করিব; শত্রুর তথাবিধ অভ্যুদয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, মাদৃশ পুরুষ-সিংহেরা কি জীবন ধারণ করিতে পারে; না জ্ঞাতির নিকট হীনপ্রতাপ হইয়া জন সমাজে মুখ দেখাইতে পারে; আমার উন্নত-মস্তক এক-কালে অবনত হইয়া গিয়াছে। আমার যে জয়াশা ছিল, তাহা দেখিয়া শুনিয়া অন্তর্লীন হইয়াছে; যখন পৃথিবীস্থ রাজগণ যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া উপায়নহস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়-মান ছিলেন, এবং বিনা অনুমতিতে সভা-প্রবেশ করিতে

পারেন নাই, তখন আর আমারে হৃদয়াহ্লাদদায়িনী দুরাশা আশ্বাস দিতে পারিবে না। আমি তৎকালে কেবল লোকলজ্জা-ভয়ে শত্রুর যশস্কর, আমার ক্লেশকর অজস্র জয় ঘোষণা শুনি-য়াছি; নিরানন্দ-মনে প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি; আমি জ্ঞাতি বিদ্বেষী নই বলিয়া, এরূপ সহ্য করিয়াছি; নতুবা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সহজ ব্যাপার নহে; তাহার নাম শুনিলেই পৌরুষশালী ভূপালের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠে; তাহার অনুষ্ঠানকর্ত্তা সমস্ত রাজার কৃত্রিমশত্রু; রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তাই প্রকৃত রাজা; আমি বৃথা রাজ-শব্দ বাচ্য হইয়া রাজধানীতে যাইতে ইচ্ছা করি না; অতএব মাতুল! আমাকে প্রাণপরিত্যাগের অনুমতি দিয়া প্রতিগমন করুন। আর পিতাকে বলিবেন, তিনি যেন দুর্য্যোধনের নিমিত্ত শোক করেন না, পৌরুষহীন পুত্র পিতার শোচ্য নহে।

শকুনি দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিয়া মন্ত্রীবৎ ক্ষণকাল চিন্তা পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! জ্ঞাতির সৌভাগ্যলক্ষ্মী দর্শনে অন্তঃ-করণে তদীয় শুভদ্বেষিণী ঈর্ষ্যার উদ্রেক হওয়াই উন্নতিলাভের অসাধারণ লক্ষণ; কার্য্যার্থী লোক ঈর্ষ্যাপ্রেষিত হইয়া আপন উপায় অন্বেষণ করেন, অভীষ্ঠ সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন; এবং সামান্যসূত্রে প্রাণত্যাগ করেন না; আর অপরিণামদর্শীরা শত্রুর অভ্যুদয় দেখিয়া অধীর হয়; এবং অকৃতার্থ হৃদয়ে নিষ্প্রতিক্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শত্রুরই মনোরথ পূর্ণ করে। তুমি একজন সামান্য রাজা নও, অনেক সামন্ত তোমার আজ্ঞাবহ, যুধিষ্ঠির অপেক্ষা তুমি কোন অংশে অসৌভাগ্যশালী নও; যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে পরিবৃত, তুমি শত ভ্রাতায় পরিষেবিত; তোমারই সম্মতিক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ অর্পণ করিয়াছেন। তোমার

সহায়বল, বাহুবল, এবং মন্ত্রিবল, তদপেক্ষা অধিক; মহাবল অমিতবিক্রম কর্ণ তোমার সহায়, মহারথ আচার্য্য ও অতিরথ ভীষ্ম তোমার অন্নদাস। আমি মন্ত্রী থাকায় তোমার কোন বিষয়ের অভাব নাই, আমার মন্ত্রণাবল, তোমার অন্যান্য বল অপেক্ষা প্রধান ও কার্য্যকুশল। যেমন কেকয়নন্দিনী কৌশলক্রমে আপন পুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন; তদ্রূপ আমিও মন্ত্রণাবলে পাণ্ডবশ্রী তোমার আয়ত্ত করিয়া দিব সন্দেহ নাই।

আমি যে উপায়দ্বারা পাণ্ডবদিগকে শ্রীভ্রষ্ট করিব, তাহা শ্রবণ কর। শত্রুর রন্ধ্র লক্ষ্য করিয়া নীতি প্রয়োগ করিলে সহজে অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়। এজন্য নীতিজ্ঞেরা আত্মছিদ্র গোপনে এবং পররন্ধ্র অন্বেষণে তৎপর হন। যুধিষ্ঠির সমুদায় রাজগুণে ভুষিত হইলেও তাঁহার দ্যূত-প্রিয়তা বলবতী আছে; অক্ষব্যসন নীতিবিরুদ্ধ হইলেও দ্যূতানুরাগ বশতঃ তাঁহার সম্মত হইবে; কিন্তু তাঁহার দ্যূতানুরাগ যেরূপ বলবান্, তদ্বিষয়ে নৈপুণ্য তাদৃশ নাই; আমি অক্ষক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, কুট অক্ষ বিক্ষেপে বিচক্ষণ, পণাপণ পরিজ্ঞানে দূরদর্শী, ফলতঃ আমার তুল্য দক্ষ অক্ষক্রীড়ক নাই বলিলেই হয়; আমি অক্ষকৌশলে যুধিষ্ঠিরের সমুদায় সম্পত্তি জয় করিয়া লইব। অক্ষ নিমিত্ত আহ্বান করিলে, যুধিষ্ঠির প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইবেন না। যেরূপ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধের নিমিত্ত আহূত হইলে, ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হয়, তদ্রূপ দ্যূতের নিমিত্ত আহ্বান করিলে, ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; এই অনুল্লঙ্ঘনীয় ক্ষত্রধর্ম্মের নিয়মানুসারে তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইবে। যেমন ধর্ম্মভীরুতা গুণে ক্ষত্রধর্ম্মানুমোদিত দ্যূতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, তদ্রূপ গুরুনিদেশবর্ত্তিতাগুণে রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক হস্তিনাপুরে আহূত হইলে, তাঁহার অক্ষক্রীড়ায় আর আপত্তি থাকিবে না। আমি এই

উপায়ে যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব জয় করিয়া লইব, স্থির করিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমার মন্ত্রণার বলাবল বিবেচনা করিয়া দেখ।

দুর্য্যোধন কহিলেন মাতুল! আপনার এই মন্ত্রণা কার্য্যসাধনী বটে, কিন্তু সংঘটন হইলে হয়; আমি নীতিচক্ষু রাজাকে জানাইতে পারিব না, কি জানি, যদি তিনি আমার কথা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমার অবমাননা হইবে; আপনি তাঁহার মত করিয়া তাঁহাদ্বারা পাণ্ডবদিগকে দ্যূতে আহ্বান করুন, তাহা হইলে মন্ত্রণাসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। শকুনি কহিলেন, বৎস! তজ্জন্য তোমার চিন্তা নাই, তাহার সুযোগ আমিই ঘটাইয়া দিব। তুমি এক্ষণে রাজধানীতে চল। দুর্য্যোধন এই মন্ত্রণার উপর নির্ভর করিয়া অতিকষ্টে রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

শকুনি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে রাজসূয় যজ্ঞের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন যজ্ঞ দর্শনাবধি বিবর্ণ ও শীর্ণ হইতেছেন; দুর্য্যোধনের শারীরিক কোন পীড়া নাই; তিনি মানসিক পীড়ায় কাতর; দুর্য্যোধন স্বভাবতঃ অভিমানী; রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনে যুধিষ্ঠিরের যে সম্মান উপচীয়মান হইয়াছে তদ্দর্শনে তিনি আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়াছেন, করিতেও পারেন, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্রাটেরই সম্ভবে, যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া স্বীয় সম্রাট্ উপাধি প্রখ্যাত করিয়াছেন! তাহাতে দুর্য্যোধনের গৌরবের হানি হইয়াছে, দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে শত্রুজ্ঞান করিয়া থাকেন; নাই বা করিবেন কেন; নীতিবেত্তারা সমীপবর্ত্তী ভূপালদিগকে পরস্পরের শত্রু বলিয়াছেন। দুর্য্যোধনের রাজ্যের সীমার পরই যখন যুধিষ্ঠিরের রাজ্য, তখন উভয়ের পরস্পর বৈর-

ব্যবহার,স্বভাবতঃ অপরিহার্য্য। আরও যুধিষ্ঠির যখন দুর্য্যোধনের রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লইয়াছেন, তখন তিনি আপনার পুত্রের সহজশত্রু, শত্রুকে উন্নত ও সম্মানিত দেখিলে আপনাকে অবনত এবং অপমানিত বোধ করিতে হয়, বিশেষতঃ মানীর মানহানি অন্তস্তাপের ও মনঃক্ষোভের কারণ, ক্ষুব্ধচিত্ত সন্তপ্ত ব্যক্তি আপনার দেহ দুর্ব্বহ ভার বোধ করে,এবং আত্ম হত্যা মহাপাতক বলিয়া মনে করে না, সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানেও পরাঙ্মুখ হয় না। দুর্য্যোধনের আকার দেখিয়া সেই আশঙ্কা বলবতী হইতেছে; তাহার অত্যহিত ঘটিলে, আপনার আর ক্লেশের সীমা থাকিবে না; শাস্ত্রকারেরা জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারা পিতাকে পুত্রবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব দুর্য্যোধনের যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে, তবে বৃদ্ধাবস্থায় আপনার জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র; অতএব আপনি পুত্রহিতার্থে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করুন; যুধিষ্ঠির আপনার কথার অবাধ্য নহেন, আপনি আহ্বান করিলে, তিনি উপস্থিত হইয়া অবশ্যই ক্রীড়া করিবেন। আমি কপট ক্রীড়ায় তাঁহার সর্ব্বস্ব জয় করিয়া দুর্য্যোধনকে অর্পণ করিব। এই ঔষধ ভিন্ন, দুর্য্যোধনের চিন্তাজ্বরের প্রতীকার হইবে না। বৃহস্পতি রাজব্যবহার উপলক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার নীতি শাস্ত্র লিখিয়াছেন; তাহার সারাংশ এই যে, যে কোন উপায়ে হউক, শত্রু জয় করাই বিজিগীষুর প্রধান কর্ম্ম, তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই, শত্রু সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারিলেই জয়েচ্ছু রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আর পুত্রের হিত সাধন ও অহিত নিরাকরণ করা পিতার কর্ত্তব্য; আপনি সেই কর্ত্তব্যতা অনুসারে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আমন্ত্রণ করুন; তাহা হইলে আমার মন্ত্রণা সিদ্ধি হইবে, না করিলে দুর্য্যোধনের জীবন সংশয়।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপত্যস্নেহের একান্ত বশংবদ ছিলেন,

বিদুর ও অন্যান্য মন্ত্রিপুঙ্গবের সহিত কিয়ৎক্ষণ বিফল বাদানুবাদ করিয়া, অবশেষে শকুনির মত অনুমোদন করিলেন। অক্ষ-ব্যসন যে, বৈরতরুর অঙ্কুর হইবে, তাহা একবারও বিবেচনা করিলেন না। অন্ধরাজ বিদুরকে অনুরোধ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে নির্ণীত দিনে দ্যূতে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থাপিত করিলেন, অনন্তর রাজমণ্ডল প্রবেশোচিত বিবিধ রত্নমণ্ডিত "তোরণ স্ফাটিক নামক" এক রমণীয় সভা-মণ্ডপ প্রস্তুত করিবার জন্য স্থপতিগণকে আজ্ঞা দিলেন। এবং কৌতুক দর্শনার্থ সামন্ত ও সামন্তেশ্বর দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সবিনয় সম্মান করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও তদীয় পুত্রদিগের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসানন্তর, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞা-সিলেন। বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও তাঁহার পুত্রগণের অনাময় ও রাজ্যের কুশল বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, রাজন্ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, শ্রবণ করুন, তিনি বলিয়াছেন "বৎস যুধিষ্ঠির! ত্বদীয় ময় নির্ম্মিত সভানুরূপ "তোরণ স্ফাটিক নামক' এক সভা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত সমাগত হইয়া তাহা অবলোকন করিবে; এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হইবে, তোমরা সকলে ক্রীড়া কৌতুকে কালক্ষেপ করিলে, আমার মনে বড়ই প্রীতি জন্মে"। ধর্ম্মরাজ! মহোদয় ধৃতরাষ্ট্র অক্ষবিধান করিয়াছেন; আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া অক্ষ দেবীদিগের সহিত ক্রীড়া করিবেন, এই নিমিত্ত আমার এখানে আসা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! অক্ষ, অকারণ কলহ বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি বহু দোষের আকর বলিয়া ব্যসন নামে অভিহিত, আপনি কি

তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনুমোদন করেন? বিদুর কহিলেন, পাশক কলহোৎপাদক, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি, কেবল রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, এক্ষণে যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তাহাই করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরের কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, দ্যূতের দোষ জানিয়া শুনিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে, অসমীক্ষ্যকারিতার কার্য্য করা হয়; আর তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিলে, প্রচলিত ক্ষত্র নিয়ম অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম-কল্প ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেও সমাজ বিরুদ্ধ বা অযশস্কর নহে। দ্বিতীয় কল্প সমাজ বিরুদ্ধ অথচ অযশস্কর, যশ রক্ষা করিতে হইলে, সমাজ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ এবি-ষয়ে গুরুজনের অনুরোধ আছে, গুরু নিদেশে নিন্দিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান নিতান্ত দূষ্য নহে। গুরুর আদেশ পালন না করিলে ধর্ম্মের নিকট অপরাধী এবং গুরুকে অসন্তুষ্ট করিলে অধর্ম্মাচারী হইতে হয়; আর প্রকারান্তরে মাননীয় বিদুরের অবমাননা করা হয়, অতএব দ্যূত-নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যখন পূজ্যপদ ধৃতরাষ্ট্র দুরোদর বিধান করিয়া আপনা দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, তখন আমার গুরু নিদেশ রক্ষা-করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কর্ত্তব্যবিষয়িণী মন্ত্রণা অবধারণ করিয়া সপরিবারে হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল, কুপিত তোষিত উগ্র প্রভুর ন্যায় চণ্ডাংশুর প্রচণ্ড ভাব তিরোহিত হইতে লাগিল; আতপতপ্ত মারুত, শীতল হইবার জন্যই যেন, হিমা-চলাভিমুখে বেগে ধাবিত হইল; বিচ্ছিন্ন জ্বরাক্রান্ত নরের ন্যায় পদার্থ সমূহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল হইতে লাগিল; আতপ-

তাপিত তরুপল্লব রোগোন্মুক্ত মনুষ্যের ন্যায়, ম্লানভাব পরিত্যাগ করিল; কুসুম-কোরক সান্ত্বনাতুষ্ট শিশুবদনবৎ ঈষৎ বিকসিত হইয়া উঠিল; ভূপৃষ্ঠ আতপক্লান্ত শ্রান্ত পান্থগণের সুগম হইল; যেমন যৌবনাবস্থার পর বিশুদ্ধ প্রৌঢ়াবস্থার উপক্রম হয়; এবং গ্রীষ্মান্তে সুরম্য শরদের উদ্রেক হয়, তদ্রূপ মধ্যাহ্নের পর সুখ সেব্য অপরাহ্ন উপস্থিত হইল। সেই সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন, এবং দর্শনোৎসুক বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সদালাপ-সুখে সেই দিন অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের পুরোবর্ত্তী হইয়া কিতবগণ সেবিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন; এবং সাদরে গৃহীত হইয়া পার্থিবগণকে যথাবিহিত সম্মান ও সভাজন করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভ্রাতৃগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে পর, তিনি পঞ্চাতপের পঞ্চমাগ্নির শ্রীধারণ করিলেন। অনন্তর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! দ্যূতের গুণ বিস্তর,উহা তজ্জ্ঞেরাই বুঝিতে পারেন,দ্যূতে এক বিষয়ে অধিকক্ষণ চিত্ত নিবেশিত করিবার শক্তি জন্মে, প্রতিক্ষণে উৎসাহশক্তি উদ্দীপিত হইতে থাকে; জিগীষাবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে; কৌতূহল ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অর্থে নির্ম্মমতা জন্মে, ত্যাগশক্তি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে, পাশক-বিক্ষেপের প্রাগ্‌ভাবে হর্ষ, দুঃখ, কোপ, ক্ষোভ প্রভৃতি নানা ভাবের আবির্ভাব এককালে হইতে থাকে, শারিকা পরিচালনায় বিবেক শক্তি সমেধিত হইয়া উঠে, পরচাতুর্য্যজ্ঞান সহসা বুঝিতে পারা যায়; যাহাতে স্বয়ং প্রতারিত না হইতে হয়, তদ্বিষয়ে সতর্কতা জন্মে, স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মে উপদেশিনী উৎপন্নমতি উপস্থিত হয়; ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রকাশিত হইলে, অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য

করিতে থাকে; লক্ষিত দান পড়িলে যেরূপ আনন্দ-সন্দোহ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আর সাম্রাজ্য লাভেও হইতে পারে না। হে অক্ষবিশারদ! এ সভায় অনেক অনেক অক্ষদর্শক মহাত্মার সমাগম হইয়াছে, সকলে কৌতুকী হইয়া তোমার সমাগমের ফল প্রতীক্ষা করিতেছেন; আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এস, দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।

রাজা যুধিষ্ঠির শকুনিকে প্রসিদ্ধ কপট ক্রীড়ক জানিয়া তদীয় বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্। দুরোদর আমোদকর বটে, কিন্তু কূট ক্রীড়া আমোদের কারণ না হইয়া কলহের হেতু হইয়া উঠে। কপট ক্রীড়া ক্ষত্রধর্ম্মানুযায়িনী বা রাজনীতির অনুগামিনী নহে; যে কোন স্থলে হউক, কাপট্য ব্যবহার প্রশংসনীয় নয়, তাহা অবশ্যই পাপের কারণ; ও আপদের হেতু; আর কপটদেবীর অন্যায়াচারকে সামাজিকেরা প্রশংসা করেন না; অতএব সামান্য ক্রীড়ার জন্য অধর্ম্মপথ অবলম্বন করা কদাচ বিধেয় নয়। যাহা হউক, আমি তোমার প্রশংসাবাদে দ্যূতে প্রবৃত্ত হইতেছি না। মহারাজের আদেশ ও ক্ষত্রধর্ম্মের নিয়োগ বলিয়া তাহা কর্ত্তব্য হইতে পারে। শকুনি কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আপনি অক্ষ বিষয়ে লঘুহস্ততা, কূট অক্ষ-বিক্ষেপ প্রভৃতি বহুবিধ ইতিকর্ত্তব্যতায় চতুর; আপনার নিকট কপট ক্রীড়া সম্ভব পর নহে। কিন্তু সুশিক্ষিত অক্ষদেবী অশিক্ষিতকে ক্রীড়ায় জয় করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল শস্ত্রকোবিদ ব্যক্তি কৌশলক্রমে বলিষ্ঠকেও প্রহার করিয়া থাকেন, এরূপ স্থলে শঠতা শঠতা বলিয়া গণ্য নহে। যদি তুমি আমার সহিত ক্রীড়া করিতে ভীত হইয়া থাক, তবে দ্যূত ক্রীড়ায় বিরত হও, সভামণ্ডপে কৌশলক্রমে ধূর্ত্ত বলা ভবাদৃশ সাধুপুরুষের উপযুক্ত নহে।

যুধিষ্ঠির লজ্জাবনতমুখে কহিলেন, রাজন্! আমি যখন দ্যূতে আহূত হইয়াছি, তখন আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব না, ইহা নিশ্চয় জানিবে; দ্যূতক্রীড়ায় ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া থাকে; যাহার সৌভাগ্য তাহার জয়; যাহার অসৌভাগ্য, তাহার পরাজয়; ইহাতে কেবল আপনারই জয় হইবে, ইহার স্থিরতা নাই। যাহা হউক, এ সভায় যদি অন্য কেহ সভিক উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহার সহিত খেলা আরম্ভ হউক। এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধ নকহিলেন, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এ সভায় অপর কেহ সভিক উপস্থিত নাই, আপনাকে প্রতিপক্ষতা অবলম্বন করিতে হইবে! এ দ্যূতে জয় পরাজয় আমার। মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া খেলা করিবেন। তুমি ইঁহারই সহিত খেলা আরম্ভ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবশ্রেষ্ঠ! অন্যের প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করা আমার মতে সুসঙ্গত বোধ হইতেছে না। যাহা হউক ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক! এই মহামূল্য মণিময় হার আমি পণ করিলাম। তুমি প্রতিপণীভূত বস্তু আনয়ন কর। দুর্য্যোধন কহিলেন এ সঙ্গত কথা বটে, আমার বহুমূল্য রত্নময় এই হার প্রতিপণ রহিল। তুমি দ্যূতে জয়লাভ করিলেই অর্পণ করিব। এইরূপ পণ অবধারিত হইলে অক্ষতত্ত্ববেত্তা শকুনি কৌশলপূর্ব্বক পাশক বিক্ষেপ করিয়া জয়লাভ করিলেন। পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠির রত্নরাশিপণ করিলেন। তাহাতেও শকুনির জয়লাভ হইল। যুধিষ্ঠির জিগীষা পরবশ হইয়া এইবার জিতিব ভাবিয়া নানাবিধ দ্রব্যজাত পণ করিলেন। সেবারও তাঁহার পরাজয় হইল। এইরূপে প্রতিনিক্ষেপেই সুবলনন্দনের জয় এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইতে লাগিল তথাপি যুধিষ্ঠির ক্রীড়ায় ক্ষান্ত হইলেন না। বরং জিতবস্তুর উদ্ধার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা পরপর পণ বৃদ্ধি করিয়া পরাস্ত হইতে

লাগিলেন। পরিশেষে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দুরোদরের উদার উদরে তাহা অর্পণ করিলেন। শকুনি জয়লাভ করিয়া হুত-হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নির্ব্বাপিত অঙ্গারকের ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিলেন।

অবশেষে কোন বস্তুতে প্রভুত্ব নাই দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাকুল চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি আমি এক্ষণে ক্রীড়ায় নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে কিতব সভায় স্বার্থপরায়ণ বলিয়া নিন্দনীয় হইব, আর শকুনিও সেই দোষ উল্লেখ করিয়া সমাজ মধ্যে অপ্রতিভ করিবেন, এবং জিত বস্তুর আর উদ্ধার সাধন হইবে না। অতএব কি পণ রাখিয়া পরাজিত বস্তুর উদ্ধার করি, তদ্বিষয়ে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, এক্ষণে ভ্রাতৃবর্গ ও আত্মার উপর আমার প্রভুত্ব আছে, অতএব তাহাদিগকে পণ রাখিয়া পরাজিত বস্তুর উদ্ধার করিব, ইহা নিশ্চয় করিয়া কহিলেন রাজন্! আমার প্রাণসম জ্যেষ্ঠ-ভক্ত দ্বিতীয় মধ্যম সহোদর ভীমসেন এইবার পণে রক্ষিত হইলেন। যদ্যপি আমি জয়ী হইতে পারি, তবে পরাজিত দ্রব্যজাতে আমার পুর্ব্বাধিকার হইবে। আর যদি পরাজিত হই, তবে ইনি দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবেন। শকুনি সম্মত হইয়া সতর্করূপে অক্ষ বিক্ষেপ করিয়া জয়লাভ করিলেন। যুধিষ্ঠির পুর্ব্বরীতি ক্রমে তৃতীয় মধ্যম অর্জ্জুনকে পণ করিলেন, তিনিও শকুনির জয়লব্ধ হইলেন!

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ভাবিতেন, তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতেন, এবং তাহাদিগকে সুখী দেখিলে আপনাকে সুখী বোধ করিতেন। ফলতঃ যে যে গুণ থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পিতৃসম বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারেন, আর যেরূপ ব্যবহার করিলে

শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট গুণবৎ জ্যেষ্ঠ উপাধি লাভ করিতে পারেন, রাজা যুধিষ্ঠির কনিষ্টদিগের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিতেন। কনিষ্ঠেরাও তাঁহার এরূপ ভক্ত ও এরূপ অনুরক্ত এরূপ বশংবদ ছিলেন যে, তাঁহার আজ্ঞা পালনে ও সন্তোষ সাধনে প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেন। আজ্ঞাপ্ত বিষয়ে অহমহমিকা পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেন। যেরূপ পিতৃপ্রিয় পুত্রেরা আমাকে অধিক ভাল বাসেন বলিয়া সুতবৎসল পিতাকে মনে করে, সেইরূপ জ্যেষ্ঠ-প্রিয় কনিষ্ঠেরা ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজকে মনে করিতেন। অনেকে বিবাহ করিয়া সোদরস্নেহ বিধ্বংসিনী কামিনীর কথাক্রমে স্বভাবসিদ্ধ সোদর-সদ্ভাব ত্যাগ করিয়া ভ্রাতাদিগকে শত্রু বোধ করে! কিন্তু পাণ্ডবদিগের সৌভ্রাত্র গুণের ইয়ত্তা নাই, তাঁহারা সোদরাসোদর পঞ্চ ভ্রাতায় এক মাত্র সুন্দরীর পাণিপীড়ন করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে অমিত্র জ্ঞান করেন নাই এবং তাঁহাদিগের সেই অমূল্য সৌভ্রাত্র-স্বর্ণ সম্প্রতি আপদ্ রূপ নিকষ শিলায় কষিত হইয়া বিশুদ্ধ রূপে পরীক্ষিত হইল। যাহারা জ্যেষ্ঠের নিদেশে প্রাণ পণ করিতে পারে তাহাদিগের নিকট দাসত্ব বন্ধন অতি অকিঞ্চিৎকর।

রাজা যুধিষ্ঠির সোদরদ্বয়কে স্বকর্ম্ম দোষে বিপন্ন দেখিয়া, ম্রিয়মাণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, যাহা পণ করিয়া জয়াশা করিতেছি, তাহাতেই নিরাশ হইতেছি, সমস্ত বিষয় বিভব হারিয়াছি, তাহাতে আমার কিছু-মাত্র দুঃখ হইতেছে না; কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়কে মরণ অপেক্ষা ক্লেশকর দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছি, তাহাতেই আমার অন্তঃকরণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছে। আমি কি উপায়ে তাহা-দিগকে দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করি; সম্প্রতি নকুল সহদেব ভিন্ন আমার পণ করিবার আর কোন সম্পত্তি নাই, কিন্তু

যেরূপ কুপাষ্টি পড়িতেছে তাহাতে তাহাদিগকে পণ করিতে ভরসা হইতেছে না, তাহাদিগকে পণে না রাখিয়াই বা কি করি, অন্য প্রকারে ভীমার্জ্জুনের দাসত্ব মোচনের উপায় দেখা যাইতেছে না; কিন্তু যদি ইহাদিগকেও পণে হারি, তাহা হইলে, না ভীমার্জ্জুনের দাসত্ব মোচন হইবে, না জিত বস্তুর উদ্ধার সাধন হইবে, কেবল ইহাদিগকে চিরদুঃখে পাতিত করা হইবে; এই প্রকারে সন্দিহান হইয়া পরিশেষে বিবেচনা করিলেন যে, ভ্রাতৃদ্বয়কে পণে না রাখিলে ভ্রাতৃস্নেহের তারতম্য প্রযুক্ত অপযশ হইতে পারে, এবং ভীমার্জ্জুনও মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন; এই বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে পণে আবদ্ধ করিলেন। চির সুখোচিত নকুল সহদেব পণে অর্পিত হইবা মাত্র শকুনি তাহাদিগকে জিতিয়া লইলেন। তাঁহারা দাসভাবাপন্ন হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না, বরং সোদরসমব্যবহারে সন্তুষ্টচিত্ত ও সুখোপবিষ্ট রহিলেন।

আশা কি দুস্ত্যজা বৃত্তি! তাহার কি সুখদায়িনী ক্ষমতা! কি চমৎকারিণী শক্তি! মুমূর্ষু নর ঐহিক আশা পরিত্যাগ করিবার সময়েও পারত্রিক সুখ লালসা করিতে থাকে, চির দুঃস্থ হইয়াও বাঞ্ছামাত্র সুখাভিলাষে সুখী হইতে থাকে, এবং বারংবার প্রতারিত হইয়াও ক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারিয়া ফেলে। উহার এমনই সম্মোহিনী শক্তি যে, উহার দোষ প্রত্যক্ষ দেখিয়াও, পুনর্ব্বার তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া বিমুগ্ধ হয়। রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে বিজয়লালসা মুখে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পাপাত্মা অপেক্ষা দাসাত্মা অতীব জঘন্য; পাপাত্মা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেনা বলিয়া তাহার ফল ভোগে বঞ্চিত থাকে; দাসস্থানীয় আত্মা, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও প্রভু পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত তাহার ফলে অধিকারী হয় না;

পাপাত্মা অনেক বিষয়ে স্বাধীন, দাসাত্মা সকল বিষয়ে পরাধীন; আত্মাকে দাস করা আর আত্মার বিক্রয় করা উভয়ই সমান অপরাধ; যে আত্মাকে পণবদ্ধ করিতে পারে, সে আত্মদ্রোহী হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাবনা পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল, যখন মরণ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর কিঙ্কর কর্ম্মে ভ্রাতা-দিগকে নিয়োগ করিয়াছি, তখন আমা হইতে না হইতে পারে, এরূপ কর্ম্মই অপ্রসিদ্ধ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভ্রাতৃগণ আত্মার এক এক অংশ, যখন আত্মার অধিক অংশ দাস হইয়াছে; তখন পঞ্চম অংশ দাস না হইয়াও পশ্চাত্তাপে দাসের কষ্ট ভোগ করিবে। যদি কেবল মাত্র আত্মহিতেচ্ছায় আত্মাকে পণে ন্যাসীকৃত না করি, তবে আমি আত্মাদরপর বলিয়া জন সমাজে অশ্রদ্ধার পাত্র, ও ক্ষমতা সত্ত্বে ভ্রাতৃগণের উদ্ধার সাধনে পরাঙ্মুখ বলিয়া নিন্দার ভাজন হইব। যদিও আত্মা পণ করিয়া ভ্রাতাদিগের বন্ধন মোচনে কৃতার্থতা লাভ করিতে না পারি, তথাপি স্বয়ং দাস হইয়া আত্মনির্ব্বিশেষ ব্যবহার দ্বারা ভ্রাতৃ-বর্গের নিকট বৎসলতা-বন্ধন হইতে আত্মমোচন করিতে পারিব। আর জয় লাভ করিতে পারিলে পরাভূত বস্তুজাতে পুনরধিকার প্রাপ্ত হইব; এবং বারংবারই যে আমার পরাজয় হইবে এরূপ কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই; অতএব এইবারই বিশেষ রূপে ভাগ্য পরীক্ষা করিব। এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কহিলেন, রাজন্! এবার আমি আত্মাকে পণ করিয়া খেলা করিব, যদি জয় লাভ করিতে পারি, তবে ভ্রাতৃগণে ও বিজিত দ্রব্য জাতে পূর্ব্বাধিকার প্রাপ্ত হইব; আর নির্জ্জিত হইলে পবিত্র আত্মা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে। শকুনি সম্মত হইয়া দক্ষতা সহকারে অক্ষ বিক্ষেপ করিয়া জয় লাভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পরাভব বশতঃ আত্মার সহিত সমুদয় বৃত্তি হারিয়া

নিস্তেজ হইলেন। কিন্তু জিগীষা বৃত্তি তখনও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল। যুধিষ্ঠির ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি কোন বস্তু অজেয় থাকে, তবে তাহা পণ করিয়া আর একবার খেলিয়া দেখিতে পারিলে হয়।

শকুনি সস্মিত বদনে বিকসিতান্তঃকরণে ভাবিতে লাগিলেন যে আমার মনোরথ ও মন্ত্রণা সিদ্ধ হইয়াছে; এবং ভাগিনেয় দিগের আশাতীত উপকার করা হইয়াছে; প্রধান শত্রু দাস-ভাবাপন্ন হইয়া তাহাদিগের পদানত হইয়াছে; কিন্তু শত্রুর প্রতি অহিতাচারের শেষ করিয়াও মনের শান্তি হয় না; যতই অপকার করা যায়, ততই মনে প্রীতি বাড়িতে থাকে। এক্ষণে এমন কোন অপকার করা কর্ত্তব্য, যাহা চিরকালের জন্য স্থায়ী ও কলঙ্ক রূপে খ্যাত হয়। জাতিগত ও ভার্য্যাগত অপকার চিরস্থায়ী ও অনপায়ী কলঙ্ক; জাতিগত অপকার করিলে কুরুপাণ্ডব উভয়, এক কুল জাত বলিয়া উহা উভয়ের কলঙ্ক হইবে। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পাণ্ডবদিগের বনিতা-গত অপকার করা বিধেয়। দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগের সাধারণী ভার্য্যা, তাহার কলঙ্কে তাহাদিগের সকলের অপকার হইবে, ভার্য্যার কলঙ্কে তাহারা জন সমাজে সঙ্কুচিত হইবে, মর্ম্মান্তিক যাতনাও পাইবে, তাহা হইলে আমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এইরূপ অবধারণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন রাজন্! কোনরূপ অজেয় বস্তু থাকিতে আত্মাকে পণে হারিয়া অন্যায্য কার্য্য করিয়াছেন, এখনও তোমার আত্মনিষ্ক্রয়ের উপায় আছে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, আপদ হইতে আত্মত্রাণ জন্য ধন রক্ষা করিবে; ধন দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে; ধন দিয়াই হউক বা ভার্য্যা দ্বারাই হউক, আত্মরক্ষার্থ যত্ন করিবে। এক্ষণে তোমার ধন নাই, ভার্য্যা আছে, ভার্য্যার উপরেও ভর্ত্তার

প্রভুত্ব আছে। অতএব ভার্য্যাপণ করিয়া আত্মদাসত্ব মোচনের চেষ্টা পাওয়া সর্ব্বথা বিধেয় বোধ হইতেছে।

যুধিষ্ঠির শকুনির কথা শুনিয়া দোলায়মান চিত্ত হইলেন। একবার ভাবিলেন আত্মত্রাণ না করা মহাপাপ; আর বার ভাবিলেন আত্মার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা জায়া পণ করিয়া পরাজিত হওয়া ত সামান্য পাতক নহে; সুতপ্রসবিনী সুরভি বিপন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ রক্ষার ন্যায় বিষম শঙ্কট উপস্থিত; আর না করিয়াই বা কি করি! মঙ্গল পরম্পরার ভোক্তা ও ধর্ম্ম পরম্পরার অনুষ্ঠাতা আত্মা অবসন্ন হইলে সকলই বৃথা; আর পরায়ত্ত জীবন ধারণেরই বা প্রয়োজন কি! একবার ভাবিলেন, পুরুষ দাসভাবাপন্ন হইলে, তদীয় বনিতারও দাসীত্ব ভাব বিচার সঙ্গত, তবে তাহাকে কি বলিয়া পণ করিব। আর বার ভাবিলেন পণ প্রধান কার্য্য, অঙ্গীকার বাক্যের উপর ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দ্রৌপদীকে পণে অঙ্গীকার করা হয় নাই, এই কারণে দৌপদী পরাজিতা হন নাই; আরও দ্রৌপদীকে পণবদ্ধ করিলে, অপর ভ্রাতৃজায়ারা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন; হয়ত সৌভাগ্যক্রমে বিজিত তাবৎ বস্তুরও উদ্ধার হইতে পারে; অতএব এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়!

এই সময়ে শকুনি কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আর চিন্তা করিতেছেন কেন? আত্মার মোচন অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে ধর্ম্মের নিকট সাপরাধ থাকিতে হয়; চিরকাল ধর্ম্মের সেবা করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে আপদ সময়ে ধর্ম্মকে হতশ্রদ্ধ করিতেছেন কেন। কতকগুলি এরূপ কর্ম্ম আছে, যে সস্ত্রীক ভিন্ন তাহার সম্যক অনুষ্ঠান হয় না; ভার্য্যা সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহকারিণী বলিয়া তাহার নাম সহধর্ম্মিণী। শাস্ত্রের মীমাংসা

জানিয়া যখন ভার্য্যা পণ করিয়া আত্মনিষ্কৃতির চেষ্টা করিতেছেন না, তখন আপনার নিকট ধর্ম্মের গৌরব অপেক্ষা সহধর্ম্মিণীর গৌরব অধিক। স্ত্রৈণ পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা পত্নীর মান অধিক করিয়া থাকে; এবং তাহার বিনা সম্মতিতে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারে না। যদি আপনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ভীত হইয়া থাকেন, তবে তাহার মত জানিয়া পণ সাব্যস্ত করুন; নয় চিরকাল আত্মাকে দাসত্ব শৃঙ্খলায় নিবদ্ধ রাখুন।

রাজা যুধিষ্ঠির ক্রীড়ায় এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, শকুনির কপট ক্রীড়া একবারও ধরিতে পারেন নাই; বারংবার পরাজয় নিবন্ধন এরূপ কুপিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিবেক শক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল; তাহাতে আবার শকুনির অসহ্য বাক্য যন্ত্রণায় এরূপ অস্থির হইলেন যে, একেবারে কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পাণ্ডবদিগের সাধারণী সহধর্ম্মিণীকে পণ করিলেন।

দ্রৌপদীপণ শুনিয়া সভাসীন বৃদ্ধ মহোদয়েরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন; ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহোদয়-গণের দেহ হইতে স্বেদ-সলিল নির্গত হইতে লাগিল: বিদুর অবনত মস্তকে পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন; কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতি দুর্য্যোধনহিতৈষীরা শকুনির পাশক বিক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন; দুর্য্যোধন দ্রৌপদী বিজিতা হইলে, যাহা করিতে হইবে, তাহা ভাবিতে লাগিলেন; অন্ধরাজা জয় হইল কি, জয় হইল কি, বলিয়া পরিতস্থ লোকদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শঠ শিরোমণি শকুনি এই জিতিলাম বলিয়া কৌশল-ক্রমে অক্ষ বিক্ষেপ করিল; অক্ষ, অনুকূল দৈবের ন্যায় তাহারই জয় লাভ করিয়া দিল। শকুনির জয় ঘোষণা শুনিয়া কুরুপক্ষ বিকসিতানন, এবং পাণ্ডবপক্ষ

ম্লানবদন হইলেন। তৎকালে সভা, একদিকে বিকসিত কুমুদ ও অপর দিকে মুদিতকমল সায়ংকালীন সরসীর শ্রীধারণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্য্যোধন মাতুলের জয় শুনিয়া, সস্মিত বদনে গর্ব্বিত-বচনে কহিলেন, বিদুর! তুমি শীঘ্র পাণ্ডব-প্রণয়িণী যাজ্ঞসেনীকে সভায় আনয়ন কর; দুর্ভাগা দ্রৌপদী এক্ষণে দাসীর মত আমাদিগের পরিচর্য্যা করুক। বিদুর সক্রোধে কহিলেন, অরে মূঢ়। তুমি মরণোন্মুখ হইয়া এরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতেছ; শৃগাল হইয়া সিংহকে কোপিত করিতেছ; কাল-ভুজঙ্গ তোমার সমীপে রহিয়াছে, তাহা তুমি অবগত নহ। দ্রুপদ-রাজ-নন্দিনী দাসী হইবার যোগ্যা নহেন; রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পণ করিবার উপযুক্ত নহে; তুমি দ্যূতচ্ছলে সর্ব্ব-নাশক বৈর উৎপাদন করিয়াছ। রোগী যেমন নিষেধ না শুনিয়া, কুপথ্য সেবন করিয়া জীবন নাশ করে, তদ্রূপ তুমিও উপদেশ বাক্য না শুনিয়া দ্যূতচ্ছলে আত্ম-নাশের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছ। মর্ম্ম পীড়াকর কথা কাহাকেও বলা উচিত নহে; যাহাকে লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বাক্য বলা হয়, সেই যে কেবল বিরক্ত হয়, এরূপ নহে, শ্রোতৃবর্গও বক্তার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, এবং তাহাকে গর্ব্বিত বলিয়া মনে করে; এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে তোমার কিছুমাত্র উপকার নাই, বরং অপকারেরই সম্ভাবনা। জ্ঞাতির সহিত সদ্ভাব থাকাই ভাল, অসদ্ভাব ঘটিলে অনেক অনর্থ ঘটে; জ্ঞাতি-বিরোধ দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘটিয়া থাকে; জ্ঞাতি-কলহ হইতে না হইতে পারে, এমন অপকারই নাই; এক পক্ষের উন্মূলন

না হইলে জ্ঞাতি বিরোধের নিবৃত্তি হয় না ; অতএব ক্ষান্ত হও, আমার উপদেশ শুন, পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দবর্দ্ধন কর ; পরিণামে সুখী হইতে পারিবে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, নির্লজ্জ বিদুর! তোমার কিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্মভয় নাই ; তুমি পালিত হইয়া প্রতিপালকের নিন্দা কর, ইহা অধর্ম্ম বলিয়া জান না। কথার ভাবভঙ্গী দেখিলে তাহাকে শত্রু বা মিত্র বলিয়া বুঝা যায় ; রসনার দোষগুণে মানবকে অমিত্র বা মিত্র বলিয়া জানা যায় ; তোমার দুষ্ট রসনা তোমার দুষ্ট-স্বভাব ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। তুমি আমাদিগের হিত দেখিতে পার না ; সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের হিতচিন্তা কর ; তাহা-দিগের অনিষ্ট দেখিলে তোমার কষ্ট হয় ; তোমার নিকট পরা-মর্শ বা উপদেশ লইতে চাই না ; অতঃপর তুমিও পরুষোক্তি দ্বারা আমাদিগকে অবমাননা করিও না। এই প্রকারে বিদুরকে তিরস্কার করিয়া সভাস্থ প্রাতিকামীকে কহিলেন, প্রাতিকামি! তুমি শীঘ্র দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন কর ; পাণ্ডব হইতে তোমার অণুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই। বিদুর ভয় প্রযুক্তই আমাকে এরূপ কহিলেন ; বিশেষতঃ উনি আমা-দিগের উন্নতি দেখিতে পারেন না। সারথী প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞাক্রমে দ্রৌপদীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় গ্রীবা ভঙ্গ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যিনি জন্মাবধি কাহাকেও বিদ্বেষ করেন না বলিয়া, অজাতশত্রু নামে অভিহিত হইয়াছেন,—যিনি আজন্ম সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলেন নাই, এজন্য সত্যসঙ্গর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন,—যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন কখন অধর্ম্মের সেবা করেন নাই, এজন্য ধর্ম্মরাজ উপাধি লাভ করিয়াছেন,—যিনি এখনও কপট-দ্যূতে প্রতারিত হইয়া ধর্ম্মবোধে সর্ব্বস্ব

পরিত্যাগ করিয়াছেন, হায়! আমি এমনই হতভাগ্য যে, সেই মহাত্মার অপ্রিয় কার্য্য করিতে চলিলাম। কি কষ্ট! সেবা কি চিত্ত-সন্তাপিনী বৃত্তি! সেবকের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারণা করিয়া চলিবার যোগ্যতা নাই; প্রভুতা তাহার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া রাখে। প্রভুর আদেশই তাহার গুরূপদেশ; প্রভুকার্য্য-সম্পাদনই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্মাচরণ।

দ্রৌপদী প্রমোদবনে রাজমহিলাগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ কথা প্রসঙ্গে সুখে সময় ক্ষেপ করিতেছিলেন। মহিলাগণ তাঁহাকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিষি! এই সকল অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব বসন ভূষণ কোথায় পাইলেন? দ্রৌপদী কহিলেন, আর্য্যে! এই বসন ও আভরণ রাজসূয়যজ্ঞকালে দিক্‌পালেরা অনুকম্পা করিয়া অর্পণ করিয়া ছিলেন। খাণ্ডবদহনে পরিতৃপ্ত হুতাশন এই বসন প্রদান করিয়াছিলেন; ইহা জলে জীর্ণ ও অনলে দগ্ধ হয় না; ইহার আরও আশ্চর্য্য চমৎকারগুণ এই যে, ইহা অঙ্গে আবৃত থাকিলে, আহৃত হয় না; এবং আকৃষ্ট হইলে ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। এই যে মণিময় কণ্ঠভূষণ ইহা ধনেশ্বর কুবের উপায়ন রূপে অর্পণ করিয়াছেন; এই অম্লান অরবিন্দমালা ইহা জলেশ্বর বরুণ উপঢৌকন দিয়াছেন; এই রত্নময় নাগহার ইহা নাগেশ্বর অনন্ত উপহার দিয়াছেন; এই হীরক খচিত কুণ্ডল দেবেশ্বর আখণ্ডল যৌতুক দিয়াছেন; আর এই পদ্মরাগ-জড়িত হরিন্মণি-গুম্ফিত কবরী-বন্ধন রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ প্রদান করিয়াছেন; আর আর আভরণ রাজ্যের উৎকৃষ্ট দ্রব্য বলিয়া রাজগণ অর্পণ করিয়াছেন।

দ্রৌপদী এইরূপে সৌভাগ্য গর্ব্ব করিতেছেন, এমন সময়ে প্রাতিকামী উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দ্রুপদ-রাজ-নন্দিনি! দাসজন আজ্ঞাবহ, প্রভু যাহা আদেশ করেন, দাস তাহা ভাল

মন্দ বিবেচনা না করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি যখন দাসভাবে নিযুক্ত হইয়াছি, তখন আমাকে স্বামীর নিদেশ সম্পাদন করিতে হইবে; প্রভুর আদেশ একান্ত কঠিন ও নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও আমার তাহা বিচার করিয়া কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই; অতএব দেবি! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা প্রভুকৃত মনে করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। মহিষি! আজি সভায় যে বিষম দুর্ঘনা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে। রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় তোমাকে পণ করিয়া ছিলেন; রাজা দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে তোমাকে রাজা দুর্য্যোধনের ভবনে কিঙ্করীর কার্য্য করিতে হইবে; আমি তোমাকে রাজ-সভায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি; এই মহারাজের নিদেশ। অনেক ভৃত্য সমীপস্থ থাকিতে আমি হতভাগ্য বলিয়া এই অবি-চার্য্য কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। এই বলিয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। দ্রৌপদী শুনিবা মাত্র বিস্মিতা হইলেন, এবং ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, সূতনন্দন! আমার বোধ হইতেছে, তুমি প্রলাপ বাক্য কহিতেছ। আবহমান কাল পর্য্যন্ত কোন রাজপুত্র ত ধর্ম্মপত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করেন নাই; ধর্ম্মরাজের পণ রাখিবার কি অন্য কোন বস্তু ছিল.না?

প্রাতিকামী কহিল, রাজনন্দিনি! ধর্ম্মরাজ, মণি-মুক্তা স্বর্ণ-রজত-বাহন-যান, ভূসম্পত্তি অবধি পণ করিয়া হারিলেন, পরে ভ্রাতৃবর্গকে, অনন্তর আপনাকে পরিশেষে তোমাকে পণ করিয়া পরাজিত হইলেন; এক্ষণে তোমরা সকলে মহারাজ দুর্য্যো-ধনের অধীন হইয়াছ; ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তোমাদের সকলের উপর মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রভুত্ব জন্মিয়াছে। দ্রৌপদী প্রাতি-

কামীমুখে পণের কথা শুনিয়া, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব পূর্ব্বক কহিলেন, সূতনন্দন! তুমি প্রতিগমন করিয়া সভাস্থ ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি অগ্রে আমাকে, কি আপনাকে, দ্যূতে পণ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন, এই বৃত্তান্ত জানিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও; যদি তিনি অগ্রে আমাকে দ্যূতমুখে অর্পণ করিয়া থাকেন, তবে আমি তথায় উপস্থিত হইব।

ধর্ম্মরাজ প্রাতিকামি-মুখে দ্রৌপদী বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নিষ্পন্দভাবে রহিলেন; তাহার পরেও তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা নিঃসৃত হইল না; তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ওহে প্রাতিকামি! তুমি দ্রৌপদীকে এখানে লইয়া আইস, যদি তাহার কোন আপত্তি থাকে, তবে সে সভায় আসিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লউক। সভাস্থ সমস্ত লোক তাহার ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনিয়া মীমাংসা করিয়া দিবেন। প্রাতিকামী যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, চিন্তাপরায়ণা দ্রৌপদী সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, রাজনন্দিনি! ধর্ম্মরাজ কোন উত্তর করিলেন না; মানধন দুর্য্যোধন তোমাকে সভায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত, আমাকে পুনর্ব্বার পাঠাইয়াছেন, আমার প্রতি যে অনুজ্ঞা হইয়াছে, তাহা সদাচার লোকাচার ও কুলাচার বিরুদ্ধ; ইহাতে বোধ হইতেছে যে, অদ্য হইতে কুরুকুল নির্ম্মূল হইবার লক্ষণ হইয়া উঠিল। দ্রৌপদী কহিলেন দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। যাহা হউক, ধর্ম্মই সার পদার্থ; আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব; ইহাতে আমার ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক, তাহাতে দুঃখ বোধ করিব না; ধর্ম্মপথে চলিলে যদি লজ্জা পাইতে হয়, তাহাতেও খেদ নাই; সুতনন্দন! তুমি পুনর্ব্বার সভায় উপস্থিত হইয়া সভাসদ মহোদয়দিগকে আমার প্রশ্নের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস; আমি তাঁহাদিগের উপদেশের

বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিব; আমি দ্রুপদ রাজার কন্যা, মহারাজ পাণ্ডুর বধূ, এবং মহাবীর পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী বলিয়া, ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথাধিষ্ঠিত সভায় উপস্থিত হইতে লজ্জা বা অবমাননা বোধ করিব না।

অনন্তর প্রাতিকামী দ্রৌপদীর প্রশ্ন সভ্যসমীপে আবেদন করিয়া কহিল, মহানুভবগণ! পরাজিত রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ করিতে অধিকারী কিনা? এবং তৎকৃত পণে দ্রুপদ-দুহিতা প্রকৃত পরাজিতা কিনা? এই প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া, দ্রুপদ-তনয়া সভায় আসিবেন। সভ্যগণ শুনিয়া অধোবদন হইলেন; এবং দুর্য্যোধনের শাসন ভয়ে কেহ কোন উত্তর করিলেন না। তখন ধর্ম্মরাজ দুরাচার দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিয়া দ্রৌপদীর নিকট দূত পাঠাইয়া, বলিয়া দিলেন যে, রোদন পরায়ণা দ্রৌপদী শ্বশুর সমীপে সমাগতা হউন; তিনি কুলস্ত্রী বলিয়া সভায় উপস্থিত হইতে যেন কুণ্ঠিতা না হন। দূত দ্রৌপদী ভবনে প্রস্থান করিল; পাণ্ডবগণের মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। দুর্য্যোধন দাসভাবাপন্ন যুধিষ্ঠিরের কথায় স্বগৌরবের হানি বিবেচনা করিয়া, তর্জ্জন পূর্ব্বক প্রতিকামীকে কহিলেন; তুই শীঘ্র দ্রৌপদীকে আমার সমক্ষে লইয়া আয়; তাহার যাহা আপত্তি থাকে, আমিই তাহার মীমাংসা করিয়া দিব; দূতের কথাক্রমে তাহার এখানে আসিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। প্রাতিকামী কুলাচারাভিজ্ঞ, কুলাচার রক্ষার নিমিত্ত সভাসদ্গণকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, মহোদয়গণ! জিজ্ঞাসিলে, আমি দ্রৌপদীকে কি বলিব। দুর্য্যোধন শুনিয়া আরক্ত নয়নে বিরক্ত বদনে প্রাতিকামীকে তর্জ্জন করিয়া, দুঃশাসনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! প্রাতিকামী লঘুচেতা ক্ষুদ্রাশয়, ভীমের

ভয়ে কেবল ছল করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তুমি আমার উপযুক্ত অনুজ; আর দাসস্থানীয় পাণ্ডবদিগকে অণুমাত্র ভয় কর না; অতএব তুমিই সেই কিঙ্করীকে আমার সমক্ষে আনয়ন কর; দাসীর আপত্তি কি শুনিবার যোগ্য? তাহার আপত্তি শুনিতে হইলে তাহাকে প্রশ্রয়-দেওয়া হয়।

দুর্ম্মদ দুঃশাসন ভ্রাতৃনিদেশ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, দ্রৌপদীভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিল, অয়ি দ্রৌপদি! তোমার স্বামী তোমাকে পণ করিয়া হারিয়াছেন, এক্ষণে তুমি আর তোমার স্বামীর অধীনা নও। আমাদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়াছ; অতএব তুমি সভায় উপস্থিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের পরিচর্য্যা কর। দ্রৌপদী দুঃশাসনের কথা শুনিয়া এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অঙ্গনাগণ মধ্যে ধাবমানা হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন তর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, তদীয় কেশ পাশ গ্রহণ করিল; এবং বেপমানা রোরুদ্যমানা ও জড়প্রায়া পাঞ্চলীকে আকর্ষণ করিয়া সভাসমীপে আনয়ন করিতে লাগিল। দ্রৌপদী বাষ্প গদ্‌গদ্ স্বরে কহিতে লাগিলেন, দুঃশাসন! আমি কুলাঙ্গনা, আমাকে সভামণ্ডপে লইয়া যাইওনা। দুরাত্মা দুঃশাসন আরও দৃঢ়রূপে কেশাকর্ষণ করিয়া কহিল, যখন দ্যূতে তোমায় জয় করিয়াছি, তখন তোমার প্রতি দাসীবৎ ব্যবহার করিব; দাসীর সভাপ্রবেশ মানহানিকর কি? এই বলিয়া সনাথা দ্রৌপদীকে অনাথার ন্যায় আকর্ষণ বিকর্ষণ ও অবক্ষেপণ দ্বারা ক্লেশ দিতে লাগিল; এবং কেশে ধারণ করিয়া একেবারে সভা মধ্যে আনয়ন করিল।

ভীম দুঃশাসনের অত্যাচার দেখিয়া কুপিত হইয়া উঠিলেন; এবং অগ্রজের অনুমতি পাইলে দুর্ব্বিনীত দুঃশাসনকে সমুচিত

শাস্তি প্রদান করিবেন, এই অভিপ্রায়ে বারংবার জ্যেষ্ঠের প্রতি উগ্রদৃষ্টি পাত করিতে লাগিলেন। যখন অগ্রজের অণুমাত্র ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন না; তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, পিঞ্জরবদ্ধ শার্দ্দুলের সমক্ষেই শৃগাল ব্যাঘ্রীকে পরাভব করিয়া জীবিত রহিল; মৃগেন্দ্রমহিষী কেশরীর সমক্ষেই মৃগারাতিজালে আক্রান্ত হইল; পঞ্চাস্যের কণ্ঠভুষা জটায় মূষিক লাগিল। আর কেহ ভীমের ভয় করিবে না, আর কেহ জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী থাকিবে না; ভার্য্যাও আর ভর্ত্তার বল করিবে না; ভর্ত্তাও আর ভার্য্যার রক্ষণে প্রয়াস পাইবে না; আর যেন কনিষ্ঠ জন্মায় না; আর যেন পরাধীনের শরীরে শক্তি থাকে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভীম লোহিত-লোচন মুদ্রিত করিয়া, মস্তক অবনত করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রোধাবেগ, তাঁহার অবনত-শির মধ্যে মধ্যে উন্নত করিয়া দিতে লাগিল।

তখন আলুলায়িত-কেশা, গলিত-বেশা দ্রুপদদুহিতা কেশাকর্ষণে নিতান্ত নিপীড়িতা ও একান্ত কুপিতা হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই সভাসদনে বহুদর্শী বহুল গুরুজন নিষন্ন আছেন; এস্থলে আমার কথা না কহাই উচিত; কহিলে কুলাঙ্গনা-বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়; যখন আমার ক্লেশ দেখিয়া কেহই কিছু বলিতেছেন না, তখন আমি কথা না বলিয়াই বা কি করি। বিচার প্রার্থনায় সকলকেই সভায় উপস্থিত হইতে হয়; আমি অর্থিনীভাবে বিচার প্রার্থনা করিতেছি। মহোদয়গণ! আমার প্রশ্নের কি মীমাংসা করিলেন? দেখুন, এখনও দুরাত্মা আমায় আকর্ষণ করিতেছে। রে দুরাশয় দুঃশাসন! তুই আমাকে সভামধ্যে ক্লেশ দিতেছিস্, তোর এখনই সর্ব্বনাশ ঘটিবে; তুই বীর-পত্নীর অবমাননা করিতেছিস্, ইহাতেই তোর কাল

নিকটস্থ মনে কর্; তুই কালভুজঙ্গের শিরোমণিতে হস্ত দিয়াছিস্, বিষম বিষে জীর্ণ হইয়া যাইবি; তুই হুতাশনের শিখা স্পর্শ করিয়াছিস্, এখনই দগ্ধ হইয়া যাইবি; তুই অবলার লজ্জা-ভূষণ অপহরণ করিতেছিস্, এ অপরাধের সমুচিত দণ্ড অবশ্যই পাইবি; ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া, তোর অধর্ম্মাচরণ বীর পুরুষেরা সহ্য করিবেন না।

তোর এই অন্যায়াচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যখন কুরু-বংশীয়েরা নিষেধ করিতেছেন না, তখন বোধ হয়, তাঁহাদেরও এবিষয়ে অনুমোদন আছে; হায়! কুরু-বংশীয়দিগের দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, লোক লজ্জার ভয়ও নাই, এবং কুল-কলঙ্কের আশঙ্কাও নাই; ভরত-কুলে কি কুল-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? ভরতবংশীয়েরা কুলাচার বিরুদ্ধ কুলস্ত্রীর কেশাকর্ষণ দেখিয়া বাক্য ব্যয় করিতেছেন না। হা কি কষ্ট! এ সভায় কি ক্ষত্র-ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ কেহ নাই? নিরপরাধিনী মহিলার কেশাকর্ষণ দর্শন করা কি ক্ষত্রধর্ম্ম? না অন্যায়াচার দেখিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম? যাহাদিগের বাহুবল আর্ত্তত্রাণের নিমিত্ত নিরূপিত থাকে, তাহাদিগের কি সে বাহুবল নাই? পীড়িতের পীড়া নিবারণ করে বলিয়া, যাহারা সার্থক ক্ষত্রিয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাদের কি সে কার্য্যও নাই? এখানে অনেক বয়োবৃদ্ধেরা সভাসীন হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন; সুবিচার হইতেছে না, ইহাতে কি সভার শ্রীহানি হইতেছে না? না অকারণে সভাসদনে অবলার প্রতি অসদাচরণ হইতেছে, ইহাতে সভার গৌরবের লাঘব হইতেছে না? মহারথ ভীষ্ম, মহাতেজা দ্রোণাচার্য্য, মহামতি বিদুর প্রভৃতিও যখন সত্ত্বহীনের মত, হীনপ্রতাপের মত, লোকবিদ্বিষ্ট ব্যবহারবিরুদ্ধ সমাজবিগর্হিত অসদাচারে উপেক্ষা করিতেছেন; তখন বুঝি-

লাম, পীড়িতের কাতরধ্বনিতে বধির হওয়াই এই সভাসদের লক্ষণ। এইরূপে আক্ষেপ করিয়া, কোপকম্পিতকলেবরা বীর-বনিতা সজল-নয়নে ভর্ত্তৃগণের প্রতি দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর কাতরবীক্ষণে যেরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, গতসর্ব্বস্ব হওয়াতেও তাঁহাদের তাদৃশী মনঃপীড়া হয় নাই।

দুঃশাসন পাণ্ডবদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া এবং দ্রৌপদীর কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া দৃঢ়রূপে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিল, এবং তাঁহাকে দাসী দাসী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। কর্ণ তাহাকে সানন্দে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন; শকুনি তাহার অশেষ প্রশংসা করিলেন; দুর্য্যোধন তাহাকে সাধুবাদ দিলেন।

পতিপরায়ণা পাঞ্চাল-তনয়া, কর্ণের কঠিন বাক্য শ্রবণ করিলেন; সভাতল হইতে দুর্ম্মতি দুঃশাসনকে উঠিতে দেখিলেন। ক্রোধ, লজ্জা ও ভয়ে সতীর বদন বিবর্ণ হইল। একবার সভাসদ্‌গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, সকলেই নীরব। পতিগণের প্রতি চাহিলেন, তাঁহারাও অধোবদন। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে রহিলেন; একবার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; নয়ন-যুগল অশ্রুজলে প্লাবিত হইল; কোপে ক্ষোভে এবং ভয়ে দুঃখে সতীর হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল; মনস্তাপের আর সীমা রহিল না। তখন তিনি মনের বেদনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমার কপালে কি এতই ছিল। অবলা কুলবালার বিপদ্ উপস্থিত; সম্মুখে বীরগণ; সন্নিকটে রক্ষাকর্ত্তৃগণ। সকলেই রক্ষা করিতে বিমুখ। অপরিচিতা কামিনীর ধর্ম্মের বা মানের হানি সম্ভাবনা দেখিলে, পুরুষার্থ বিশিষ্ট পুরুষ মাত্রেই করুণাপরবশ হইয়া

তাহার রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করে। এখানে আত্মীয় শূরেন্দ্রবৃন্দ নিষণ্ণ আছেন; তাঁহারা আমার জন্য একটী মুখের কথাও বলিতেছেন না। যিনি ধর্ম্মের অনুরোধে দার-পরিগ্রহ করিতে বিরত; এবং ধর্ম্মদ্বারে কুলনারী বলিয়া আমাকে রক্ষা করিতে বাধ্য; যে পরাক্রমশালী গুরু অন্যায়াচরণ দর্শন করিলে দ্বিজকুলোচিত কোপে অগ্নিতুল্য হন; তাঁহারা যাহাকে আপন কন্যার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাহারই অপমান ও ধর্ম্মনাশ সমীপবর্ত্তী দেখিয়াও কেন নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন? যাঁহারা এ দীন দুঃখিনীর সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইবার সময় আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কি দাসীরে বিস্মৃত হইলেন? ধর্ম্মরাজ কি ধর্ম্ম ভুলিলেন? যিনি স্বয়ম্বর সভায় একাকীই লক্ষ রাজার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অভয় দিয়াছিলেন; তিনি কি অধীনাকে পরিত্যাগ করিলেন? যাঁহার পরাক্রমে মহাশূর বকাসুর নিহত হইয়াছে, হিড়িম্ব রাক্ষস পঞ্চত্ব পাইয়াছে, যাঁহার প্রতাপে রাজান্তক জরাসন্ধ নিধন পাইয়াছে, তাঁহার বলবীর্য্যও কি সহসা অন্তর্হিত হইল? আত্মীয়ত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব সকলই কি বিলুপ্ত হইল? এই ক্ষত্রিয় সমাজে কি এরূপ একজন ক্ষত্রিয় নাই, যিনি বিপন্ন রমণীর রক্ষা রূপ পুরুষধর্ম্ম পালনে অগ্রসর? হায়! অগ্নি কি তেজোহীন হইলেন? সূর্য্য কি নিষ্প্রতাপ হইলেন? সকলেই কি আপন আপন স্বভাবসিদ্ধ গুণ বিসর্জ্জন দিলেন? হা ধর্ম্ম! দেখিয়া শুনিয়া তুমি কি অবনীমণ্ডল পরিত্যাগ করিলে? স্বামীর নিকটে, আত্মীয়ের নিকটে, বীরের নিকটে আশ্রয়ের প্রত্যাশা নাই। তবে কাহার কাছে যাইব? কাহার নিকটে সঙ্কটে শরণাপন্ন হইব? কেবা পরিত্রাণ করিবে? হে ভূতভাবন ভগবন্! তুমিই দুর্ব্বলের বল! দীনের সম্বল!

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ! তুমিই আশ্রয়দান কর। সহায়তার জন্য, আশ্রয়ের জন্য, রক্ষার জন্য, আর কাহার কাছে ক্রন্দন করি ? তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই।

দহ্যমান গৃহ যেমন একবার বায়ুবেগে প্রজ্জ্বলিত, আবার সলিল ধারায় নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ দ্রৌপদীর যন্ত্রণা দেখিয়া ভীমের ক্রোধ উদ্দীপিত, আবার জ্যেষ্ঠ-ভক্তি প্রদীপ্ত হওয়ায় উপশমিত হইতে লাগিল; যেরূপ পাপাচরণ স্মরণ হইলে সাধুর হৃদয় সন্তপ্ত, পুনর্ব্বার শান্তির উদ্রেকে শান্ত হয়, সেইরূপ ভীমের মন দুঃশাসনের কার্য্য দেখিয়া উত্তপ্ত, আবার জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তি ভাবিয়া প্রশান্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রোধ-বৃত্তি ও জ্যেষ্ঠ-ভক্তি পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইয়া ভীমকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল; যেমন ঝটিকা প্রভাবে একদিকে প্রবাহিত নদী-প্রবাহ, বাত্যা বশতঃ বিঘুর্ণিত হয়, তদ্রূপ অগ্রজানুরক্ত ভীমের অন্তঃকরণ ক্রোধ বশে বিকলিত হইতে লাগিল। ভীম একবার ভাবিলেন, অযথাচারী প্রিয়া-প্রহারীর মস্তক চূর্ণ করিয়া ক্রোধানল নির্ব্বাণ করি; আর বার ভাবিলেন, গুরুজনের অননুমত সাহসিক কার্য্য করা কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য নয়; একবার ভাবিলেন, সভামধ্যে দারাভিমর্ষণ নিতান্তই অসহ্য; আর বার ভাবিলেন, জ্যেষ্ঠের অসম্মত কার্য্য কনিষ্ঠের কদাচ বৈধ নয়; একবার ভাবিলেন, স্বামীর সমক্ষে পত্নীর পরাভিমর্ষ প্রাণান্ত ক্লেশকর ও একান্ত অযশস্কর; আর বার ভাবিলেন, অগ্রজের অবাধ্যতা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। এই প্রকারে ভীম সংশয়িতচিত্ত হইয়া দণ্ডদলিত বিলেশয়ের ন্যায় একবার মস্তক উন্নত আর বার অবনত করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম সস্নেহ বচনে দ্রৌপদীকে কহিলেন, অয়ি কাতরে ! ধর্ম্ম্যবিচার আমাকে উভয় শঙ্কটে পাতিত করিয়াছে; ধর্ম্মরাজ

অগ্রে পরাজিত হইয়া পরপ্রভুত্বে অনধিকারিতা প্রযুক্ত তোমাকে পণ করিয়াছেন; আর স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রভুত্ব আছে বলিয়া তোমাকে পণে অর্পণ করিতে পারেন; এই উভয় পক্ষ তুল্য কক্ষ বিবেচনায় তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর করিতে সমর্থ হইতেছি না; যুধিষ্ঠির গতসর্ব্বস্ব হইলেও কুণ্ঠিত হইবেন না; কিন্তু ধর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাঁহার মনস্তাপের সীমা থাকিবে না। ধর্ম্ম রক্ষা করা যেমন অতীব কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ধর্ম্ম-পত্নীর ক্লেশ নিবারণ করাও উচিত। আমি উভয় পক্ষ সাধনী কোন যুক্তি উদ্ভাবিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া, জড়প্রায় রহিয়াছি।

দ্রৌপদী কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি কুরু পাণ্ডবের পূজ-নীয়, আপনার মতে আমি যদি নিশ্চয়রূপে বিজিতা বলিয়া সাব্যস্ত না হইলাম, তবে ক্লেশভাগিনী কেন হই; কেনই বা দুরাচার দাসী দাসী বলিয়া উপহাস করে? স্ত্রীজাতি স্বামীর অধীনা বলিয়া কি পরপুরুষের পরাভব সহ্য করিবে? না সভা মধ্যে লজ্জা পাইবে? এখনও দুঃশাসন আমায় ক্লেশ দিতে নিবৃত্ত হইতেছে না; আমি কি ক্ষত্রিয়াঙ্গণা নই? আমার স্বামীরা ত ক্ষত্রতেজ পণে হারেন নাই! সে তেজের শিখা এখনও প্রজ্জ্বলিত আছে। রে দুরাত্মা দুঃশাসন! এখনও নিবৃত্ত হ। তুই কেন বারংবার মরণাশয়ে সেই জাজ্বল্যমান অগ্নি শিখায় পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিতেছিস্, এখনই ভস্ম হইয়া যাইবি।

বীরবনিতার সমুচিত বচন পরম্পরা শুনিয়া ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! দ্যূতোন্মত্ত ব্যক্তিরা বারবনিতাকেও পণ করিয়া খেলা করে না, তাহারা তাহার প্রতিও সদয় ব্যব-হার করিয়া থাকে। তোমার ব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মভীরুতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; সবর্ণা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী পণ করা

ধর্ম্মভীরুতার লক্ষণ নহে। শাস্ত্রকারেরা কুলশ্রী কুলস্ত্রীর ভরণ পোষণার্থ অকার্য্যশত করিবার বিধি দিয়াছেন; কুলস্ত্রীকে ক্লেশ দিতে বা ক্লেশদায়ক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিতে, কেহই ব্যবস্থা দেন না। কনিষ্ঠের উপর জ্যেষ্ঠের প্রভুত্ব আছে বলিয়া, আমাদিগকে দুরোদরমুখে আহুতি দিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষোভ হইতেছে না। নীচাশয় কৌরবেরা কেবল তোমার কর্ম্মদোষে জাতিমান স্বরূপা পাণ্ডবমহিলাকে সভামধ্যে ক্লেশ দিতেছে; এজন্য আমি কুপিত হইয়াছি। তুমি যে হস্তে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ, আমি তোমার সেই হস্ত অগ্নি সংস্কৃত করিব।

অর্জ্জুন ভীমকে আর বলিতে না দিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, ভীমসেন! কখন ত তোমাকে কোপ বশতঃ দুর্ব্বাক্য বলিতে দেখি নাই; আমার বোধ হইতেছে, তুমি ধর্ম্মগৌরব নষ্ট করিয়া শত্রুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছ; তুমি আর শত্রুগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাশয়কে অবমানিত করিও না, তিনি দ্যূতজিত হইয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অক্ষবিধান করিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন; ক্ষত্র ধর্ম্ম অবশ্য পালন করিতে হয়; এই উভয় কারণে ধর্ম্মরাজ দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যদ্যপি তিনি দ্যূতে নিবৃত্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ক্ষত্রসমাজে আমাদিগের অযশ ঘোষণা হইত; যশোধনেরা যশ রক্ষার্থে পুত্র কলত্রাদি বাহ্য বস্তুতে আস্থা প্রদর্শন করেন না; অধিক কি যশ রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন। ভীম, অর্জ্জুনবাক্যের কোন উত্তর না করিয়া ক্রোধ ভরে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তখন ধৃতরাষ্ট্র-তনয় বিকর্ণ দুঃশাসনের দুর্দ্ধর্ষভাব, দ্রৌপদীর কাতর ভাব এবং সভ্যগণের তুষ্ণীম্ভাব অবলোকন করিয়া বলিলেন, রাজন্যবর্গ! যখন আপনারা সভ্য আসন পরিগ্রহ করিয়া

সভার শোভা সাধন করিতেছেন, তখন বিচারার্থিনী দ্রুপদ-নন্দিনীর প্রশ্ন মীমাংসা করিতে সকলেই বাধ্য; সভ্যশ্রেণী নিবিষ্ট হইয়া রাগদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথামতি বিচার সঙ্গত বাক্য না বলিলে সভাসদ্‌গণকে অধোগমন করিতে হয়। দ্রৌপদী বারংবার যে প্রস্তাব করিতেছেন, আপনাদের সকলেরই তাহার উত্তর পক্ষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় যখন আপনারা কেহ কোন উত্তর করিলেন না, তখন আমি যথামতি স্বমত ব্যক্ত করিতেছি, অবধান করুন। শাস্ত্র-কারেরা, সুরাসক্ত অকার্য্যে অনুরক্ত দ্যূতোন্মত্ত এবং অত্যাসক্ত লোকের বাক্য প্রমাণ যোগ্য বলিয়া গণ্য করেন না; যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণে রাখিয়াছেন, ঐ কারণে অনিন্দিতা দ্রুপদ-দুহিতা পণ বিজিতা নহে; বিশেষতঃ দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা, তাহার উপর যুধিষ্ঠিরের একাকী পণ করিবার ক্ষমতা নাই, আরও যুধিষ্ঠির অগ্রে পরাজিত হইয়া পরাধীনতা নিবন্ধন পরপ্রভুত্বে ক্ষমতাপন্ন নহেন, এই সকল কারণে আমার মতে দ্রৌপদী পণ বিজিতা ও শকুনির সম্প্রাপদীভূতা নহে। অপর যুধিষ্ঠির দুরোদরাসক্ত ও প্রতিপণে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীর নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, কেবল সুবলনন্দন শকুনির উত্তেজনা বাক্যে তাহাকে পণ করিয়াছেন। শকুনির দুরভিসন্ধি ও যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্ততা প্রযুক্তই নিরপরাধা দ্রুপদ-সুতাকে পণ বিজিতা বলা যায় না; পণবিজিতা হইলেও রাজবালা ও রাজমহিলা সভামধ্যে আনীতা বা অবমানিতা হইবার যোগ্যা নহে। এই সকল বিচার করিয়া দেখিয়া আমি দ্রৌপদীকে ভ্রান্তিক্রমেও শকুনির জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

সভ্যগণ বিকর্ণেরকথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তাহাকে

সাধুবাদ ও শকুনিকে নিন্দাবাদ প্রদান করিলেন, তন্মূলক তুমুল কলরব অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া হইল। সেই কলরব নিবৃত্ত হইলে পর কর্ণ বিকর্ণকে সম্বোধন করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন; বিকর্ণ! এ সভায় জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম প্রভৃতি মহাত্মাগণ উপস্থিত থাকায় ধর্ম্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার বালকের কার্য্য হইয়াছে; অথবা তুমি বালক, সুতরাং বালকতা সুলভ প্রগল্‌ভতাই তোমার মীমাংসা, অদ্যাপি ধর্ম্ম মীমাংসায় তোমার মার্জ্জিত বুদ্ধি হয় নাই; যখন সভাসীন মীমাংসকগণ দ্রৌপদীর প্রশ্নে কোন উত্তর করিতেছেন না, তখন দ্রৌপদী কৃত প্রশ্ন তাঁহারা প্রশ্ন মধ্যে গণ্য করেন নাই, যদি প্রশ্ন গ্রাহ্যযোগ্য হইত, তবে এতাবৎ কাল বহুবিধ মীমাংসা বাক্য ও হেতুবাদ শুনিতে পাইতে, এবং মতভেদও বুঝিতে পারিতে। অতএব মহাত্মাগণের উপেক্ষাই অবজ্ঞা প্রদর্শনের হেতু জানিবে; তুমি বাচালতা দ্বারা কেবল শিশু-জন বিরুদ্ধ বৃদ্ধভাষিতা প্রকাশ করিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছ; যদি তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মমার্জ্জিত হইত, তবে তুমি দ্রৌপদীকে পণবিজিতা নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে না। স্মরণ করিয়া দেখ, যখন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন, তখন কি দ্রৌপদী সেই সর্ব্বস্বমধ্যে গণ্য হইবে না? যুধিষ্ঠিরের মত কাপুরুষের স্ত্রীই সর্ব্বস্ব ধন জানিবে; দ্রৌপদী সর্ব্বস্বের অন্তর্গত হইলেও শকুনি তাহাকে পুনশ্চ পণীভূত প্রমাণ করিয়া জয় করিয়াছেন, ইহাতে কি আর কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন হইতে পারে?

রাজা দুর্য্যোধন সিদ্ধান্ত শিরোমণি, তিনি যে কারণে দ্রৌপদীকে সভায় প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ কর; প্রজাপতি স্ত্রী-জাতির একটী মাত্র পতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন;

দ্রৌপদীর পঞ্চ-পতি, বিধাতার বিধি অতিক্রম করিয়া পাঞ্চালী পাঁচজনের ভার্য্যা হইয়াছে; তখন তাহাকে বেশ্যা বলা অসঙ্গত নহে, বেশ্যার সভাপ্রবেশ মানহানিকর কি? দুঃশাসন! বিকর্ণ বালক, উহার কথা শ্রবণযোগ্য নয় বিবেচনা করিয়া, পাণ্ডবদিগের ও দ্রৌপদীর যাহা কিছু আছে গ্রহণ কর। পাণ্ডবগণ কর্ণের কথা শুনিয়া নিজ নিজ উত্তরীয় প্রদান করিলেন। তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর অঙ্গের বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলেন।

দুঃশাসনকে বস্ত্র হরণে আসিতে দেখিয়া, দ্রৌপদী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে বলিলেন, রে দুঃশীল দুঃশাসন! আমি একবস্ত্রা, এ সময় আমাকে স্পর্শ করিস্‌না: দুঃশাসন আর অগ্রসর না হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর স্পষ্টাক্ষরে বলিল, চতুর-চূড়ামণি-কামিনীদিগের অভিসন্ধি বোধ করা সহজ ব্যাপার নহে; যাহা হউক পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে বলিয়া, দ্রুতবেগে দ্রৌপদীর অঙ্গবস্ত্র গ্রহণ করিল, ও বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল।

তখন দ্রৌপদী নিতান্ত নিরাশা হইয়া মনে মনে ভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, ভগবন্! হে লজ্জানিবারিন্ দানবারি হরি! এ সময় তুমি ভিন্ন অন্য কে আমার লজ্জা নিবারণ করিবে? এই দুঃসময়ে দয়া বিতরণ করিয়া দয়াময় নামের গৌরব রক্ষা কর; হে দর্পহারিন্ জনার্দ্দন! তোমার সেই ভয়ভঞ্জন হরিনাম যদি অভয় প্রদান না করে, তবে এই অনন্যগতি অনাথিনীর কি গতি হইবে; তুমিই ত্রিজগতের বিচার কর্ত্তা; রাজসভায় সুবিচার না হইলেও তোমার সভায় অবিচার হইবে না। এই আমার প্রধান ভরসা এবং শেষ আশা। হে দয়াময়! তুমি সমস্ত জীবের অন্তর্গত ভাব

অবগত আছ বলিয়া, তোমায় অন্তর্যামী বলিয়া থাকে; দুরাত্মার অত্যাচারে আমার অন্তরে যে বিষম যাতনা হইতেছে, তাহা তুমিই জান; যাতনা তোমার বিদিত হইলে, তোমায় শরণ লইলে, ক্লেশের লেশও থাকে না; হা জগদীশ্বর! এই অভাগিনীর ভাগ্যে যেন তোমার ঐ অনুগ্রহ চির দিন থাকে; হা লোকনাথ! একমাত্র স্বামী বিদ্যমান থাকিলে, অবলারা কাহাকেও ভয় করে না, এবং কোন বিষয়ের অভাবও মনে করে না, মহাবল-পরাক্রান্ত আমার পঞ্চস্বামীই সম্মুখে উপস্থিত, আমি তাঁহাদের একান্ত দয়িতা বনিতা; আমার এমনই বিধিবিড়ম্বনা যে, তাঁহারা নিয়ম বদ্ধ হইয়া পিঞ্জর-রুদ্ধ মৃগেন্দ্রের ন্যায় ক্ষমতা থাকিতেও অক্ষম; কি দুঃখের বিষয়। সেই সকল মহাত্মারা ঔষধিরুদ্ধবীর্য্য কাল ভুজঙ্গের ন্যায় মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন; হায়! আমি মৃগেন্দ্র মহিষী হইয়া কুক্কুর-কবলিত হইলাম! আমি কাল ভুজঙ্গী হইয়া বিড়াল নখাঘাতে আক্রান্ত হইলাম! কুলাঙ্গনা স্বভাবতই ভীরুভাব, তাহাতে আবার পাপাত্মা সভামধ্যে শশব্যস্ত করিতেছে, কি আক্ষেপ! যাহা একের মৃত্যু দশা, তাহাই কি অন্যের প্রমোদ কারণ হইল; এই সময়ে আমার মৃত্যু হওয়াই ভাল; এই যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু যাতনা সমধিক ক্লেশদায়িনী নয়, যদি তাহাই ঘটিল, তবে মৃত্যু কেন উপস্থিত হইলেন না? হৃদয়ে লজ্জা থাকিলে এদশা দর্শন করিতে পারে না; এই জন্যই বা মৃত্যু প্রার্থিতদুর্লভ হইয়াছেন; অসহ্য যন্ত্রণার সময় মৃত্যু উপস্থিত হইয়া যাতনার অবসান করেন, এ কথাও বৃথা, যদি তাহা সত্য হইত, তবে বস্ত্রহরণের উপক্রমেই তিনি অগ্রসর হইয়া সমুদায় যাতনা নিবারণ করিয়া দিতেন; এক্ষণে বুঝিলাম, মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর যাতনা ভোগের জন্যই

আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে। আমার জীবিত কাল কেবল দুঃখ পরম্পরা ভোগে পরিণত হইবে; নতুবা আমি রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী এবং শ্রীকৃষ্ণের সখী হইয়া সভামধ্যে অবমানিত হইব কেন? এইরূপ বলিতে বলিতে দ্রৌপদীর বিশাল লোচন হইতে অশ্রুজল বেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল; ঘনীভূত বাষ্পবেগে তাঁহার দেহ অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল; অনন্তর উরুযুগল স্তম্ভিত হইল; অবয়ব সকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি বাতেরিত শিথিল গ্রন্থি মালার ন্যায় সভাতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন।

ওজস্বী ও তেজস্বী সম্ভ্রান্ত লোক, বিদ্বিষ্ট কষ্টকর মন্দমতির ব্যবহার দেখিলে ক্রোধান্ধ হইয়া সারবত্ বাক্যে ভৎর্সনা করিয়া ক্রোধভাব পরিত্যাগ করেন, নয় মন্দমতির মন্দপ্রকৃতির অবশ্যম্ভূত প্রাকৃতিক কদাচার বিলোকনীয় নয় বিবেচনা করিয়া আত্মাধিক্ষেপ করিতে করিতে শান্তিভাব ধারণ করেন। ভীমসেন দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে উদ্যত দেখিয়া ওজোগুণ ধারণ করিলেন। কেবল দুশ্ছেদ্য ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকায় তেজ প্রকাশ করিতে পারিলেন না; করমর্দ্দন করিতে করিতে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তৎকালে কেবল আত্মাধিক্ষেপ করিয়া ক্রোধানল শান্তি করিয়াছিলেন। তখন তিনি বারংবার অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কিন্তু মুখ দিয়া আর কোন কথাই বলিলেন না। চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন, দুঃশাসনের অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বীরবৃন্দ বেষ্টিত সভাকে পদভরে বিকম্পিত করিয়া বলিলেন অর্জ্জুন! এত অত্যাচার কি ওজস্বীচক্ষে দেখিতে পারে? দেখিয়াই নাকি সহ্য করিতে পারে? ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মপাশ কি এতই দুঃশ্ছেদ্য? জরাসন্ধের সন্ধি-

স্থানঅপেক্ষাও কি অতি দুর্ভেদ্য? ভীম কি এতই দুর্ব্বল; ভীমের গদা কি এতই অসার? সভাসদ্‌গণ! ভীম এখানে উপস্থিত নাই, কিম্বা ভীম জীবিত নাই মনে কর; হায়! ভীমের সমক্ষেই এই বীভত্‌স ঘটনা ঘটিল; অর্জ্জুন শীঘ্র খড়্গ আনয়ন কর, আমার এই বহুযুগল ছেদন করিয়া দেও, নয় এই করিকর তুল্য মাংসল বাহুযুগল আমি স্বয়ংই ছেদন করিয়া ফেলি। অর্জ্জুন! যদি কার্য্যকালে সভাস্থলে তাহার প্রয়োজনীয়তা না থাকিল, এবং তাহার বলবত্বা দেখাইতে না পারা গেল, তবে কেবল শোভার নিমিত্ত বিফল বাহুযুগল ধারণের আবশ্যকতা কি? আরও আমার চক্ষুদ্বয় অন্ধ করিয়া দাও; আর আমি দ্রৌপদীর পরাভব দেখিতে পারিব না; অথবা আমি চক্ষুর্দ্বয় থাকিতেও অন্ধ; যখন দ্রুপদ দুহিতার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতীকার করণে চক্ষুষ্মত্বার কার্য্য করিতে পারিলাম না, তখন আমি অন্ধ ভিন্ন আর কি হইতে পারি? আমি বধির হইলে ভাল হইত, তাহা হইলে পাঞ্চালীর কাতর বাক্য শুনিতে হইত না। অথবা আমাকে বধির বলিয়া জান; দ্রৌপদীর করুণ ধ্বনি শুনিতে পাইয়াও যখন উদাসীনের ব্যবহার করিতেছি, তখন আমি বধির ভিন্ন আর কি হইতে পারি? আমি বৃথা বীর মধ্যে গণ্য হইয়াছিলাম, কার্য্যকালে পশুর ন্যায় আচরণ করিলাম! আমাকে ধিক্‌, দুঃশাসন জীবিত থাকিল, এইটীই ভীমের প্রবাদ রহিল।—প্রবাদ! ভীম শত্রু নিপাত করিতে পারিল না এই অপবাদ; না, ভীম জীবিত থাকিল এই প্রবাদ? ভীম একাকীই সমর্থ, শত্রু নিপাতনে এক্ষণেই সমর্থ, শত্রু বংশ ধ্বংস করা অধর্ম্ম নয় বা অযশস্কর নয়, ভীম হইতেই ধৃতরাষ্ট্র নির্ব্বংশ, নিশ্চয় জানিবে। বায়ু সমভাবেই প্রবহন করে, বেগ বিকারী মহাতরু কিরূপে অধঃপাত করিতে হয়, তাহার উপদেশ সে অন্যের নিকট

চায় না ; ক্ষত্রিয়ের সেই প্রতাপ, যাহা ক্ষুদ্র শত্রু ও মহারিপু, উভয়েই সমান প্রভাবকর ও সমান কার্য্যকর, প্রভা-করের সেই প্রভা, যাহা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের সমান তেজোহারক, সমান খরতর ; অগ্নির সমানই তেজ, দাহ্য পাইলেই প্রবল হয় ; লোক-পালগণ ! ভূপালগণ ! তোমরা সাক্ষী, সাক্ষাৎ দেখিতেছ, আবারও দেখিবে। ভীম ধর্ম্মপাশে বদ্ধ, এক্ষণে কাপুরুষ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যদি দুঃশাসন পশুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া উষ্ণ উষ্ণ রক্তলিপ্ত হস্তে রজস্বয়াভিষিক্ত, দুঃশাসন স্পর্শ-দূষিত, আলুলায়িত দ্রৌপদীর কেশকলাপ বন্ধন করিতে না পারি, তবে যেন আমার ক্ষত্রোচিত সদ্গতি লাভ না হয় ! রে দুঃশাসন পশো ! এক্ষণে তুই সুরপতির নিকটেই যা, বা বাসুকির কাছেই যা, তোর নিস্তার নাই, পরিত্রাণ নাই ; অর্দ্ধ-রথ কর্ণের ত কথাই নাই, শত ভ্রাতার কর্ত্তা, কপট দূতের কর্ত্তা, অন্ধের যষ্টির আশ্বাসন, তাহার পরিণাম অশ্রু বর্ষণ ; নিশ্চয় জানিস্, ভীমের প্রতিজ্ঞা কখনই অক্ষম হইবার নয়, প্রভাকর ও বৈশ্বানর হিমাগমে নিস্তেজ ও সুখস্পৃশ্য হয়, ভীম শার্দ্দূলের ন্যায় তত্ কালেও প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীমসেন অধোবদনে সভাসদনে উপবেশন করিলেন, বীরপুরুষেরা সাধুবাদ প্রদান করিয়া ভীমের ওজস্বীতা, তেজ-স্বীতা এবং জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তিতার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে করুণাময় কমলাপতির ইচ্ছাক্রমে ধর্ম্ম অদৃশ্যরূপে বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর অঙ্গ আবরণ করিতে লাগিলেন। দুঃশীল দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার জন্য যতই বস্ত্র আকর্ষণ করে, ততই তাহা বৃদ্ধি পায়। সভ্যগণ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলেন। এবং সাধ্বী সাধ্বী বলিয়া যাজ্ঞসেনীর

প্রশংসা ও দুরাত্মা দুরাত্মা বলিয়া দুঃশাসনের তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অঙ্গবস্ত্র আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে না পারাতে অপ্রতিভ ও হতবুদ্ধি হইয়া সভৈকপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল।

বিদুর সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্রৌপদী কাতর বচনে দীন নয়নে যে প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করুন্। কাতর না হইলে কেহ বিচার প্রার্থনা করে না, প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে সভার সভাত্ব থাকে না, ন্যায় মূলক ধর্ম্মানুসারি বিচার দ্বারা অর্থী প্রত্যর্থী-দিগকে সান্ত্বনা না করিলে সভ্যের সভ্যত্ব থাকে না। বিচার-স্থলে জ্ঞানতঃ পক্ষপাত করিলে বিচারকদিগকে নিরয়গামী হইতে হয়, অতএব আপনারা পক্ষপাত পরিত্যাগ পুর্ব্বক দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন এবং যথা বুদ্ধি সিদ্ধান্ত করুন। বিকর্ণ স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনানুসারে স্বমত ব্যক্ত করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন; আপনারাও এবিষয়ে যথামতি বিচার করিয়া স্বস্ব মত প্রকাশ করুন্; অধিকাংশের মতৈকতা মীমাংসা বুদ্ধিতে গ্রহণীয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, সভ্যশ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া জ্ঞানতঃ বিচার সঙ্গত কথা না কহিলে, তাঁহাকে মিথ্যা কথনের অর্দ্ধেক ফলভাগী হইতে হয়, আর যিনি বিচার্য্য বিষয়ে মিথ্যা সিদ্ধান্ত করেন; কিম্বা অন্যায় বিচার অনুমোদন করেন, তিনি মিথ্যা কথনের সম্পূর্ণ ফলভাগী হন। অতএব আপনারা উপস্থিত বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রকাশ করুন। বিদুরের বাক্যাবসানে কেহ কোন উত্তর করিলেন না, দেখিয়া কর্ণ কহিলেন, দুঃশাসন আর অপেক্ষা করিতেছ কেন? যদি সভ্যগণের মতভেদ হইত, তাহা হইলে তদ্বিষয়ের আন্দোলনও হইত; সভ্যেরা সত্য অপ্রিয় কথা

বক্তব্য নয়, বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" এই যুক্তিবাক্যের মর্ম্ম বুঝিয়া দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া কিঙ্করী শ্রেণীমধ্যে নিবেশিত করিয়া রাখ। দুঃশাসন কর্ণের উপদেশ গুরূপদেশ জ্ঞান করিয়া দ্রৌপদীরে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

দ্রৌপদী কহিলেন রে দুঃশীল দুঃশাসন! তুই ক্ষণকাল বিলম্ব কর, সভ্য মহোদয়েরা আমার প্রশ্নের উত্তর দেন কি, না দেন, তাহা আমার জানা আবশ্যক। দুরাত্মা আবারও কেশাকর্ষণ করিতেছিস্; আমার যে কেশপাশ রাজসূয় যজ্ঞের অভিষেক জলে পবিত্র হইয়াছিল; তাহা তুই বারংবার অপবিত্র করিতেছিস্। তোর আকর্ষণে আমি ক্লান্ত হইয়াছি; তোর উদ্ধত ব্যবহারে বারংবার কৌরবদিগকে অপ্রিয় কথা বলিতেছি। তুই নিতান্ত অসভ্য; সভ্যমণ্ডলীতে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা কিছুমাত্র জানিস্ না; কেবল আজ্ঞাবহ বলগর্ব্বিত পদাতিকের ন্যায়, পরের অনুজ্ঞা পালনে তৎপর হইতেছিস্; ইহাতে যে তোর অভদ্রতা প্রকাশ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিস্ না; তুই স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুমাত্র জানিস্ না; যে উপায়ে তাহা জানা যায়, তাহাতে তোর কিছুমাত্র অধিকার নাই; শিক্ষা যোগ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারে না; এজন্য তুই সভা মধ্যে এত অশিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেছিস্; ভদ্রকুলে মূর্খের জন্ম না হওয়াই ভাল, কুলাঙ্গার বংশ-ধর থাকা অপেক্ষা বংশের লয় হওয়াই ভাল। দুরাত্মা বস্ত্র হরণে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়াও তোর চৈতন্য হইল না। বারংবার তোর অহিতাচার ধর্ম্ম বুদ্ধিতে সহ্য করিয়াছি, আর সহ্য করিব না। পুনর্ব্বার যদি তুই আমার অঙ্গ বস্ত্র স্পর্শ করিস্, তবে অভিশাপ-

দ্বারা তোকে ভস্মসাৎ করিব। দুঃশাসন শিষ্টাচার শাসনেই হউক, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অসমর্থতা প্রযুক্তই হউক, কিংবা অভিশাপ-ভয়েই হউক, ক্ষণকালের জন্য স্বানুষ্ঠিত কার্য্যে ভগ্নোৎসাহ হইয়া রহিল।

ভীষ্ম মাধ্যস্থ্য পক্ষ অবলম্বনীয় বিবেচনায় কহিলেন, সুভগে! ধর্ম্মের গতি এত সূক্ষ্ম ও এত জটিল যে বিজ্ঞেরাও তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে বা প্রকৃত রূপে মীমাংসা করিতে পারেন না, এজন্য তোমার প্রশ্নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইতেছে না। তুমি যে কুলের বধূ, তাঁহারা বিচার বিমূঢ় হইয়া কেবল দুঃখাভিতপ্ত হইতেছেন; ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অসমীক্ষ্যকারিতা পরতন্ত্র হইয়া আত্ম-বিনাশের কার্য্য করিতেছে; ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ বৃদ্ধগণ ও দ্রোণা-চার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্মতত্ত্ব বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়া অধোবদনে রহিয়াছেন; হে সাধুশীলে! তুমিও এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া কেবল ধর্ম্ম পথ নিরীক্ষণ করিতেছ; যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তিনি তোমার প্রশ্নের যে মীমাংসা করিবেন, তাহাই প্রকৃত রূপে গ্রহণীয় হইবে, তদনুসারে তুমি পণের যোগ্যা কি অযোগ্যা, পরাজিতা বা অজিতা, তাহা স্থির হইবে। অতএব এক্ষণে তোমার প্রশ্নের মীমাংসার ভার যুধিষ্ঠিরের উপর দেওয়া হইল; তিনি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন্।

দুর্য্যোধন ভীষ্মের কথা অনুমোদন পুরঃসর কহিলেন, দ্রৌপদি! কেবল যুধিষ্ঠিরের উপর ভার দেওয়াই বা কেন, তোমার আর চারিজন স্বামী সভায় নিষণ্ণ আছেন, তাঁহারাও তোমার প্রশ্নের মীমাংসা করুন্, তাঁহারাও যদি এই আর্য্য-মণ্ডলী মধ্যে ধর্ম্ম-রাজের প্রভুতা অস্বীকার করিতে চাহেন, করুন, এবং জ্যেষ্ঠকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তোমাকে পণের অযোগ্যা বিবেচনা করেন, উত্তম কল্প। তোমার দুঃখ দেখিয়া

সভাসদেরা দুঃখিত হইতেছেন, এবং এই জন্যই সমুচিত উত্তর প্রদান করিতেছেন না; বিশেষতঃ তোমার স্বামীদিগের দুর্দ্দশা দর্শনে অনেকের মুখ হইতে প্রকৃত উত্তর নিঃসৃত হইতেছে না; ভাল, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যাহা বলিবেন, তাহাই প্রতিপালিত হইবে, উঁহার প্রতি উপস্থিত বিষয়ে বিচারকের ক্ষমতা অর্পিত হইল; কি বিচার করেন শুনা যাউক।

দুর্য্যোধনের বাক্য সমাপ্তির পরক্ষণেই ভীমসেন করতল সংমর্দ্দন পুর্ব্বক কহিলেন, যদি ধর্ম্মরাজ আমাদিগের প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে যাহা করিতাম, তাহা সভাসদেরা এই মুহূর্ত্তেই প্রত্যক্ষ করিতেন; জ্যেষ্ঠ মহাশয় আমাদিগের জীবনের প্রভু বলিয়া তাঁহার পরাজয়ে আত্মপরাজয় স্বীকার করিয়াছি, যদি তিনি আমাদিগের প্রভু না হইতেন, তবে ভীম জীবিত থাকিতে দ্রুপদ-রাজতনয়ার কেশপাশ স্পর্শ করে, কাহার সাধ্য? ফণিমণি গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নহে! সিংহ সমীপে শৃগাল কতক্ষণ গর্জ্জন করিতে পারে আর কেই বা তাহারে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ; ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আমার বাহুবল লোকের প্রত্যক্ষ হইল না; নতুবা আমার অপ্রিয়কারী এতক্ষণ জীবিত থাকে? স্বয়ং বজ্রপাণি বাসবও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না; যদি ধর্ম্মরাজ বারেক ইঙ্গিত করেন, তাহা হইলে শশ সংহারক্রমে ক্ষণকাল মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে নির্ব্বংশ করিতে পারি, তাহার সংশয় নাই। এইরূপে উত্তরোত্তর ভীমের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া, ভীষ্ম প্রভৃতি মহোদয়েরা কহিলেন, ভীম ক্ষান্ত হও, তোমার দুষ্কর কিছুই নাই, এ তোমার বাগাড়ম্বর নয়, তোমাতে সকলই সম্ভবে! ভীমসেন যেমন কোপন স্বভাব, তেমনি গুরু বশম্বদও ছিলেন, গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘন করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া ঔষধিরুদ্ধবীর্য্য

কালভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

কর্ণ কহিলেন অয়ি দ্রৌপদি! শাস্ত্র অনুসারে স্ত্রীজাতি যেমন স্বামীর অধীন, দাসও তদ্রূপ প্রভু পরতন্ত্র, এ উভয়ের নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; তোমার স্বামীরা দ্যূতজিত হইয়া দাস-ভাবাপন্ন হইয়াছেন; তুমি তাহাদিগের পত্নী, তুমিও দাসী হইয়াছ। যিনি তোমাদিগকে দ্যূতে জয় করিয়াছেন, তোমা-দিগের উপর তাহারই যথেচ্ছ প্রভুতা জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি আর পাণ্ডবদিগের ভার্য্যা নও; তাহারাও তোমার স্বামী নয়; তুমি ইচ্ছা করিলে পত্যন্তর অবলম্বন করিতে পার, এবং সাব-ধান হইও, পুনর্ব্বার যেন দ্যূতদেবীকে বরণ করিও না। যুধিষ্ঠির রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজা হইয়া-ছেন, তাঁহার কার্য্যাকার্য্য বোধ ও পরিণাম-দর্শিনী বিবেক শক্তি কিছুমাত্র নাই; যখন তিনি সভা সমক্ষে ভার্য্যা পণ করিয়া খেলিতে পারিয়াছেন, তখন মনস্বীরা আর তাঁহাকে মনুষ্য মধ্যে গণ্য করেন না। দ্রৌপদি! আর বৃথা কেন অসমীক্ষ্য-কারী স্বামীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতেছ। এক্ষণে তুমি আমার অনুমতি ক্রমে রাজ পরিবারের পরিচর্য্যা করিয়া কালক্ষেপ কর। স্ত্রীরা স্বামীর গুণাগুণ অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তুমি যেমন স্বামীর হস্তে পড়িয়াছ, তোমার গতিও সেইরূপ হইতেছে। এক্ষণে তুমি কুরুপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া দাসীত্ব মোচনের উপায় দেখ, নতুবা তোমার রাজবংশে জন্ম ও রাজমহিষী হওয়া নিষ্ফল দেখিতেছি।

ভীমসেন শুনিবামাত্র লোহিত লোচনে কহিলেন, রাজন্ আমি সূতপুত্রের কথায় কুপিত হই নাই; আমরা ভবদীয় কর্ম্ম দোষে দাস হইয়াছি, তাহাতেও খেদ নাই; আপনি যদি দ্রৌপ-দীকে দ্যূত মুখে নিক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে জয়ন্ত

জনের পরুষ বাক্যে আমার কষ্টবোধ হইত না। ভীমের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির মৃতপ্রায় ও মৌনাবলম্বী হইলে পর, দুর্য্যোধন কহিলেন, ওহে পাণ্ডবাগ্রজ! ভীম আপন মুখেই তোমার বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সভ্যগণ সমক্ষে সত্য কথা বল, দ্রৌপদী পরাজিতা কিনা, যদি জিতা হইয়া থাকে, তবে উহার প্রতি আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি। এই বলিয়াই যে দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষান্ত হইল, তাহাও নহে। সে আবার বসন উত্তোলন পূর্ব্বক কুটিল দৃষ্টিতে ভঙ্গীক্রমে দ্রৌপদীকে আপন উরুদেশ দেখাইল। কর্ণ তাহাকে প্রোৎসহিত করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিল।

সভামধ্যে ধর্ম্মপত্নীর ঈদৃশী অবমাননা ও তাহার প্রতি জুগুপ্সিত ব্যবহার দেখিলে কোন্ জীবিত পতির ক্রোধোদয় না হয়। তাহাতে মহাবল পরাক্রান্ত কোপনস্বভাব ভীমসেন যে, এত অত্যাচার সহ্য করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। ভীম ক্রোধে অধীর হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন, তৎ-ক্ষণাৎ পদাঘাতে সভামণ্ডপ বিকম্পিত করিয়া লোহিতলোচনে কহিলেন, সভাসদ্গণ! তোমরা সাক্ষী থাক; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি সম্মুখ সংগ্রামে গদাঘাতে দুরাত্মা সুযোধনের উরু ভগ্ন করিয়া কবোষ্ণ রুধির দ্বারা দ্রৌপদীর কেশপাশ বন্ধন করিতে না পারি, তবে যেন পরকালে আমার সদ্গতি লাভ না হয়। এই বলিতে বলিতে অমর্ষণ ভীমসেন একবারে প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে ইরম্মদসদৃশ কোপাগ্নি স্ফুরিত হইতে লাগিল, প্রলয় পবনসদৃশ দীর্ঘ নিশ্বাস ঘন ঘন নির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার দেহ আগ্নেয় গিরির ন্যায় অনবরত বিকম্পিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ভীমের ভয়ানক আকার

প্রকার দেখিয়া সভ্যেরা তাঁহাকে সেই মুহূর্ত্তেই প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ বলিয়া মনে করিলেন।

অনন্তর বিদুর কহিলেন, সদস্যগণ! ভীমের ভয়ানক প্রতিজ্ঞা শুনিলে। উহা ভরত বংশের ধ্বংসের নিমিত্তই নিরূপিত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুরন্ত দুরোদর অনুষ্ঠান করিয়া বৈরতরুর অঙ্কুর উৎপাদন করিয়াছেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সভা মধ্যে কুলস্ত্রীর অবমাননা করিয়া সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত করিলেন। ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, বংশ বিলোপই ঐ বৃক্ষের ফল হইবে। অতএব তোমরা কেন বৃদ্ধ রাজার ভয়ে বিচার সঙ্গত ধর্ম্ম বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছ? যখন যুধিষ্ঠির স্বয়ং অগ্রে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ দ্রৌপদীকে পণ করিয়া হারিয়াছেন, তখন দ্রৌপদী শকুনির জিতা নয়, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বিশেষতঃ পরাজিত ব্যক্তির পরের উপর প্রভুত্ব থাকে না। যাহার উপর যাহার প্রভুত্ব নাই, তাহার নিকট সে ধন বিজিত হওয়া যুক্তি সংগত নহে। জিত ব্যক্তির যে ধনে যে রূপ স্বত্ব, জেতারও সেই ধনে সেই রূপ স্বত্ব হইয়া থাকে। অতএব যদি স্বপ্নে অন্যের ধন লাভ করিয়া স্বত্ববান্ হওয়া যায়, তবে দ্রৌপদীকে পরাজিতা বলিতে পারা যায়। ইহা কেবল দ্যূতচ্ছলে কলহের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। এবং দ্যূত যে ভদ্রদায়ক নয়, তাহাই সপ্রমাণ করা হইতেছে।

দুর্য্যোধন বিদুরের কথায় অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতাদিগের প্রভু ছিলেন, এক্ষণে যদি অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অনীশ্বর বলেন, তবে দ্রৌপদী তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে। অর্জ্জুন সামর্ষে কহিলেন, রাজন্! ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আমাদিগের প্রভু ছিলেন, এক্ষণে কি তিনি আমাদিগের প্রভু নন? যিনি আমাদিগের ঈশ্বর, এক্ষণে তাঁহার ঈশ্বর কে? দুর্য্যোধন ভঙ্গীক্রমে, কহিলেন, যুধিষ্ঠির যাহার নিকট

পরাজিত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহার প্রভু তিনি। অর্জ্জুন কহিলেন, ধর্ম্মাত্মার পরাজয় নির্ব্বাচন করা অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম। এই রূপে উভয়ের উভয় বিমর্দ্দক বাদানুবাদ চলিতে লাগিল।

অনন্তর বিদুর বৈরভাব অপ্রতিহার্য্য বিবেচনা করিয়া কুরু-পাণ্ডবের হিতকামনায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি দ্যূতানুষ্ঠান করিয়া ঘোরতর বিরোধ উপস্থাপিত করিয়াছেন; পুর্ব্বে নিষেধ করিয়াছিলাম, শ্রবণ করেন নাই; দ্যূত যে অনর্থের মূল, তাহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই; এক্ষণে যে ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন না, এজন্যই নিশ্চিন্ত আছেন; ঐ দেখুন ভীমসেনের মুখমণ্ডল কি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে; দেখিতে দেখিতে উহা তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিতেছে; ললাট দেশে ত্রিশিখা ত্রিশূলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; ভ্রূযুগল একবার আরেচিত, অন্যবার বল্গিত ও অপর বার বিকুঞ্চিত হইতেছে; চক্ষুর্দ্বয় শোণবর্ণ, বারংবার উৎক্ষিপ্ত ও প্রসারিত এবং মণ্ডলিত হইয়া বিচলিত হইতেছে; অধর ক্ষণ ক্ষণে দন্তদষ্ট হইতেছে; প্রমাণাধিক শ্বাস ভরে নাশাগ্র কম্পিত ও স্ফীত হইতেছে; স্বেদ সলিলে সমুদয় শরীর আর্দ্র ও উহা মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছে; কি চমৎকার! দেখিতে দেখিতে উহার সমুদয় শরীর এত স্ফীত হইয়া উঠিল যে, আর উহারে সেই ভীম বলিয়া চিনা যায় না।

আর দুর্য্যোধনার্জ্জুনের যেরূপ সংলাপ শ্রুত হইতেছে. তাহাতে বৈরভাব উপস্থিত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই; দুর্য্যোধন বাগাড়ম্বরা বিস্তার করিয়া স্বীয় গর্ব্বিত স্বভাবের পরিচয় দিতেছেন; অর্জ্জুন সারবদ্বাক্যে তাহার সমর্থ উত্তর করিতেছেন; দুর্য্যোধনের মুখ হইতে বিষ নির্গত হহতেছে; অর্জ্জুনের আনন হইতে অগ্নি উদ্গীরণ হইতেছে; উভয়ে উভয়কে যেরূপ

স্পর্দ্ধা করিতেছে, তাহাতে সত্বরই সভাতল রণস্থল হইয়া উঠিবে। মাদ্রীতনয়েরা স্পন্দহীন ধর্ম্মনন্দনের পরিচর্য্যা করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের মুখশ্রী ম্লান হইতেছে; যদি এই অপমানে ধর্ম্মনন্দনের প্রাণ বিয়োগ হয়, তবে আপনার সমুদয় নন্দন নিধন করিয়াও ভীমার্জ্জুনের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইবে না; ভীমার্জ্জুনের পরাক্রম আপনি বিশেষ অবগত আছেন, আপনার তনয়গণ মধ্যে ঐ উভয়ের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে এমন কেহ নাই; ঐ দেখ জ্যেষ্ঠভক্ত ভীমার্জ্জুন অনুজ্ঞা প্রার্থনায় বারংবার যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা এত ক্রোধান্ধ হইয়াছেন যে, যুধিষ্ঠিরের অবস্থা বিশেষ অবগত হইতে পারিতেছেন না, এবং তাহারা জ্যেষ্ঠের বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করেন না। এজন্য সমরানল এখনও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে নাই।

মহারাজ। যতক্ষণ সহিষ্ণুতা শক্তি আত্মাকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে, ততক্ষণ মানব ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে পারে। যখন মর্ম্মপীড়াকর কোন ব্যাপার উপস্থিত হয়, তখন ক্রোধ অন্তঃকরণ মধ্যে সম্পূর্ণ একাধিপত্য প্রকাশ করিতে থাকে; তৎকালে অন্য অন্য বৃত্তি সকল অন্তর্লীন হইয়া যায়; সে সময়, ধর্ম্মবন্ধন লূতাতন্তুবৎ অতি সহজে উচ্ছিন্ন হইয়া উঠে। তোমার পুত্রেরা দ্রৌপদীর অবমাননা করিয়া পাণ্ডবদিগকে মর্ম্মপীড়া দিতে আর অপেক্ষা রাখেন নাই, ভীমেরও ক্রোধভাব পূর্ণ হইতে আর অপেক্ষা নাই; এক্ষণে প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবন করুন; নতুবা ভয়ানক বিপদ ঘটিবে সন্দেহ নাই। আর আপনি বলিয়া ছিলেন যে, "মহারথ ভীষ্ম ও মহোদয় দ্রোণাচার্য্য উপস্থিত থাকিতে সুহৃদ্দ্যূতে কলহ হইবে না"। ঐ দেখ উভয় মহাত্মাই তোমার পুত্রের অসদাচার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন,

স্বপক্ষ রাজন্যবর্গ কুক্রিয়া দর্শনে দুর্য্যোধনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন; ঐ শুনুন্ অসময়ে শিবাগণ অশিব রোদন করিতেছে; অগ্নিহোত্র গৃহের সমীপে গর্দ্দভগণ অশুভ ধ্বনি করিতেছে; অশুভশংসী পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে শ্রুতি-কঠোর শব্দ করিতেছে; রাজন্! এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমঙ্গল ঘটিতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের উপদেশ ক্রমে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, ওরে দুর্ব্বিনীত দুর্য্যোধন! তুই একেবারে চৈতন্যশূন্য হইয়াছিস; কুরুকুলবধূ দ্রৌপদীকে সভামধ্যে যন্ত্রণা দিতেছিস; আমার কাছে দ্রৌপদী ও ভানুমতী উভয়ই সমান ও সমান স্নেহের পাত্র; তোর সমান অজ্ঞান আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপ দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া সস্নেহ সান্ত্বনা বাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার ক্লেশ শুনিয়া পুত্রদিগের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি সুশীলা এবং সাধ্বী, যাতনা পাইয়াও যে, অভিশাপ দ্বারা আমার দুর্বিনীত সন্তানদিগকে বিপন্ন কর নাই, ইহা আমি ভাগ্য বলিয়া মানিতেছি। তুমি এ কুলের বধূ বলিয়া ভরতকুল উজ্জ্বল হইয়াছে; তুমি ক্লেশিতা হইয়াও যে, ধর্ম্মপথ অতিক্রম কর নাই, তাহাতে আমি যারপর নাই প্রীত হইয়াছি। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমাকে অভিলাষানুরূপ বর দিয়া শান্ত হৃদয় হই।

দ্রৌপদী শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, দয়াবর! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার পঞ্চপতি দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হউন; আপনার পুত্রেরা যেন সেই মহাত্মাদিগকে আর দাস বলিয়া সম্বোধন না করেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন বৎসে! আমি তোমার অভিলাষ-

অনুরূপ বর দিলাম। সুভগে! তুমি যেরূপ শান্তস্বভাবা, তাহাতে একমাত্র বরপ্রদানে তোমার সমুচিত সম্মান রক্ষা হয় না; অতএব তোমার স্বামিগণ যে যে বিষয়ে স্বত্ববিহীন হইয়াছেন, তৎসমুদায় লাভ করিয়া পূর্ব্বের মত স্বত্বসম্পন্ন হউন; তোমার সদাচার ও স্বামি-ভক্তি দর্শনে আমি যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি বরান্তর গ্রহণ কর। দ্রৌপদী অতি বিনীতভাবে কহিলেন, দয়াবর! লোভ অনর্থের হেতু ও অধর্ম্মের কারণ, অতএব আমি আর অন্যবর প্রার্থনা করি না, বিশেষতঃ শাস্ত্রকারেরা ক্ষত্রিয়াঙ্গনার দুয়ের অধিক বর প্রার্থনার অধিকার প্রদান করেন নাই। আপনার অনুগ্রহে আমার স্বামিগণ দারুণ দাসত্ব-শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবেন, তাহাতেই আমাদিগের যথেষ্ট শ্রেয়োবিধান হইবে।

তখন কর্ণ কহিলেন, আমরা যে সকল গুণবতী বনিতার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রীও দ্রৌপদীর ন্যায় স্বামীর উপকার সাধন করিতে পারেন নাই। পাণ্ডবগণ দুস্তর বিপদ-সাগরে মগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী নৌকাস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিল; দ্রৌপদীর গুণে পাণ্ডবগণ মুক্তি লাভ করিল, ইহাতে তাহাদিগের যথেষ্ট গৌরব!

অমর্ষণস্বভাব ভীমসেন কর্ণের কুৎসাবাক্য শ্রবণে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, হা পাণ্ডবদিগের জীবনে ধিক! স্ত্রীই তাহাদিগের পরিত্রাণের কর্ত্রী হইল! অর্জ্জুন! এবার আর আমাকে নিষেধ করিও না; যদি পরভুজবলবেত্তা ভীষ্ম কিংবা আচার্য্য কিছু বলিতেন, তাহাতে ক্লেশ বোধ করিতাম না। শূরংমন্য জঘন্য জনের কথা একান্ত অসহ্য। ধনঞ্জয়! এ সভায় যে যে আমাদিগের শত্রু আছে, তাহাদিগকে শমনভবনে প্রেরণ

করি; যুধিষ্ঠির অকণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। হস্তিপক যেমন মদমত্ত বারণকে নিবারণ করে, তদ্রূপ রাজা যুধিষ্ঠির, 'ক্ষান্ত-হও' বলিয়া, ভীমকে বারণ করিলেন। তৎকালে রোষ বশতঃ ভীমের শরীর হইতে ধাতুনিস্রবসম স্বেদস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বিনীত ভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহাভাগ! এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? আপনি আমাদিগের গুরু ও ঈশ্বর; আমরা চিরজীবন আপনার নির্দ্দেশ-বর্ত্তী হইয়া থাকিতে বাসনা করি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বৎস! আমার অনুজ্ঞাক্রমে ধনজন লইয়া, সুখস্বচ্ছন্দে রাজধানী প্রতিগমনপূর্ব্বক আপন রাজ্য শাসন কর। বৎস! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মের মর্ম্ম তুমিই বুঝিতে পার, এবং তদনুসারে চলিয়া থাক; তুমি অতি বিনীত, তোমার কার্য্য সকলও বিনয়ভুষিত হইয়া থাকে; ক্ষমাগুণের প্রকৃত মর্ম্ম তুমিই অবগত আছ; সহিষ্ণুতাশক্তি তোমার এত অধিক যে, বজ্র-পাতেও অবিচলিত থাক। তুমি অতি উদার-গুণ-সম্পন্ন; এজন্য শত্রুকৃত বৈরাচরণ মনে কর না; দুষ্টস্বভাব রিপুদিগেরও দোষ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের গুণ স্মরণ কর; পরোপকার বুদ্ধিতে অপকারীর প্রতিও সদয় ব্যবহার কর; কাহারও মান মর্য্যাদা অতিক্রম কর না; তোমার এই সকল অসাধারণ আর্য্যগুণ এখনও সভ্যেরা কীর্ত্তন করিতেছেন; গুরু-শুশ্রূষা গুরুবাক্যে আস্থা ও গুরুনিদেশবর্ত্তিতা প্রভৃতি মহৎ গুণ তোমার যথেষ্ট আছে, তুমি ঐ সকল মহৎ গুণে আমার দুর্ব্বিনীত দুর্ব্বোধ সন্তানদিগের অসদাচরণ মনে করিও না। আমি কেবল পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাদিগকে সুহৃদ্দ্যূতে আহ্বান করিয়াছিলাম; তাহাতে যে দুরাচারেরা এতদূর ঘটাইবে, মনেও

ভাবনা করি নাই; সকল কার্য্যে অদৃষ্টই বলবৎ; কোন্ দিন কোন্ সময়ে, কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে, কে বলিতে পারে? এক-রূপ কার্য্য করিয়া কেহ সুখী, কেহবা অসুখী হয়; যে সুখী হয়, সে অদৃষ্টকে শুভ, আর যে দুঃখী, সে অদৃষ্টকে দুষ্ট বলিয়া মনে করে। ফলতঃ অদৃষ্টের এমনই এক সম্মোহিনী শক্তি আছে যে, উহা অপ্রতিকার্য্য বিষয় হইতে মানবদিগের মনোবেগ নিবারণ করে। বৎস! আর অধিক তোমায় কি বলিব? তোমাতে ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়ে ধীরতা, ভীমসেনে বীরতা, নকুলে পবিত্রতা, এবং সহদেবে গুরু শুশ্রূষা প্রতিষ্ঠিত বোধ হইতেছে, অতএব তোমারা এক্ষণে পূর্ব্ববৎ সম্মানে খাণ্ডব-প্রস্থে প্রস্থান কর। পরস্পর সৌভ্রাত্র সুখে সুখী ও চিরায় ধর্ম্মানুরাগী হও। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া বাস-ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও স্বীয় রাজধানী গমনে উদ্যোগী হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের বর-প্রদানে হতাশ হইলেন, এবং কুপিত মনে পিতৃ-সদনে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বৃহস্পতি সুরপতিকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আপনি জানেন না, এজন্য বরপ্রদানে পাণ্ডবদিগকে পূর্ণ-মনোরথ করিলেন। সুরাচার্য্য বলিয়া ছিলেন, যে কোন উপায়ে হউক, শত্রু-সম্পত্তি আত্মসাৎ করাই নীতিবেদীদিগের প্রধান কার্য্য; আমরা সেই স্বর্গীয় নীতি প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া ছিলাম। আপনি বর দিয়া আমার সকল কার্য্য বিফল করিয়া

দিলেন। পাণ্ডবেরা সভামধ্যে যেরূপ অবমানিত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা আর আমাদিগকে কখন ক্ষমা করিবে না; কেহ ভার্য্যাভিমর্ষণ চিরকালেও বিস্মৃত হয় না, এবং অবসর পাইলেই তাহার প্রতিশোধ দেয়। আমরা পাণ্ডবদিগের সদৃশ বলবান্ বা ধনবান নহি। যদি কোন কৌশলে তাহাদিগের ধন আত্মসাৎ করিয়া তদ্দ্বারা মহীপালদিগকে বশীভূত করিয়া সহায়বল লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিস্তার পাইব; নতুবা আমাদিগের নিষ্কৃতি নাই; শুনিলাম, ভীমার্জ্জুন অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছে; নকুল সহদেব চর্ম্ম বর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া আয়োধনার্থ সজ্জীভূত হইতেছে। অতএব আপনি পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতের নিমিত্ত আহ্বান করুন। ইহা ব্যতীত সাধীয়ান্ উপায় আর নাই। এইবার আমরা বনবাস পণ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিব। তাঁহারা কিংবা আমরা দ্যূতে পরাস্ত হইলে, বল্কল ও রুরুচর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিব। এতাবৎ কাল ধন-জন-পূর্ণ বসুন্ধরা জেতার হস্তগত থাকিবে। এইপণে যদি আমরা জয়ী হইতে পারি, তাহা হইলে পরিশেষেও পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে পারিব। যদি দীর্ঘ কাল রাজ্য স্বায়ত্ত থাকে, তবে তদুপস্বত্বে আমরা অনেক মিত্রবল সংগ্রহ করিতে পারিব, এবং পক্ষবলে প্রবল হইয়া উঠিব। আর পাণ্ডবদিগকে ত্রয়োদশ বৎসর নিয়ম পালন করিতে হইলে, দুর্ব্বল হইতে হইবে; এবং দ্যূতে আমাদিগের জয় সম্ভাবনা যত, পাণ্ডবদিগের তত নহে। এই বিবেচনায় পুনর্ব্বার দ্যূতানুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে; অক্ষ ভিন্ন মনোরথ সিদ্ধির অন্য সহজ উপায় দেখিতেছিনা। অতএব আপনি দ্যূতের জন্য পাণ্ডবদিগকে পুনর্ব্বার আহ্বান করুন।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের হিত চিকীর্ষায় নির্ব্বাণোন্মুখ অনল পুনঃ প্রজ্বলিত করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

গান্ধার রাজতনয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন কুলের অঙ্গার স্বরূপ, ঐ কুলান্তক ভূমিষ্ঠ হইয়া গর্দ্দভ-স্বরে রোদন করিয়াছিল, এজন্য বিদুর কহিয়াছিলেন, এই কুলপাংশুল শিশুকে আশু বিনাশ কর, নতুবা ইহা হইতে ভরতকুল নির্ম্মূল হইবে। আপনি তখন বিদুরবাক্যে উপেক্ষা করিয়া, দুরাচারকে প্রতিপালন করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন; এক্ষণে উহাদ্বারা কুলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। অতএব মহারাজ! বংশ রক্ষার জন্য দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করুন। সে আপনাকে বারংবার অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত করাইতেছে। আপনি গুরুবৎসল পাণ্ডবদিগের অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। অন্যায়োপার্জ্জিত রাজ্য চিরস্থায়ী বা সুফলদায়ী হয় না; ন্যায়ার্জ্জিত লক্ষ্মী প্রতিপুরুষগামিনী হইয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন প্রিয়ে! বংশ-নাশ হওয়াও ভাল, তথাপি দুর্ব্বিনীত দুর্য্যোধনের অবাধ্য হওয়া উচিত নহে; দুর্দ্ধর্ষ ধুরন্ধর সুতের অবাধ্য বৃদ্ধ পিতার পদে পদে অপমান।

অনন্তর দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির সন্নিধানে কহিলেন, ধার্ম্মিকবর! পিতা পুনর্ব্বার তোমাদিগকে দ্যূতের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন, অতএব এস পুনর্ব্বার ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক। যুধিষ্ঠির ক্ষণকাল ভ্রাতৃগণের মুখাবলোকন করিয়া গুরুর আজ্ঞার অন্যথাচরণে অধর্ম্ম জানিয়া কহিলেন, রাজন্! শুভাশুভ দৈবায়ত্ত, অদৃষ্ট লিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারেনা; দ্যূত কলহের কারণ, অমঙ্গলের নিদান, আপদের আকর এবং আত্মীয় বিচ্ছেদের উৎস ইহা স্পষ্টই অবগত হইয়াছি; তথাপি আমি গুরু-নিদেশ অতিক্রম করিতে পারিব না; চল আমি

ক্রীড়া করিতে সম্মত আছি, এই বলিয়া যুধিষ্ঠির সভাপ্রবেশ করিলেন। শকুনি তাঁহাকে বহুমান সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে জিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া দীর্ঘদর্শিতার কার্য্য করিয়াছেন। দ্যূতে অর্থক্ষয় হয় বলিয়া, বিজ্ঞেরা তাহার অনুষ্ঠান অনুমোদন করেন না। যে ক্রীড়ায় জয়পরাজয় নাই, তাহাতে ক্ষত্রিয় দিগের প্রবৃত্তি জন্মে না; পণহীন ক্রীড়া বালক্রীড়িত বোধ হয়। অতএব এক্ষণে এরূপ পণ নিরূপিত হউক, যাহাতে পরাজিত হইলেও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে, এবং জয়-লাভ হইলেও সুখী হওয়া যাইবে। তন্নিমিত্ত এই পণ অবধারিত হইল, শ্রবণ করুন। "অক্ষদেবীর মধ্যে যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি মুনিবেশ ধারণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিবেন, এবং অপরিজ্ঞাত হইয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন এবং অজ্ঞাতবাস সময়ে ভরতচরের জ্ঞাত হইলে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবেন। ত্রয়োদশ বৎসর পরে আপন রাজ্য ও ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন; জেতা এতাবৎকাল জিত-সম্পত্তি উপভোগ করিবেন; দ্যূত-নিয়ম পালিত হইলে বিজিত ব্যক্তি জিত বস্তুতে স্বাধিকার প্রাপ্ত হইবে।" অতএব এই পণ করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আমি ধন লোভে বা আমোদ জন্য ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছি না। কেবল অবশ্য পালনীয় গুরু-নিদেশ এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নিয়োগক্রমে ক্রীড়া করিব; এবিষয়ে অদৃষ্ট প্রধান; অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা ঘটিবে; অতএব দ্যূতে যে পণ রাখিতে তোমাদিগের অভিমত, তাহাই আমার সম্মত। শকুনি উল্লিখিত পণ পুনরুক্ত দোষে দূষিত

করিয়া অক্ষ বিক্ষেপ পূর্ব্বক জয়লাভ করিল; পরাজয়ে যুধিষ্ঠিরের মুখশ্রী কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না।

অনন্তর পাণ্ডবেরা বনবাসোচিত বেশভুষা করিয়া গমনোন্মুখ হইলে, দুঃশাসন গর্ব্বিত বচনে পাণ্ডবদিগের কুৎসা করিয়া, অভিমানী সোদরের অনুজ বলিয়া পরিচয় দিয়াই যে, ক্ষান্ত হইল এরূপ নয়, সে অবশেষে ভীমসেনকে বলীবর্দ্দ বলিয়া হস্ত-ভঙ্গী পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। তখন অমর্ষণস্বভাব ভীম করতল মর্দ্দন করিয়া কহিলেন, রে দুঃশাসন হতক! কপট দ্যূতে সম্পত্তি হরণ করিয়া গর্ব্ব করিতেছিস্, তুই নিশ্চয় জানিস্, ভীম হইতেই তোর গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যদি সম্মুখ সংগ্রামে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া কবোষ্ণ শোণিত পান না করি, তবে যেন আমার সদ্গতি লাভ না হয়। আমি সকলের সমক্ষে বলিতেছি ধৃতরাষ্ট্রের বংশ আমিই ধ্বংস করিব, এবং দ্যূতোপজীবিদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। এই রূপে ভীম পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্রাশয় দুর্য্যোধন পাণ্ডব দিগের পশ্চাৎ ভাগে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া তাহাদিগের গতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

ভীম সিংহাবলোকনে দুর্য্যোধনের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া সকোপে গ্রীবাভঙ্গপূর্ব্বক কহিলেন, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অবশ্য পূর্ণ করিব। বিধাতা ভীমের হস্তেই তোদের নিপাত লিখিয়া রাখিয়াছেন; তজ্জন্যই বারবার আমারে কোপিত করিতেছিস্; দুরাচার! গতির অনুকরণ করিয়া কিছুই করিতে পারিবি না; আমি বাক্যে যাহা বলিলাম, কার্য্যেও তাহাই করিব। গতির অনুকৃতি করিতে নটেরা দক্ষ; উহা ভদ্রের কার্য্য নয়, এবং

তাহাতে বীরত্ব প্রকাশ পায় না। পাষণ্ড! যদি ক্ষমতা থাকে, তবে আমার কার্য্যের অনুকরণ কর্! জরাসন্ধের সন্ধিস্থান অপেক্ষা তোর উরুতল দৃঢ় নয়, উহা ভাঙ্গিতে গদার পূর্ণ আঘাত লাগিবে না। ত্রয়োদশ বৎসর পরে তোর প্রাণ সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই জন্য তুই জীবিত আছিস্, ইহাই ভাগ্য বলিয়া মান্। আপাতত আমি প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখ করিয়া ক্রোধানল শান্তি করিলাম। আমি পুনর্ব্বার সকলের সমক্ষে বলিতেছি, দুরাচার সুযোধনের উরু গদাঘাতে চূর্ণ করিব; মৃগেন্দ্রের ন্যায় দুঃশাসন পশুর শোণিত পান করিব। অর্জ্জুন কর্ণকে, সহদেব অক্ষধূর্ত্ত শকুনিকে নিপাত করিবে। অর্জ্জুন কহিলেন, ভীম ক্ষান্ত হও, উত্তমাশয়েরা বাক্য দ্বারা কোপ প্রকাশ করেন না, কার্য্য দ্বারা তাহা প্রকাশিত করিয়া থাকেন; ত্রয়োদশ বৎসর পরে যাহা করিব, তাহা সকলে দেখিতে পাইবে। ক্ষত্রিয় রীতিক্রমে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, সুযোধন সম্মানপূর্ব্বক রাজ্যাংশ সমর্পণ না করে, তবে আমি রণস্থলে কর্ণকে নিহত করিব; যদি হিমাচল বিচলিত, জলরাশি পরিশুষ্ক, অগ্নি নিস্তেজ, সূর্য্য নিষ্প্রভ, এবং শীতাংশু খরাংশু হয়, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবে না। অর্জ্জুনের বচনাবসানে সহদেব শকুনির বধ প্রতিজ্ঞা করিয়া, সভাজনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শকুনি পাণ্ডব দিগকে অক্ষজ্ঞান করিয়াছে, রণাঙ্গনে তাহাদিগকে আবার জীবনঘাতী শর বলিয়া জানিবে। দুরাত্মা যদি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সমরে উপস্থিত হয়, তবে ভীমসেন যাহা বলিলেন, তাহা আমি অবশ্য সম্পূর্ণ করিব, তাহাতে সংশয় নাই। সহদেব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর, নকুল অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন, দুঃশাসন দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অনুসারে

দ্রৌপদীকে কটূক্তি করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ধর্ম্মরাজের নিয়োগানুসারে পৃথিবী ধার্ত্তরাষ্ট্র শূন্য করিব। এই রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলে জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, বিদুর এবং অন্যান্য কৌরবশ্রেষ্ঠদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা সন্তুষ্ট-চিত্তে বিদায় দিন, আমি যেন এই দুষ্কর ব্রত পালন করিয়া পুনর্ব্বার আপনাদিগের সাক্ষাৎকারসুখ অনুভব করিতে পারি। যুধিষ্ঠিরের বিনীত কথা শুনিয়া সকলেই লজ্জায় অধোবদন হইলেন, এবং কেহ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

অনন্তর ধর্ম্মার্থপারদর্শী বিদুর যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আর্য্যা কুন্তী রাজনন্দিনী, চিরকাল সুখে যাপন করিয়াছেন; দুঃখ কখনই পান নাই; বিশেষতঃ এক্ষণে স্থবিরভাবাপন্না; এ অবস্থায় বনগমনক্লেশ তাঁহার কখনই সহ্য হইবে না; অতএব তিনি আমার গৃহে অবস্থান করুন। যুধিষ্ঠির বিনয়-পূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! আপনি আমাদের পিতৃব্য ও পিতৃবৎ পূজনীয়; আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য ও অবশ্য পালনীয়; আপনি আমাদিগের পরম হিতৈষী, আমরাও আপনার নিদেশবর্ত্তী; যদ্যপি আরও কিছু উপদেষ্টব্য থাকে, অনুজ্ঞা করুন। বিদুর কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি সুশীল ও সুধার্ম্মিক এবং উপদেশের উপযুক্ত পাত্র; তোমাকে অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্মপথপ্রদর্শক ভিন্ন উপদেশ-বাক্য আর কিছুই নহে; যে নীতি ধর্ম্মের অনুগামিনী নহে, তাহাকে সুনীতি মধ্যে পরিগণিত করা যায় না; নীতি ন্যায়পথের প্রবর্ত্তিকা মাত্র; ন্যায় ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র; ন্যায়ানুসারি কর্ম্ম ধর্ম্ম্য; ন্যায়পথাচারী ব্যক্তি ধার্ম্মিক; ন্যায়পথাচারী ব্যক্তি যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না,

ন্যায়বন্ধন তাঁহাকে সংযত করিয়া রাখে; এজন্য কপটাচারী ন্যায়চারীকে সহজে পরাজয় করে। এরূপ পরাজয়ে ন্যায়পরায়ণের অযশ নাই; বরং দেশাবচ্ছিন্ন অন্যায়াচারী জেতার অযশ ঘোষণা হইতে থাকে। হে ন্যায়পরায়ণ! এরূপ পরাভবে আত্মাকে খিদ্যমান মনে করিও না। তুমি ধর্ম্মজয়ী; ধনঞ্জয় রণজয়ী; ভীম পরাক্রমজয়ী; নকুল অর্থজয়ী; সহদেব ইন্দ্রিয়জয়ী; ব্রহ্মবিৎ ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্রবিজয়ী; এই সকল বিজয়িদিগকে কে পরাজয় করিতে পারে? হে মহোদয়! তুমি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিকে, নীতিজ্ঞতায় শুক্রাচার্য্যকে, সন্তোষে সুরপতিকে, সংযমে বরুণকে, কোপে কৃতান্তকে, দানশীলতায় ধনপতিকে, তেজে দিবাকরকে, বলে পবনকে, সহিষ্ণুতায় পৃথিবীকে, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রকে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঋষিদিগকেও পরাভব করিয়াছ। অতএব বৎস! যদি বনে কোন বিপদ্‌পাত হয়, তবে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অবিচলিত বুদ্ধিবলে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যুধিষ্ঠির যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে অভিবাদন করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পুরদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর-মুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্রৌপদী অভিবাদনপূর্ব্বক ম্লানবদনে দীননয়নে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে শ্বশ্রূ সমীপে বনবাসপ্রস্থিত পতির অনুগমন প্রার্থনা করিলেন। কুন্তী বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, বৎসে! তুমি সাধ্বী, স্ত্রীসদাচার সবিশেষ অবগত আছ; পতির প্রতি কিরূপে শুশ্রূষা করিতে হয়, তাহাও তুমি জান; ভবিতব্যতা অবশ্যম্ভাবিনী মনে করিয়া শোকাকুলা হইও না; পতিসন্নিধানে থাকায়, তোমার বনবাস সুখের আবাস হইবে; ন্যায়পরায়ণ স্বামী নিকটে থাকিলে স্ত্রীলোকের কোন অভাব থাকে না; বৃকোদর সমীপে থাকায় অরণ্যে নির্ভয়ে থাকিতে পারিবে। তুমি বধূ হওয়ায় কুরুকুল উজ্জ্বল হইয়াছে।

কৌরবেরা তোমার কোপানলে দগ্ধ হন নাই, ইহাই তাঁহারা ভাগ্য বলিয়া মান্য করুন। যাহারা তোমারে ক্লেশ দিয়াছে, তাহারা কখন সুখে থাকিতে পারিবে না; পাপাচরণ করিয়া কেহ চিরসুখী হইতে পারে না; পাপাত্মারা প্রথমে সুখী হয় বটে, কিন্তু পরিশেষে অশেষ ক্লেশ পায়। বৎসে! তোমরা ধর্ম্মপালনার্থে বনে গমন করিলে, সেই সেবিত ধর্ম্ম অচিরকাল মধ্যে তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। বৎসে! তোমারে আর অধিক কি বলিব, তোমার স্বামিগণ চিরানুকুল; তুমিও তাহাদিগের প্রতিকুলাচারিণী নও। তুমি বিশেষ যত্নসহকারে সহদেবের শুশ্রূষা করিবে। বৎস সহদেব সর্ব্বদা সুখবিলাসী; বনবাসে যেন তাহার কষ্ট না হয়। 'আর্য্যে! অভিবাদন করি,' বলিয়া দ্রৌপদী কুন্তীর চরণ বন্দনা করিলেন এবং অবিরল-ধারে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কুন্তী অঞ্চল দ্বারা তদীয় অশ্রুধারা মার্জ্জনা করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং অজস্র অশ্রু পাতিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর আলুলায়িতকেশা দীনবেশা দ্রুপদদুহিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন করিলেন।

তাঁহার পুত্রেরা রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মুনিবেশ ধারণ-পূর্ব্বক অধোবদনে গমন করিতেছেন, আর তাঁহাদের বান্ধবেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন, এবং শত্রুবর্গ আনন্দে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কোলাহল করি-তেছে, দেখিবামাত্র সুতবৎসলা কুন্তী রোদন করিয়া উঠিলেন, এবং সখেদে কহিলেন, হা দগ্ধদৈব! তোর মনে কি এই ছিল; যে, তুই সুকুমার রাজকুমারদিগকে বনবাস দিলি; হা ধর্ম্ম! তোর সম্যক্ অনুষ্ঠানের ফল কি বনবাস? বৎসদিগের এই দুরবস্থা দেখিবার জন্য বিধাতা কি আমারে দীর্ঘজীবিনী করিয়াছেন? আমি জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছি, সেই জন্য আমার হৃদয়ের

ধন বনে যাইতেছে। বৎসগণ! আমি অনেক কষ্টে তোমাদিগকে পাইয়াছি; বহুক্লেশে তোমাদিগকে লালন পালন করিয়াছি; আমি আশা করিয়াছিলাম, তোমাদিগের আশ্রয়ে শেষাবস্থায় সুখী হইব; যে আমাকে সে আশায় নিরাশ করিল, তাহার কখনই সুখ হইবে না। বৎসগণ! আমি তোমাদিগকে বনে দিয়া গৃহে থাকিতে পারিব না। হা বৎসে দ্রুপদনন্দিনি! তুমি রাজনন্দিনী রাজার বধূ হইয়া রুক্ষকেশে হীনবেশে দেশ পর্য্যটন করিবে, ইহা মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তোমার সজল নয়ন ও মলিন বদন দেখিয়া আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে; হা কৃষ্ণ! তোমার অনুগত পাণ্ডবেরা বিপদসাগরে মগ্ন হইয়াছে, আশু ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্বীয় বিপদ্ভঞ্জন নামের গৌরব রক্ষা কর। কিজন্য ভীষ্ম প্রভৃতি মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিতে এ বিপদ ঘটিল? হা মহারাজ পাণ্ডব! শত্রুরা ছলক্রমে তোমার পুত্রদিগকে বনবাস দিল! কুন্তী এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, অশ্রু-জলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে সুস্থচিত্ত করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। বিদুর আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক স্বীয় অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। তিনি বিদুরগৃহে থাকিয়া সন্তানগণের মঙ্গলকামনা করিতেন, তাহাতেই তাঁহার মনোদুঃখ কথঞ্চিৎ লঘু হইত।

এদিকে পুরবাসিগণ, পাণ্ডবদিগের নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যারপরনাই দুঃখিত হইল, এবং দুর্য্যোধনের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিতে লাগিল, যে রাজা আত্মস্বার্থের জন্য আত্মীয় দিগকে বঞ্চনা করেন, তাঁহার রাজ্যে বাস করিলে প্রজাদিগের ধন মান কিছুই নিরাপদে থাকিবে না। যিনি ছলক্রমে আত্মীয়

দিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিলেন, তিনি যে প্রজাদিগের ধন সম্পত্তি নিরাপদে রাখিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। রাজা দুর্য্যোধন স্বভাবতই অহঙ্কারী, অর্থলুব্ধ ও নীচ প্রকৃতি; তাহাতে আবার পাপানুরাগী শকুনি কর্ণ প্রভৃতি তাঁহার কার্য্যোপদেশক মন্ত্রী; ইহাতে বোধ হইতেছে দুর্মন্ত্রী দুরাচার দুর্য্যোধনের শাসনে সমুদয় রাজ্য অবসন্ন হইয়া উঠিবে। যেখানে দুর্মন্ত্রী এবং দুষ্ট রাজা প্রতাপ প্রকাশ করেন, তথায় বাস করিলে প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা দূরে থাকুক, জাতিমান রক্ষা করিয়া ক্ষণকালও নিরুদ্বেগে থাকা ঘটে না। অতএব যেখানে ধর্ম্ম-পরায়ণ প্রজাবৎসল পাণ্ডবগণ গমন করিয়াছেন আমরাও সকলে তথায় গমন করি। এই স্থির করিয়া পৌরবর্গ পাণ্ডব-সন্নিধানে উপস্থিত হইল, এবং বদ্ধাঞ্জলি-পুর্ব্বক কহিতে লাগিল, মহোদয়গণ! আপনারা এই হতভাগ্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবেন না। আপনারা যে স্থানে যাইবেন, আমরাও সেই স্থানে যাইব; দুরাচার দুর্য্যোধনের অধিকারে থাকিয়া নিরাপদে থাকিতে পারিব না; যে দুরাত্মা স্বজনের প্রতি অসদাচরণ করিয়াছে, সে যে পরের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, তাহা কখনই সম্ভবে না; তাহাদের অসদাচার নিরাকরণ করিতে আমরাও অসৎপথ অবলম্বন করিব এবং এইরূপে আমরাও অসৎ হইয়া অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। রোগ যেমন সংক্রামক, গুণ দোষও তদ্রূপ; মানব অসৎ-সংসর্গে অসৎ ও সৎ-সংসর্গে সজ্জন হইয়া উঠে। যেমন কুসুমসংসর্গে জলও বস্ত্রাদি সুগন্ধি হয়, তদ্রূপ গুণিসংসর্গে নির্গুণও গুণবান হইয়া থাকে; বিশুদ্ধকুল, ধর্ম্ম, বিদ্যা ও মহৎকর্ম্ম, মানবদিগকে মহৎ করিয়া তোলে; এই সকল মহনীয় গুণ আছে বলিয়া আপনারাই মহাত্মা। আর যে সকল সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মার্থ-

কামমোক্ষের কারণ, আপনারা সেই সমুদয় গুণের আধার। মহাত্মাদিগের সহবাস, শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এজন্য আপনাদিগের সংসর্গে সেই সকল সদ্গুণ শিক্ষা করিতে পারিব বলিয়া আমরা মহাশয়দিগের সহবাসসুখভোগে অভিলাষ করি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সঙ্গী করুন।

যুধিষ্ঠির সাদর সম্ভাষণে তাহাদিগকে প্রীত করিয়া কহিলেন, আমরা আজি ধন্য হইলাম, আপনাদিগের বচনময় অমৃত বর্ষণে অভিষিক্ত হইলাম। আপনারা অনুরাগ বশতঃ সহবাসী হইতে চাহেন, ইহাতে যারপর নাই প্রীত হইলাম। এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন এবং আস্থা করিয়া তাহার অন্যথা করিবেন না। পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃস্থানীয় ধৃতরাষ্ট্র ও মাননীয় বিদুর, জননী কুন্তী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব হস্তিনাপুরে থাকিলেন। তাঁহারা আমাদিগের বিয়োগে নিতান্ত বিধুর হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনারা এই ভার লইয়া পুরে প্রতিগমন করুন, তাহা হইলে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইব। প্রজাগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও শিষ্টাচারে বনগমন অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দুঃখিতান্তকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। রাজা যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রমাণ নামক বটবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া গঙ্গাতীর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল; বারুণীসেবী তাম্রবর্ণ রবি যেন পতন-শঙ্কায় করদ্বারা অস্তাচল শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়া পড়িলেন; সন্ধ্যা রাগান্বিতা হইয়াও নিস্তেজ পতির করাবলম্বন করিল; স্বচ্ছাশয় বারিবাহ লোক-সাক্ষী তেজোনিধির ব্যবহার

দেখিয়া ক্রোধে লোহিত বর্ণ হইল; তিমিরারিকে হীনপ্রতাপ লক্ষ্য করিয়া চিরবৈর তিমিরদল, গগনমণ্ডল আক্রমণ করিল; তাহার সাহায্যে দুই একটী নক্ষত্র অন্তরীক্ষে উজ্জ্বল দৃশ্য হইতে লাগিল; দ্বিজরাজ গ্রহরাজকে দূরস্থ জানিয়া সুযোগক্রমে পূর্ব্বদিক অধিকার করিয়া লইলেন; পরাজিত সৈন্যের ন্যায় ধ্বান্তনিচয় গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইল।

রাজা যুধিষ্ঠির সায়ন্তনী ক্রিয়া সমাপন করিয়া গঙ্গার নির্ম্মল জলমাত্র পান করিয়া প্রমাণবটবৃক্ষ-মূলে সেই রাত্রি যাপন করিলেন; সমভিব্যাহারী বিপ্রগণ ব্রাহ্মী কথা ও আশ্বাসন বাক্যে তাঁহার চিত্তখেদ নিবারণ করিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাভাতিকী ক্রিয়া সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণ কৃতক্রিয় যুধিষ্ঠিরের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তি-মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজাও বিনীতভাবে আশীর্ব্বচন গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমরা হৃতরাজ্য হইয়া বনগমন করিতেছি। অরণ্য হিংস্রজন্তুআকীর্ণ অতি ভয়াবহ স্থান; তথায় ফলমূল ও আমিষ ভিন্ন অন্য আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ হইবে না; সে স্থানে গমন করিলে আপনাদের যথেষ্ট ক্লেশ হইবে; আপনাদিগের ক্লেশে আমাদিগকে অধোগমন করিতে হইবে; অতএব আপনারা এইস্থান হইতে পুরাভিমুখে গমন করুন।

বিপ্রগণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা আপনাদিগের সংসর্গ কোনক্রমে পরিত্যাগ করিব না; আমরা স্বয়ং ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিব; বিধিবিহিত হোম দ্বারা আপনার অমঙ্গল নিবারণ করিব; এবং যথাসময়ে মনোরম উপাখ্যান দ্বারা চিত্তখেদ অপসারিত করিব। আমরা সুরাজার অনুগত; রাজন্বান্ দেশ আশ্রয় করিয়া থাকি; দুরাচার

রাজার অনুরক্ত হই না; রাজবান দেশেও বাস করি না; আপনি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে সঙ্গী করুন, কদাচ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। এই সকল কথা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বাষ্পগদ্গদস্বরে, কহিলেন আপনারা স্বয়ং অন্ন আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন, ইহা আমাকে দেখিতে হইবে। পাপাত্মা দুর্য্যোধন! তোর রাজ্যসম্ভোগে ধিক্, এই বলিয়া শোক মোহে অভিভুত হইয়া পড়িলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ দেখিয়া সাঙ্খ্যতত্ত্ববিশারদ·শৌনক নামক বিপ্র কহিলেন, মহারাজ! শোকের সহস্র সহস্র কারণ এবং ভয়ের শত শত হেতু বিদ্যমান আছে; উহা মূঢ় ব্যক্তি-দিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং তাহারাই তাহাতে অভিভুত হইয়া পড়ে; উহা পণ্ডিতকে আক্রমণ করিতে পারে না, তাঁহারা তাহাতে অভিভুত হইয়াও পড়েন না; আপনি ধীমান্, আপনার বুদ্ধিও শাস্ত্রানুসারিণী; যদি ভবাদৃশ ব্যক্তিকে শোক মোহে অভিভুত হইতে হয়, তবে মূর্খে ও পণ্ডিতে বিশেষ কি থাকে? অর্থনাশ, আপদ, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট উপস্থিত হইলে, যদি উভয়েই অধীর হয়, তবে ধীরত্বগুণ কাহাকে আশ্রয় করিবে।

বিশ্বসংসার শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; ইষ্টনাশ, অনিষ্টাপাত ও ব্যাধি এই তিনটী শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কারণ। স্নেহ, বস্তু বিশেষকে ইষ্ট বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়; যে বস্তুতে যত স্নেহ, সেই বস্তু তত অধিক ইষ্ট; ইষ্ট বস্তুর নাশ হইতে শোকের উৎপত্তি হয় বলিয়া, ইষ্ট বস্তু রক্ষণাবেক্ষণে সমধিক প্রয়াস হইয়া থাকে। অতএব স্নেহকে ঐ সকল দুঃখের আদি কারণ বলিতে হইবে। যদি কোন বস্তুতে স্নেহ না থাকে, তবে কোন দ্রব্যই ইষ্ট হইতে

পারে না। যদি কোন বস্তু ইষ্ট না হইল, তবে তাহার নাশেও দুঃখ উপস্থিত হয় না ; প্রাণিগণ কেবল স্নেহবশতই শোকতাপে নিপীড়িত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। স্নেহ হইতে যে কেবল দুঃখ উপস্থিত হয়, এরূপ নহে, উহা হইতে মনেরও বিকৃতি হইয়া উঠে ; এইরূপ বিকৃতি হইতে বিষয়াসক্তি উদ্ভুত হইয়া থাকে। চিত্তের এই দোষই গুরুতর ; যেমন কোটরস্থিত বহ্নি তরুর সমুদয় সারাংশ নষ্ট করিয়া অবশেষে উহাকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ বিষয়াসক্তি ধর্ম্মার্থ বিধ্বংস করিয়া পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু বিষয়চ্যুত হইলেই যে, মানব বিষয়ত্যাগী হয়, তাহা নহে ; বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী হওয়া যায় ; যে ব্যক্তি বিষয়ে নির্লিপ্ত, বিকার-কারণ নিকটস্থ হইলে অবিচলিত-চিত্ত এবং অনাসক্ত হইয়া বিষয়সুখ সম্ভোগ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিষয়-ত্যাগী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব যতদূর পার, স্নেহকে সংযত করিবে ; তাহা হইলে মানসিক কষ্টের অনেক লাঘব হইবে।

পূর্ব্বসূত্রে সতর্ক হইলে অনিষ্টাপাত হইতে পারে না, যদিও হয়, অল্পায়াসে তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। অনিষ্টাপাত কালে বিকলচিত্ত, বা অভিভুত হওয়া নিতান্ত দূষ্য ; অভিভূত ব্যক্তিকে বিপদ সংপূর্ণ রূপে আক্রমণ করে, সে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে না।

নিদান* স্থির করিয়া চিকিৎসা বিধান করিলেই ব্যাধির প্রতীকার হইতে পারে ; এজন্য বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা অগ্রে রোগের নিদান স্থির করেন। পরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। চিকিৎসার প্রারম্ভে প্রিয়োক্তি ও পথ্য প্রদান দ্বারা রোগীর

* যদ্দ্বারা ব্যাধি নির্দ্দেশিত হয়।

মানসিক দুঃখ শান্তি করেন; অনন্তর তাঁহারা ঔষধ প্রদানে রোগের অপনয়ন করিয়া থাকেন; এইরূপে মানসিক কষ্ট অপনীত হইলে, শারীরিক সন্তাপও অন্তর্হিত হইয়া যায়। যেমন অভিতপ্ত-বালুকা, পূর্ণ-কুম্ভ-মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইলে, কুম্ভস্থ সমুদয় জল উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে শরীরও সন্তপ্ত হয়। যেমন জলসেকদ্বারা জাজ্বল্যমান অনল নির্ব্বাণ করা যায়, তদ্রূপ জ্ঞানদ্বারা মানসিক দুঃখ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হওয়া যায়; এইরূপে আধি প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখেরও শান্তি হইয়া যায়।

বিষয়ের ঈদৃশী স্বাভাবিক শক্তি আছে যে, তাহার স্মরণ বা দর্শন হইলে অভিলাষ উপস্থিত হয়; অভিলাষ হইতে বাসনা সঞ্চারিত এবং বাসনা হইতে ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা প্রাদুর্ভূত হইয়া মনুষ্যকে বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া ফেলে। তৃষ্ণা বশতঃ মানব সতত উদ্বিগ্ন ও পরিশ্রান্ত হইতে থাকে। তৃষ্ণার আশ্চর্য্য গুণ এই যে, তৃষ্ণা-রজ্জু-বদ্ধ মনুষ্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আর তৃষ্ণা-রজ্জু-নির্ম্মুক্ত নর একত্র অবস্থিত ও সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকে। তৃষ্ণা-বাধ্যমান মানব শত যোজন দূর বলিয়া গণ্য করে না; তৃষ্ণাতুর নর গিরি-লঙ্ঘন ও সমুদ্রোত্তরণ বিস্ময়কর ব্যাপার মনে করে না। ফলতঃ মানব তৃষ্ণার আজ্ঞাবহ দাস; তৃষ্ণা যাহা আজ্ঞা করে, মূঢ় মনুষ্য তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। মানব শরীর সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত; এই পরিমিত শরীর মধ্যে অবস্থান করিয়াও তৃষ্ণার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই; সেই দুস্ত্যজা তৃষ্ণা এত দীর্ঘকালস্থায়িনী যে, প্রাণান্ত না হইলে মানব দেহ পরিত্যাগ করেনা; মানবদেহ জীর্ণ হইলেও সে জীর্ণ হয় না। আশ্রয়াশ বহ্নি যেমন স্বাশ্রয় নাশ করে, তদ্রূপ তৃষ্ণাও দেহ ক্ষয় করে; কাষ্ঠ-সম্ভূত দাবানল, যেমন বৃক্ষসমষ্টি বন দগ্ধ

করে, তদ্রূপ তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মানবদেহ দাহ করে। তাহার আর এক চমৎকারিণী শক্তি এই যে, সে শরীর দগ্ধ করে বটে, কিন্তু একেবারে তাহা ভস্মসাৎ করেনা।

সুখ দুঃখ মনুষ্যকে পর্য্যায় ক্রমে ভোগ করিতে হয়। কাহাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখী, কাহাকেও বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগী দেখা যায় না। সুখ দুঃখভোগ মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ; কিন্তু মনুষ্যেরা এই অখণ্ডনীয় প্রকৃতি-সিদ্ধ নিয়ম অতিবর্ত্তনের ইচ্ছা করিয়া কেবল সুখ ভোগের বাসনা করে; নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক, দুঃখ না হউক, এ বাসনা যে পূর্ণ হইবার নহে, ইহা তাহারা একবারও মনে করেনা। যেমন এক সময়ে পৃথিবীর একস্থান আলোকময়, আবার অন্য সময়ে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মানব এক সময়ে সুখী এবং সময়ান্তরে দুঃখী হয়। যেমন শীত গ্রীষ্ম পর্য্যায় ক্রমে সহ্য করিতে হয়, তদ্রূপ সুখ দুঃখও মনুষ্যকে ভোগ করিতে হয়। যেমন শীতার্ত্ত হইলে আতপ আহ্লাদদায়ক হয়, তদ্রূপ দুঃখান্তে সুখ মধুরতর হয়। যেমন শীত গ্রীষ্ম বৎসর পূর্ণ করে, সেইরূপ সুখ দুঃখ মানবের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিয়া থাকে। কিন্তু সুখের একান্ত বশংবদ হওয়া উচিত নহে; এবং দুঃখেও নিতান্ত অভিভূত হওয়াও বিধেয় নহে। কেবল উহা অবশ্য ভোক্তব্য বলিয়া ভোগ কর; এইরূপে যিনি সুখ দুঃখ ভোগ করিতে সমর্থ, তিনিই অপ্রতিকার্য্য অনিষ্টা-পাতে শঙ্কিত হন না; এবং উপস্থিত সুখেও অনাসক্ত থাকিতে পারেন।

আমিষ যেমন নভোমণ্ডলে থাকিলে খেচরের, জলে থাকিলে জলচরের, স্থলে থাকিলে স্থলচরের, ভক্ষ্য হয়; সেইরূপ ধনবান্ লোক যে স্থানেই অবস্থান করুন, ধনের জন্য সর্ব্বত্র বিপন্ন ও আক্রান্ত হন; কাহারও কাহারও বা অর্থ অনর্থের হেতু হইয়া

উঠে; কেহবা অর্থের উপার্জ্জনে, কেহবা অর্থের রক্ষণে প্রাণ-ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি অর্থে একান্ত আসক্ত, সে অর্থের উপার্জ্জন ও উপার্জ্জিত বিত্তের রক্ষণ এবং তাহার পরিবর্দ্ধন বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। যদি কোন কারণ বশতঃ অর্থের হানি হয়, তাহা হইলে অর্থ গৃধ্নুর আর শোক তাপের সীমা থাকেনা। দেখ অর্থের উপার্জ্জনে কষ্ট, বর্দ্ধনে ক্লেশ, এবং রক্ষণে দুঃখ; অর্থ লোভের, ক্ষোভের, দর্পের, গর্ব্বের, ভয়ের ও উদ্বেগের মূল; তথাপি লোকে উহাকে সুখের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মূঢ়েরাই দুঃখ নাশের হেতু ও সৌভাগ্যের সেতু বলিয়া, অর্থরূপ শত্রুকে মিত্রের ন্যায় লাভ করিতে চেষ্টা পায়; উহার যে প্রাণ-ঘাতিনী শক্তি আছে, তাহা এক-বারও মনে করে না। যদিচ উহা ব্যক্তি বিশেষের হস্তে ন্যস্ত হইলে, তদ্দ্বারা জগতের শোভা ও উপকার সম্পাদন হয় বটে, কিন্তু উহার উন্মাদিনী শক্তি অন্তর্হিত হয় না। অজ্ঞেরাই সকল বিষয়ে অসন্তুষ্ট থাকে; বিজ্ঞেরা সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। পিপাসার শান্তি নাই; সন্তোষের পর সুখ নাই; এই জন্যই মহাত্মারা সংসারে সন্তোষ-সুধা পান করিয়া চিরকাল তৃপ্ত থাকেন। যিনি ধর্ম্মার্থে ধন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা পান, তিনিও ভ্রান্ত; পঙ্কলিপ্তপদ প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্কস্পর্শ না করাই ভাল। ধর্ম্মরাজ! মন প্রসন্ন করুন; প্রসন্ন মন দ্বারা ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়; তদর্থে অর্থের সার্থতা দেখা যায় না।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্বিজবর! আমি আত্মসুখের জন্য অর্থের আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল পোষ্যবর্গের পোষণ এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য উহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি। আমি অদ্যাপি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই, বনবাসান্তে উহাতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইবার আশা করিতেছি। সর্ব্বপ্রকার

আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম প্রধান; যেমন জননীকে অবলম্বন করিয়া সকল জন্তুই জীবন ধারণ করে, তদ্রূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রমী জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। দেবলোক পিতৃলোক ইহাঁরাও গৃহীকে অবলম্বন করেন, গৃহীরা যাগ ও শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন,আর চিকিৎসা বিধান ও আতিথ্য-বিধি দ্বারা ভিক্ষুক, বানপ্রস্থ ও অভ্যাগতের শুশ্রূষা করেন। জ্ঞাতিকুটুম্ব, পুত্রকলত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি পরিবারবর্গ, অর্থ না পাইলে সন্তুষ্ট থাকেন না। যখন যে আশ্রম অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়, তখন সেই আশ্রমবিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে আশ্রমবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, তাহাকে আশ্রমভ্রষ্ট বলিতে হয় আমি গৃহী হইয়া কিরূপে গৃহস্থোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া জীবন বৃথা ক্ষয় করিব? এই জন্যই আমার অর্থের প্রয়োজন দেখিতেছি।

শৌনক কহিলেন, মহারাজ! অরণ্যে বাস করিয়া গৃহীর অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমাধা করা দুষ্কর। এখানে পরিমিত ফল মূল অশন, বৃক্ষত্বগ্ বসন, পর্ণ শয্যা, তৃণ আসন, অঞ্জলি পানপাত্র; এখানে ত অর্থাগমের উপায়ও দেখা যায় না; অর্থ-সুলভ দ্রব্যও দুর্লভ; কৃষিসাধ্য শস্যও দুষ্প্রাপ্য; ঈদৃশ স্থলে আপনার বহু আয়াস, গিরি খনন করিয়া গিরিকাগ্রহণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হইবে। আপনার বহু পরিবার, তাহাদিগকে অন্নমাত্র দিয়াও তৃপ্ত করিতে পারিবেন না। অতএব মহারাজ! আপনি এখানে কি প্রকারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহার সম্যক অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন?

রাজা যুধিষ্ঠির শৌনকের কথা শুনিয়া পুরঃসর পুরোহিত ধৌম্যকে বহুমান সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যাহাতে

আমার গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। আমাকে যেরূপ উপদেশ দিবেন, তদনুসারে চলিব। ধৌম্য মহাশয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনাকে তপঃসিদ্ধি করিতে হইবে; তপঃপ্রভাবে অসাধ্য বিষয়ও সুসাধ্য হইয়া থাকে; তপস্যা ভিন্ন মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। অতএব আপনাকে সর্ব্বভূত প্রসবিতা সবিতার উপাসনা করিতে হইবে। তিনি জীবগণের অন্নপ্রদানের কারণ; যৎকালে উৎপন্ন জীব সকল ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়াছিল, তখন সহস্ররশ্মি অমৃতাখ্য রশ্মিদ্বারা পৃথিবীর রস উদ্গৃহীত করিয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত করেন। তদ্দ্বারা ভূগর্ভ নিহিত বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়; পরে উপযুক্ত তেজ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রাণধারণোপযোগী ওষধির সৃষ্টি করেন; সেই ওষধি প্রাণীগণের অন্ন; প্রাণীগণ সূর্য্য-দত্ত-অন্ন আহার করিয়া জীবন ধারণ ও শারীরিক পুষ্টি সাধন করে; অতএব সূর্য্য প্রাণীগণের অন্নদাতা। আপনি যথাবিধানে তদীয় আরাধনায় যত্নবান হউন; দিবাকর সন্তুষ্ট হইলে আপনার অন্নের অভাব থাকিবে না।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পুরোহিতের উপদেশ ক্রমে যথাবিধি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, এবং আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার অশেষবিধ স্তব করিলেন; ভাস্কর তদীয় স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি দ্বাদশ বৎসর তোমাকে অন্ন প্রদান করিব; তুমি আমার প্রদত্ত এই তাম্রময়ী স্থালী দ্রৌপদীকে প্রদান করিবে, দ্রৌপদী যতক্ষণ অনাহারিণী থাকিবেন, তাবৎকাল পাকশালায় চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ অন্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে। দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাকস্থালী শূন্য হইয়া যাইবে। এইরূপ বর প্রদান করিয়া সহস্ররশ্মি অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির বরলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সস্মিতমুখে পুরোহিতকে প্রণাম এবং ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া সূর্য্যদত্ত স্থালীর নিয়ম জ্ঞাপন করাইয়া সহধর্ম্মিণীর হস্তে তাহা অর্পণ করিলেন। দ্রৌপদী পাকক্রিয়া সমাধান করিলে, স্থালীপরিমিত অন্ন অল্প পরিমাণ হইলেও দিবাকরবরপ্রভাবে পরিবেশন কালে তাহা বৃদ্ধি পাইত। দ্বিজগণ ও অভ্যাগতবর্গ সেই অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত হইতেন। মধ্যাহ্ন কালে মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপে ভূমণ্ডল আক্রমণ করিল; সমুদয় জীব ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল; সকলেরই শোণিত স্বেদরূপে পরিণত হইয়া জল হইল; অনেক অকর্ম্মা লোকই নিদ্রার আশ্রয় লইল, বহির্গত হইতে কাহারও সাহস হয় না। সকলেই অনাতপ স্থানে আশ্রয় লইতে ভালবাসে। যাহারা নিতান্ত পিপাসাক্রান্ত তাহারাই জল অন্বেষণে নির্গত হইতে লাগিল; মৃগকুল তৃষ্ণাকুল হইয়া জলভ্রমে মরীচিকায় ধাবমান হইল; বরাহযূথ পল্বলপঙ্কে দৌড়িয়া পড়িল; মহিষদল শষ্পকবল পরিত্যাগ করিয়া জলাশয়-জলে প্রবেশ করিল; গ্রাম্য জন্তুগণ বিটপিচ্ছায়ায় সুশীতল সমীরণ সেবনে আশ্রয় লইল; মাতঙ্গগণ হ্রদের জলে অবসন্ন হইয়া পড়িল; হিংস্রক নিশাচর জন্তুগণ আতপতাপে-তাপিত হইয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল; বিলেশয় জীব উত্তপ্ত পর্ব্বত,বিবর পরিহার পূর্ব্বক নির্ঝর জলে দেহ অর্পণ করিল; বিহগকুল ব্যাকুল হইয়া আতপতপ্ত কুলায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছায়াতরুর পত্রান্তরালে বিলীন হইল; চাতকচয় কাতরস্বরে "জল দে" বলিয়া জলদেরে ডাকিতে লাগিল; সমীরণ সন্তপ্ত হইয়া অনলসখা নাম সার্থক করিল; সলিল শৈত্যগুণ পরিত্যাগ করিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিল; জলচর জীব নিরুপায় দেখিয়া পঙ্কমধ্যে বিলীন হইল; আতপক্লান্ত পান্থগণ গৃহস্থের আশ্রয় লইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির সে সময়ে

অভ্যাগতের অপেক্ষায় ভোজনের কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন; এবং ভ্রাতৃগণের ভোজনান্তে ভুক্তশেষ বিঘস নামক অন্ন ভোজন করিতেন। সকলে পরিতোষ লাভ করিলে পাঞ্চালীও ভোজন ক্রিয়া সমাপন করিতেন; দ্রৌপদীর ভোজনান্তে সূর্য্যদত্ত স্থালীর অন্নও নিঃশেষ হইয়া যাইত। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিদিন সূর্য্যদত্ত স্থালীর প্রভাবে বিপ্রগণ ও অতিথিবর্গকে "দ্বৈতবনে" অন্ন প্রদান করিয়া গৃহীধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় দিন অতিবাহিত হইলে পর, রাজন যুধিষ্ঠির পরিজন বর্গের সহিত ভাগীরথীর তীর দিয়া কুরুক্ষেত্রের সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিলেন। এবং দৃশদ্বতী ও যমুনায় অবগাহন করিয়া সেই নদীদ্বয়ের শৈত্য-পাবন-গুণ-সম্পন্ন তীরে কিছুদিন অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর সরস্বতীর উপকণ্ঠে "মরুস্থলী" পর্য্যটন পূর্ব্বক কমনীয় কাম্যক বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় মনোরম পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বনের স্বাভাবিক রমণীয়তা দর্শনে অল্প দিবস পরে তাঁহাদিগের চিত্তখেদ ক্রমে ক্রমে অপনীত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডব পক্ষ রাজন্যবর্গ এবং যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—ইঁহারা অকারণ পাণ্ডব নির্ব্বাসন বিবরণ শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট-চিত্তে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ম্লানবদন ও দীনভাব অবলোকন করিয়া কোপকষায়িত লোচনে কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধরণীতল দুরাচার দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের শোণিতে শোণবর্ণ

হইবে। এই পাপাত্মাদিগের যে সাহায্য করিবে, তাহাদিগকেও সমরশায়ী করিব; যে পাপাচরণ করে, সেই কেবল যে বধার্হ, এরূপ নহে, যাহারা পাপাত্মার সহায়তা করে, তাহারাও বধ-যোগ্য। এই কথা বলিতে বলিতে বাসুদেবের দেহ হইতে বাষ্পায়মান স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল; লোচনদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল; এবং সর্ব্ব শরীর বিকম্পিত হইতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন হৃষীকেশকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অশেষ প্রকার স্তুতি বাক্যে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

যেমন বর্ষাকালে চপলজীবনা নদী সাগরাভিমুখে ধাবমানা হয়, তদ্রূপ শোক-ব্যাকুলা পাঞ্চালী কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া, সজলনয়নে কহিলেন, মধুসূদন! আমি মহারাজ পাণ্ডুর বধূ, মহাবীর পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, দ্রুপদ রাজার নন্দিনী এবং তোমার সখী হইয়া যে প্রকার ক্লেশ পাইয়াছি, সেরূপ ক্লেশ সামান্য লোকের বনিতারাও ভোগ করে না। আমি আমার স্বামীদিগের সমক্ষে সভা-মধ্যে আনীতা, এবং "দাসী দাসী" বলিয়া উপহাসিতা হইয়াছিলাম; সভামধ্যে অবমাননায় আমি ভিন্ন আর কোন জীবদ্ভর্ত্তৃকা স্ত্রী জীবন ধারণ করিতে পারে? আমার স্বামী ভিন্ন আর কোন পুরুষেরাই বা সহধর্ম্মিণীর তাদৃশ অবমাননায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে? পাষণ্ড যখন গুরু-জন সমক্ষে আমার পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করে, তখন আমি লজ্জা ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম। মূর্চ্ছা যদি আর আমাকে পরি-ত্যাগ না করিত, তাহা হইলে এই উপকার হইত যে, আর এই অবমানিত জীবন আমাকে ক্লেশ দিতে পারিত না; আমিও আত্মীয় জন সমক্ষে অবমানের বিষয় ব্যক্ত করিতে বা মুখ দেখা-ইতে কুণ্ঠিত হইতাম না। নিষ্প্রতিক্রিয় প্রাণধারণ করা অপেক্ষা, তাহা পরিত্যাগ করাই ভাল। হায়! দগ্ধ জীবন

হৃদয়-নিহিত শল্য হৃদয়ে চিরনিখাত থাকুক, তাহাতে আমার তত দুঃখ হইতেছে না। প্রতিহিংসা দ্বারা অন্য প্রকার অপমান অপনীত হইয়া যায়; বনিতাপমান কুলকলঙ্ক; কুলদূষকের শিরশ্ছেদ না করিলে সে কলঙ্ক মার্জ্জিত হইবার নহে; উজ্জ্বল পাণ্ডবকুল বনিতাভিমর্ষে চিরদূষিত হইয়া রহিল, তাহার কোন প্রতিবিধান হইল না, ইহাই আমার দুঃসহ দুঃখ। এই কথা বলিয়া দ্রৌপদী বাষ্পগদ্গদ্স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

পাণ্ডবসুহৃদ্ কৃষ্ণ দ্রৌপদীর কাতরোক্তি শুনিয়া সখেদে সক্রোধে কহিলেন, প্রিয়সখি! তুমি আর রোদন করিও না, তোমার ক্রন্দনে আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে; তোমার মুখ অপ্রফুল্ল দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে। দুরাত্মারা তোমায় ক্লেশ দিয়া বিনাশের পথ আপনারাই করিয়াছে; রাজমহিষীর বিপ্রিয়াচরণ করিয়া কেহ কখন দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে কিম্বা সুখস্বচ্ছন্দভোগ করিতে পারে না। মহতের অতিক্রম দুর্ব্বৃত্তদিগের আশু বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। তোমার মুখশ্রী মলিন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ শোকে এরূপ অধীর হইতেছে যে, এখনই দুরাচারীদিগের প্রাণদণ্ড করিয়া কোপানল শান্তি করি; কেবল ধর্ম্মরাজের নিয়ম বন্ধন আমার ইচ্ছার অন্তরায় হইতেছে; নতুবা এই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইতে যে, আমার ক্রোধাগ্নি কতদূর দহন করিতে সমর্থ। তুমি এক্ষণে অশ্রুবিমোচন পরিত্যাগ কর। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে তোমার শত্রুপত্নীরা স্বীয় স্বামীদিগকে রুধিরলিপ্তকলেবর দেখিয়া, যাহাতে চির অশ্রুপাত করে, তাহা আমি অবশ্য করিব; আমার অঙ্গীকার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না। এই কথা বলিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুরোদর বিধান করিয়াছিলেন, তখন আমি দ্বারকায় উপস্থিত ছিলাম না; আমি উপস্থিত থাকিলে যদিও কুরুরাজ আমাকে আমন্ত্রণ না করিতেন, তথাপি আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দ্যূতের অশেষ দোষ উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান একেবারে রহিত করিয়া দিতাম। যদি অন্ধরাজ স্বার্থপরতা প্রযুক্ত আমার উপদেশ বাক্য অবহেলন করিতেন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত করিতাম; ইহাতে তাঁহার মিত্রপক্ষ কেহ প্রতিপক্ষ হইলে তাহাকেও শমনসদনে প্রেরণ করিতাম। কি বলিব তৎকালে আমি দানবযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম, এজন্যই তোমাদিগকে এত ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। আমি উপস্থিত থাকিলে শকুনির কি সাধ্য যে, কপট দ্যূতে তোমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে? এক্ষণে আর উপায় কি বল? সিদ্ধ কার্য্য অসিদ্ধ করা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। সেতুভঙ্গ হইলে নিঃসৃত জল পুনঃ সংগৃহীত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ভবিতব্যতা অন্যথা ভাবিনী হয় না বলিয়া এই ঘটনা ঘটিয়াছে। যাহা হউক, লোক মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতে হইল। ত্রয়োদশ বৎসর পরে যে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন সহজে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে, তাহাও বিশ্বসনীয় নহে। যে মুখে ধর্ম্মের ভান করিয়া কার্য্যকালে অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে শঠ বলে। দুর্য্যোধন কপট ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া ধর্ম্মের নিয়ম অবশ্য পালনীয় বলিয়া ধর্ম্মের গৌরব করিতেছে; আবার নিয়ম কাল অতীত হইলে বলিবে, দুর্ব্বোধরাজনীতি প্রয়োগ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি; সমস্ত ধর্ম্মনিয়ম পালন করিব। শঠেরা কার্য্য উদ্ধার করিয়া বিরুদ্ধ বিতর্ক দ্বারা আত্মদোষক্ষালন করিবার চেষ্টা পায় বটে, কিন্তু তাহারা ধর্ম্মের নিকট যে অপরাধী রহিল, তাহা এক

বার মনেও করেনা ; তাহারা অন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তে নিরূঢ় স্বত্ব মনে করে, এবং প্রাণান্ত না হইলে তাহার মমতা পরিত্যাগ করে না। আর সজ্জন কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইলে ছলগ্রাহী হয়। ধৃতরাষ্ট্র যেমন জন্মান্ধ, দুর্য্যোধনের দোষ দর্শনেও তদ্রূপ সহজান্ধ ; তুমি সেই কপটধর্ম্ম বর্ম্মধারী ধৃতরাষ্ট্রের বশীভূত হইয়া কষ্ট পাইয়াছ ; অন্ধরাজ কার্য্যকালে বলিবে, দুর্য্যোধন তাহার কথার বাধ্য নয় ; তখন তুমি বুঝিতে পারিবে ধৃতরাষ্ট্র তোমার কিরূপ হিতৈষী !

দুর্য্যোধন শঠ, শঠশিরোমণি শকুনির ভাগিনেয়, এবং নিরতিশয় বিষয়স্পৃহ। বিষয়ভোগ বিষয়ে বিতৃষ্ণা না জন্মাইয়া বরং তাহাতে আসক্তি বাড়িতে থাকে, ইহা ভোগবিলাসীরা অনুভব করিতে পারে না ; হবিভুর্জ-বহ্নি কখন হবির্যোগে নির্ব্বাপিত হয় না বরং প্রজ্বলিত হইয়া বাড়িতে থাকে ; এই দৃষ্টান্ত তাহাদিগের হৃদ্গত হয় না। তাহারা কেবল বিষয়বাসনা তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করে, এবং তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম মনে করে না। দুর্যোধন শাঠ্যবলে রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছে, এবং উহা চিরস্থায়ী করিবার জন্য অনেক কাপট্য ব্যবহার করিবে। শঠেরা জালাচরণ অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করেনা, বরং উহা শ্রীবৃদ্ধির উপায় বলিয়া মনে করে। বিষয় তাহাদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ; বিষয়ের জন্য প্রাণহানি করিতে সম্মত, কিন্তু বিষয় হানি করিতে কোন মতে সম্মত নহে। অতএব দুর্য্যোধনকে প্রাণে বিয়োজিত না করিলে রাজ্যোদ্ধার হইবে না। এক্ষণে তাহার সহিত আর অপর কোন নিয়মে আবদ্ধ হইবে না। তুমি এখন অবধি এরূপ সাবধানে থাকিবে, দুরাত্মা যেন ছলগ্রাহী হইতে না পারে। অনন্তর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে সমভি-

ব্যাহারে লইয়া দারাবতীতে প্রতিগমন করিলেন। কৃষ্ণ গমন করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় আত্মীয়বর্গ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া নিজ নিজ নিলয়ে প্রস্থান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ক্লেশানর্হ সুকুমার রাজকুমারদিগকে তাহাদিগের সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন, এবং অপনারা কাম্যকবন পরিত্যাগ করিয়া দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন, এবং মনোরম স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদা সায়ংকালে সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে, বিদুষী পাণ্ডব-মহিষী অসহ্য অন্তস্তাপে কহিলেন, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যদিও ভবাদৃশ দূরদর্শীদিগের প্রতি মাদৃশ সামান্যমতি অবলাজনের উপদেশ বাক্য প্রগল্‌ভতারূপে পরিণত হয়, তথাপি অসহ্য মনোব্যথা আমাকে এরূপ অস্থির করিয়াছে যে, আর আমি কোন ক্রমে নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না; অতএব আপনাকে নারীজনসুলভ চপলতা জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে। মহারাজ! দুরাত্মা পরের অপকার করিয়া কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা অনুশয়গ্রস্ত হয় না, প্রত্যুত সুখিত হয়। যখন তুমি রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজিনধারী হইয়া বনবাসে প্রস্থান করিলে, তখন নগরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তোমার মলিন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কতই সন্তাপ করিয়াছিল; সেই সময়ে দুরাত্মা দুঃশাসন, দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ এই চারিজন কেবল আনন্দে হাস্য করিয়াছিল। তুমি দুর্য্যোধনের অগ্রজ এবং ধর্ম্মপরায়ণ; তথাপি তোমাকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে

তাহার লজ্জা বোধ হয় নাই। মৃগেন্দ্রগামী ভীমসেনের গতির অনুকরণ করিয়া স্বীয় নীচ প্রকৃতি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও সে একবার মনে করে নাই। এক্ষণে পাপাত্মা আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। তোমার বর্ত্তমানাবস্থা বিলোকন ও পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, আমার শোক-সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। কোথায় তোমার সেই স্থূলতূলগর্ত্ত দুগ্ধধবল কোমল পল্যঙ্ক, কোথায় বা কর্কশপক্ব-পর্ণরাশিবিকীর্ণ বন্ধুরভূমি; কোথায় সেই মণিমাণিক্য-খচিতাস্তরণ-শোভিত সুবর্ণময় সিংহাসন, কোথায় বা তৃণকুশমণ্ডিতকণ্টকিত ধরাসন; কোথায় সেই হংসলক্ষ্মণলাঞ্ছিত ক্ষৌমবসন, কোথায় বা কঠিন রুধিরলিপ্ত মৃগচর্ম্ম পরিধান; কোথায় বা বৈতালিক মধুর মঙ্গলগীত, কোথায় বা কঠোর অশিব শিব গান; কোথায় সেই চন্দনচর্চ্চিত চারুকান্তি, কোথায় বা ধূলিধূষরিত মলিন মূর্ত্তি; মহারাজ! তোমার ঈদৃশী পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ অবস্থা দর্শনে কিরূপে আমার বনবাসবিকলচিত্ত আর স্থির থাকিতে পারে?

তোমার ভ্রাতৃগণ চিরসুখী ও চিরবিলাসী। তাঁহাদের বিষম বেশ ও বিসদৃশ কার্য্য দেখিয়া আমার শোকসাগর উদ্বেলিত হইতেছে। যে ভীমসেন সর্ব্বদা অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেনাপতিদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন, শত শত দাস যাঁহার আজ্ঞা সম্পাদনে নিযুক্ত ছিল, সেই মাহাত্মা আজি বনেচরবেশে দাসের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। যে বীর জগজ্জয় করিয়া জিষ্ণু উপাধি ধারণ করিয়াছেন, যিনি সমরে দুর্জ্জয় রাজনিচয় জয় করিয়া ধনসংগ্রহ পূর্ব্বক ধনঞ্জয় নামে খ্যাত হইয়াছেন; তিনিই নির্ধন মৃগাবিৎ ব্যাধের ন্যায় মৃগয়া দ্বারা আমাদিগের উদর পূর্ত্তি করিয়া দিতেছেন। নকুল সহদেব এই উভয় কেবল

মন্ত্রণা কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন ; এবং শ্রমসাধ্য কার্য্যে কিছুমাত্র প্রয়াস পান নাই ; কেবল সুখবিলাসে সময় অতিবাহন করিয়াছেন ; তাঁহারা এক্ষণে ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কত কষ্ট ভোগ করিতেছেন ; ইহাঁরা ইতর জন্তুর ন্যায় নখী, এবং যবনের ন্যায় শ্মশ্রুধারী হইয়াছেন। হায়! আমিও রাজাধিরাজ পাণ্ডুর বধূ, মহারাজ দ্রুপদের দুহিতা, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, এবং বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী হইয়া অবমানিতা ও বনবাসিতা হইলাম।

স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনার অক্রোধিতাই আমাদিগের উপস্থিত ক্লেশের কারণ। আপনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেই আমাদিগের দুঃখের অবসান হয়। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গদামাত্র সহায় করিয়া একাকীই কুরুকুল নির্মূল করিতে পারেন। ভুবনবিজয়ী ধনঞ্জয় গাণ্ডীবমাত্র সহায় করিয়া একাকীই সমগ্র শক্র সংহার করিতে সমর্থ। যখন মহাবল পরাক্রান্ত বশংবদ সোদর সত্ত্বেও রিপুদিগকে প্রশ্রয় দিতেছেন ; তখন আপনাকে অমর্ষশূন্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? জিতক্রোধ ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া আমার যে বিশ্বাস ছিল, তাহা কেশাম্বরাকর্ষণে অলীক বোধ হইয়াছে। যদি ক্ষমাই শক্রদমনের উপায় বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে ধ্যানধারণাদ্বারা অন্তঃশক্র ক্রোধাদি সংযত করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন, এ সকল বহুপরিবার পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় মন নিবেশিত করুন ; ভাবিনী রাজ্য-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম-সুলভ মুক্তিলাভে প্রয়াস পান। প্রতিকারাক্ষম দুর্ব্বলপ্রকৃতি কাপুরুষেরাই পরাভূত হইয়া শান্তিপথ অবলম্বন করিয়া থাকে, আর তেজস্বী ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় বাহুবলে পরাভব-ক্লেশ নিরাকরণ করিয়া থাকেন ; এবং পরাজিত হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর পরাক্রম প্রকাশ ও প্রতি-

হিংসা দ্বারা মনোব্যথা দূরীকৃত করেন। আপনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, এবং যে উপায়ে সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তদনুরূপ কার্য্য দ্বারা বংশের ও নামের গৌরব রক্ষা করুন।

মহারাজ! ক্ষমা প্রদর্শন আপনার অকিঞ্চিৎকর হইতেছে। পরে অপকার করিলে, ক্ষমতাসত্ত্বে অপকারীর অপকার না করাই প্রকৃত ক্ষমার লক্ষণ; দুর্য্যোধন আপনার অপকার করিয়াছে, আপনি তাহার প্রত্যপকার করিতেছেন না, এজন্য আপনাকে ক্ষমাপরায়ণ বলিতে হয়। কিন্তু ক্ষমাপরতা আপনার কার্য্যসাধনী বা লোকরঞ্জনী হইতেছে না। ক্ষমাপরায়ণ ধার্ম্মিক মনে করিয়া দুর্য্যোধন আপনাকে রাজ্য-প্রতিদান করিতেছে না। ক্ষমতা থাকিলে কেহ কখন অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা জায়ার কেশাম্বরাকর্ষণ সহ্য করিতে পারে না। এই জন্যই লোক সমাজে আপনার অক্ষমতাই ক্ষমা বলিয়া উদ্ঘোষিত হইতেছে। ক্ষমতাসত্ত্বে যে অরির প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শন করিতেছেন, লোকে তাহা মনে করিতেছে না; লোকে ইহাই মনে করিতেছে যে, অক্ষম রাজা অবমানিত হইলে বনে বাস করে। রাজা যুধিষ্ঠির এই জন্যই অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন। সুক্ষত্রিয়েরা সুযোগ পাইলেই সন্ধির উচ্ছেদ করিয়া স্বকার্য্যসাধন করেন; কপটতামূলক দ্যূত-পরাজয় নিবন্ধন নিয়মভঙ্গের ত কথাই নাই।

ক্ষমারও পাত্রাপাত্র বিবেচনা আছে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যথেষ্ট উপকার করিয়াছে, সে কোন গুরুতর অপকার করিলেও তাহাকে ক্ষমা করিতে হয়। তাহার পূর্ব্ব উপকার মনে করিয়া তাহার প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শন কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। সমীচীনা বুদ্ধি সকলে লাভ করিতে পারে না, সুতরাং ভ্রম প্রমাদ অধিকাংশ লোকেরই ঘটিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বুদ্ধি বিপর্য্যয়

বশতঃ কিংবা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অপকার করিয়া থাকে, তবে সেও ক্ষমার যোগ্যপাত্র। সামান্যতঃ প্রথম অপরাধীকে ক্ষমা করা যাইতে পারে। যে জ্ঞানকৃত অপরাধ করিয়া পশ্চাৎ তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ কুটিলমতি প্রথমাপরাধী হইলেও ক্ষমার যোগ্য নহে। ভৎ‍র্সনা করিয়া দ্বিতীয় অপরাধীর অপরাধ কথঞ্চিৎ মার্জ্জনা করিতে পারা যায়। দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রথমাপরাধী নয়, যে ক্ষমার যোগ্য, দ্বিতীয় অপরাধী নয় যে, বাক্‌পারুষ্যের পাত্র; সে পদে পদে অপরাধ করিয়াছে, সুতরাং সে নিতান্তই দণ্ডার্হ। যে যে কর্ম্ম করিলে শাস্ত্রকারেরা আততায়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন, সে দুরাচার কর্ত্তৃক অগ্নি-প্রদান, বিষ-প্রয়োগ দারাভিমর্ষণ প্রভৃতি তাহার অধিকাংশ কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সে কেবল খড়্গপাণি হইয়া সমক্ষে বধোদ্যত হয় নাই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে এরূপ খড়্গ প্রয়োগ করিতেছে যে তাহাতে আর তোমাদিগের পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। একবার মাত্র অপথ্যকারীকৃত অপকারের নাম শুনিলেই ক্রোধের উদ্বোধ হয়, তৎকৃত কার্য্যের স্মরণ হইলেও কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আপনি এখনও তৎকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন। বারংবার তদনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর কর্ম্ম সকল আপনাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি, তথাপি তাহার প্রতি আপনার ক্রোধের উদ্রেক হইল না। এই বলিয়া মুক্তাফল তুল্য স্থূল অশ্রুজল দ্রৌপদীর বিলাস-লোচন হইতে নিপতিত হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, প্রিয়ে! শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যে ক্রোধ জয় করিতে পারে, তাহারই মঙ্গল; আর ক্রোধ যাহাকে জয় করে, তাহারই অমঙ্গল; ক্রোধ রাজ-শরীরে রাজত্ব করিলে, প্রজাকুল নির্ম্মূল হয়; কোপ পরবশ হইলে কার্য্যাকার্য্যের বিচারণা থাকে না।

ক্রোধান্ধ ব্যক্তি গুরুজনের প্রাণ বিনাশ বা কঠোর বাক্যে তাঁহা-দিগের অবমাননা করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি কোপের বাধ্য হইয়া আত্ম-বিনাশের কারণ আপনিই হইয়া থাকে; সে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া মনে করে না; এবং তাহার অনু-ষ্ঠানেও পরাঙ্মুখ হয় না। এই সকল অমঙ্গল ক্রোধ হইতে হয় বলিয়া, আমি লোকনাশন কোপহুতাশন নির্ব্বাণ করিয়াছি। দুর্জ্জয় দূরস্থ রিপু জয় করিতে পারিলে শূর হওয়া যায় না; অন্তঃশত্রু ক্রোধাদি জয় করিতে পারিলে রিপুঞ্জয় নামধারী যথার্থ শূর শব্দে অভিহিত হইতে পারা যায়। যে ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্মপর উভয়কেই মহা বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুদ্ধিবলে ক্রোধ জয় করাই স্বীয় তেজস্বীতা বিবেচনা করেন; মূঢ় নর পরপীড়াকর কোপ প্রকাশকে স্বকীয় তেজস্বিতা প্রকাশ মনে করে। ক্রোধ পরি-ত্যাগ করিলে যে তেজস্বিতা প্রকাশ হয়, তাহা মূঢ়েরা বুঝিতে সমর্থ হয় না; তদ্রূপ প্রশান্তচিত্তের সুখ, অশান্ত লোকে আস্বাদ করিতে পারে না। আরও রোষাবিষ্ট ব্যক্তি পটুতা, ক্ষিপ্র-কারিতা, ক্ষমার্জ্জব প্রভৃতি সদ্‌গুণ লাভ এবং কোন কার্য্য সু-প্রণালী ক্রমে সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। যদি সকল মনুষ্যই কোপন-স্বভাব হয়, তবে নিরন্তর যুদ্ধে মানবকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ক্ষমাশীলের কার্য্য যে সন্ধি, তাহার আর উত্থাপনই হয় না। বিধাতা মানব সংহারের নিমিত্ত রজো-গুণস্বরূপ মনুষ্যের মনে যে কোপের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল তদ্দ্বারা জীবগণ সংহার প্রাপ্ত হয়। যদি হিংসা করিলেই প্রতি-হিংসা করিতে হয়, দুঃখিত হইলে দুঃখ প্রদান করিতে হয়, আহত হইলে আঘাত করিতে হয়, তবে এই প্রণালীক্রমে প্রতি-হিংসার অনুহিংসাতেই সমস্ত জগত্ উৎসন্ন হইয়া যায়; ক্ষমা

হইতে যে পৃথিবীর অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা আর নয়ন গোচর হইবে না। যদি ক্ষমাগুণ না থাকিত, তবে ভূতধাত্রী ধরিত্রীর ভূতসৃষ্টির বিলোপ হইয়া যাইত। ক্ষমা অপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম জগতীতলে আর নাই। ক্ষমাতেই ধর্ম্মের প্রবৃত্তি; ক্ষমাতেই ধর্ম্মের শান্তি; ক্ষমাবিহীন ব্যক্তি উভয় লোক নষ্ট করে; ক্ষমা-শীল ব্যক্তি ইহকাল পরকাল রক্ষা করে। অতএব সাধুশীলে! যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি ক্ষমা পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের আশ্রয় লইব না। তুমি মহোপকারিণী ক্ষমার আশ্রয় লইয়া ক্রোধাবেগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন কর। পিতামহ ভীষ্ম, মহাত্মা বাসুদেব ইঁহারাও ক্ষমামূলক শান্তি কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

আর এরূপ ঘটনাও অসম্ভব নয় যে, বিদুর, সঞ্জয়, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণ কর্ত্তৃক রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধন শান্তি বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে পারেন; যদি লোভবশতঃ তিনি রাজ্য প্রদান না করেন, তবে অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। ভরতকুল বিনাশের নিমিত্তই এই নিদারুণ ঘটনা ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন অভিমানী, লোভী এবং অক্ষমী; সে কিছুতেই সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইবে না; তথাপি তাহাকে কিছুকালের জন্য ক্ষমা করিতে হইবে। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ইহারা যেমন ক্ষমার যোগ্য পাত্র, আর যাহার সহিত কোন কালিক নিয়মে আবদ্ধ হইতে হয়, সে তদ্রূপ তাবৎ কাল ক্ষমার যোগ্য। নিয়মিত কাল অতীত হইলেও যুদ্ধ ব্যতীত রাজ্য লাভের উপায়ান্তর দেখিতেছি না; তথাপি এক্ষণে সদাচার ও লোকাচার রক্ষার জন্য ক্ষমাবলম্বন করিতে হইবে; না করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে হয়। এই পথ অবলম্বন করিয়া থাকিলে, ত্রয়োদশ বৎসর পরে লোক সমাজে নিন্দাস্পদ ও ধর্ম্মের

নিকট অপরাধী হইব না। শারীরিক কষ্টের জন্য ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে পারিনা। সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম রক্ষণীয় ; এবং রক্ষণীয় ধর্ম্ম অমাদিগের রক্ষাবিধান ও অমঙ্গল নিরাকরণ করিবেন। ধর্ম্মপথে চলিয়া কষ্ট পাওয়াও ভাল, তথাপি অধর্ম্মাচরণদ্বারা সুখলাভও শ্রেয় নহে। অধর্ম্ম-সুখ ক্ষণ স্থায়ী, পর্য্যন্ত পরিতাপী এবং চিত্তের অস্বাস্থ্যকর ; ধর্ম্মসুখ নিত্য, পরিণামে সুখপ্রদ ও চিত্তের সজীবতা সম্পাদক। প্রিয়তমে! আমি এক্ষণে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইতে পারি না, তুমি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপ কর ; ধর্ম্মেতে তোমার যে রূপ মতি আছে, তাহার যেন কদাচ হ্রাস হয় না ; ধার্ম্মিকের পরিণামে অবশ্যই ক্ষেমোন্নতি হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।

দ্রৌপদী কহিলেন মহারাজ! ক্ষত্রধর্ম্মানুমোদিত তেজঃপ্রকাশ দ্বারা রাজ্যোদ্ধার অবশ্য কর্ত্তব্য ; তদ্বিষয়ে আপনার বুদ্ধি বিপর্য্যয় দেখিতেছি। ক্ষমাবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, এবং ধর্ম্মের উপর ভার দিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন, ইহাতে আপনার অভীষ্ট সাধন হইবে, বোধ হইতেছে না। কেবল দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা প্রভৃতি মহদ্গুণের সেবা করিয়া বনবাস কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। আপনারা সকল সময়ে ধর্ম্মকে সার পদার্থ বিবেচনা করেন ; ধর্ম্মের জন্য প্রাণ প্রদান করিতেও সম্মত হয়েন ; আপনাদিগের রাজ্য ও জীবন ধর্ম্মার্থে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। আপনাদিগের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, বিষমসময়ে সৌভ্রাত্রগুণসম্পন্ন ভ্রাতারাও পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করিতে পারে ; কিন্তু ধর্ম্ম অকৃত্রিম সুহৃদের ন্যায় নিধনেও অনুগমন করেন। এজন্য ধর্ম্মানুযায়ী যত প্রকার যাগ যজ্ঞ আছে, আপনারা তাহার প্রায় অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; এবং অরণ্যবাসেও তাহার অঙ্গহানি

দেখিতেছি না। আর এরূপ বিশ্বাস আছে যে, যাহারা ধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা করে, ধর্ম্মও তাহাদিগের রক্ষাবিধান এবং কষ্ট নিবারণ করেন। কিন্তু আমি কার্য্যদ্বারা তাহার বিপরীত দেখিতেছি। আপনার শত্রুরা অধর্ম্মাচরণ করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছে; আপনি ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; ধর্ম্মের মর্ম্ম ধর্ম্মই জানেন; আমরা এরূপ ধর্ম্ম সেবনের তাৎ-পর্য্য বুঝিতে পারি না। দ্যূত-পরাজয় নিবন্ধন আপনার বুদ্ধি বিপর্য্যয় হইয়াছে, এই জন্যই হিতাহিত বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, তেজঃ-প্রকাশ ভিন্ন আপনার শোচনীয় দশা দূরীভূত হইবে না।

ক্ষত্রিয়েরা তেজঃ-প্রকাশ দ্বারা লক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদিগের অধর্ম্ম নাই, বরং ধর্ম্মই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের যেমন প্রতিগ্রহ-লব্ধ ধন প্রশস্ত; এবং বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য সংগৃহীত-বিত্ত বিশুদ্ধ; তদ্রূপ ক্ষত্রিয়েরও বিজিত-অর্থ প্রশংসনীয়। এইরূপ ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত, দ্বিজাতির নিন্দনীয় বৃত্তি-লব্ধ নহে; তাহা মনু প্রণীত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট, ও ধর্ম্মানুগত। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি ও ঋজু স্বভাব; তাঁহাদের বৃত্তিও তদ্রূপ সামান্য প্রতিগ্রহ, এবং তাহা অন্যের অনুগ্রহ সাপেক্ষ; ক্ষত্রিয়েরা স্বভাবতঃ তেজস্বী ও উগ্র, তাঁহাদিগের বৃত্তিও তদ্রূপ তেজস্বিনী ও স্বতন্ত্রা; যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে তদনুরূপ কার্য্য করিলে, প্রশংসার পাত্র, ও তাহার বিপর্য্যয় কার্য্য করিলে উপহাসাস্পদ হয়; এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্যও তদ্দ্বারা সম্যক্ সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না; অতএব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করাই বিধেয়।

শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও জাতির জীবিকার্থে বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট-বৃত্তি নিয়মিত রহিয়াছে। সকল লোকই তদনুসারে চলিয়া

জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়েরা তেজোদ্বারা কিংবা প্রজাপালন লব্ধ কর দ্বারা আজীব সমাধা করিয়া থাকেন; বৈশ্যেরা কৃষি বাণিজ্যদ্বারা জীবন-কাল যাপন করিয়া থাকে; অন্য অন্য বর্ণেরা শ্বরৃত্তি ও স্ব স্ব জাতির নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় দ্বারা আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; এক বর্ণের বৃত্তি অন্যবর্ণে অবলম্বন করিলে শাস্ত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা হয়, এবং যে ব্যবসায়ে এক জাতির সুখে সংসার নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা বর্ণান্তরে আশ্রয় করিলে উভয়েরই কষ্ট উপস্থিত হয়; আরও অনভ্যাস বশতঃ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ব্রাহ্মণেরা প্রজাপালন করিতে গেলে, অক্ষমতা প্রযুক্ত সুশাসন হয় না, জ্ঞান ধর্ম্মোপদেশ এবং শাস্ত্রানুশীলন ক্রমশঃ হীয়মান হইয়া যায়। ক্ষত্রিয়েরা ক্ষমার্জ্জব প্রভৃতি মুনিবৃত্তি আশ্রয় করিলে দণ্ডযোগ্য দুষ্টলোক দণ্ডিত হয় না; তন্নিবন্ধন রাজ্যতন্ত্র বিষম বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। অতএব শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন এবং তদ্বিহিত কর্ম্ম করাই বিধেয়। আপনি এই চিরাচরিত শাস্ত্রীয় নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতিগত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবেন, ইহা যুক্তি সঙ্গত বোধ হইতেছে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন প্রিয়ে! লোভ অপ্রতিকার্য্য অসাধ্য ব্যাধি; মানব যখন ঐ রোগে আক্রান্ত হন, তখন তাঁহার বিষয়-তৃষ্ণার শান্তি হয় না; কোপদাহের নিবৃত্তি পায় না; মানসিক বেগের বৃদ্ধি হয়; পদে পদে মোহ জন্মায়; তাঁহার বুদ্ধি এরূপ বিমোহিত হয়, যে রোগের সময় ভোগ যে কুপথ্য, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন না। ঐ সময়ে যদি তাঁহার মীমাংসা বুদ্ধির উদ্দীপ্তি না হয়, তবে তাঁহাকে অবশ্যই কুপথে পদার্পণ করিতে হয়। যাঁহারা উত্তর ও বর্ত্তমান কাল সম্যক্ বিবেচনা

করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ তত্ত্বদর্শী; আপৎকাল উপস্থিত হইলে, দুঃখাবস্থায় পতিত হইলে, কিংবা ভোগেচ্ছা বলবতী হইলে, তাঁহাদিগেরও মীমাংসা বুদ্ধি জড়ীভুত হইয়া যায়; এই জন্যই তোমার বুদ্ধির গতি অন্যায় পথে ধাবিত হইতেছে; আমি ধর্ম্মের দুর্ব্বিগাহ অতি সূক্ষ্মগতি অবগত আছি। আপৎকালেও আমার ধর্ম্মমতি কলুষিত হয় না; আমি জানিয়া শুনিয়া কিরূপে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি?

আপৎকালে শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়; কাম ক্রোধ লোভ মোহ ও কপটতা প্রভৃতি দুষ্টভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধুরা যে ব্যবহার করেন, তাহার নাম শিষ্টাচার; গুরু শুশ্রূষা, সত্য কথন, ধর্ম্মনিষ্ঠা, অহিংসা, সম্মান-রক্ষা, অঙ্গীকার-পালন, ইত্যাদি কতকগুলি সদ্ব্যবহার শিষ্টাচারের অঙ্গ; সর্ব্বভূতে দয়া, সকল অবস্থায় সন্তোষ, সকলের প্রিয়াচরণ প্রভৃতি অশেষ উপকারক সদাচার, সাধুশীল মহাত্মাদিগের কার্য্য। শিষ্টাচারি-মহাশয়েরা যাচিত না হইয়াও পরোপকারে প্রবৃত্ত হন; রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হন না; আলস্যবশতঃ বা লোভপ্রযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিমুখ হন না; ইষ্টাপাতে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হন না; অনিষ্টাপাতেও নিতান্ত ম্রিয়মাণ হন না; অঙ্গীকৃত কার্য্যসম্পাদনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া চলিলে অঙ্গীকার পালন করিতে হয়; দ্যূতসভায় যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা পালন না করিলে সত্যব্রত ভঙ্গ হয়; সত্যব্রত ভঙ্গ হইলে, বিশ্বাস-বিহীন ও ধর্ম্মহীন হইতে হয়; অসময়ে ক্ষত্রিয় বৃত্তি আশ্রয় করিলে এই সকল অপকর্ম্ম হয়, এই নিমিত্তই পাপজনক ভয়ঙ্কর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারি না। মনুষ্যের সুখের অবস্থা ও দুঃখের দশা চিরস্থায়িনী নহে; রাজসূয় যজ্ঞাবধি সুখের দিন গত

হইয়াছে, এক্ষণে দুঃখের সময় উপস্থিত; আবার দুঃখের পর সুখের দিন অবশ্যই হইবে। সুখ দুঃখ প্রদানে দৈবই প্রধান; দৈবানুকূল্য ব্যতীত লোক সুখভাগী হইতে পারে না, শুভাশুভ ঘটনা অদৃষ্ট বশতঃ হইয়া থাকে; যখন অদৃষ্ট শুভ হইবে, তখন অবশ্যই শুভ ফল লাভ হইবে। অতএব দেবি! দৈব অবলম্বন ও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এই বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না।

দ্রৌপদী কহিলেন ধর্ম্মরাজ! হঠ, দৈব, স্বভাব ও পৌরুষ, এই চারিটী অর্থসিদ্ধির কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; কেহ কেহ হঠাদিকে প্রাক্তন কর্ম্ম ফলের বীজ বলিয়াও মীমাংসা করেন। অযত্ন সম্ভূত অকস্মাৎ প্রাপ্ত অর্থকে হঠলব্ধ বলিয়া থাকে; ভাগ্যক্রমে যে অর্থ লব্ধ হয়, তাহাকে দৈবলব্ধ বলিয়া স্থির করে। অনিশ্চিত কারণ বশতঃ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে স্বভাব লব্ধ অর্থ বলিয়া থাকে। আর শ্রমদ্বারা যে অর্থের লাভ হয়, তাহা পৌরুষ লব্ধ বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে। হঠপর লোকেরা কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য সত্বে আলস্য পরবশের ন্যায়, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহা দুঃখে জীবন ক্ষয় করে। হঠপরেরা অযাচিত ব্রতজীবীর ন্যায়, কদাচিৎ প্রাপ্তব্য অর্থে লুব্ধ ও প্রতারিত হইয়া কষ্ট শ্রষ্ঠে প্রাণধারণ করে; যদি তাহারা মনুষ্য মধ্যে গণ্য হয়, তবে অঙ্কাগত সত্বভোজী অজগরকে সরীসৃপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিরর্থক। আর যাহারা ক্ষমতা সত্বে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অভাব নিরাকরণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহাদিগকে কাপুরুষ বলা যায়, কাপুরুষেরা কখন অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না, কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে কৃতকার্য্য দেখিয়া আপন ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া মনস্তাপ নিবারণ করে, এবং তাহাদিগকে কার্য্যদক্ষ ও সৌভাগ্যশালী

ভাবিয়া, আপনার প্রাক্তন কর্ম্মের দুঃখময় ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, স্থির করিয়া দুঃখে কথঞ্চিৎ কালক্ষেপ করে। যদৃচ্ছা-লব্ধ ফল-মূলাহারী বনচারী নর যেমন সহিষ্ণুতা শক্তিতে জঠরানল নির্ব্বাণ করে, তদ্রূপ স্বভাবজ অর্থে নির্ভর-কারী ব্যক্তি অগত্যা সন্তোষে অভাব দাহজ্বর শান্তি করে। এই তিন কারণ অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চায়ক নয়, অনিশ্চয়ত্বের উপর নির্ভর করিয়া থাকা, আর প্রতারকের বাক্যে আশ্বাস করা উভয়ই তুল্য, যদি উক্ত কারণত্রয় অর্থাগমের হেতু হয়, তবে সকলেরই সমান অর্থ প্রাপ্তি হয়, এবং পরস্পরের অবস্থার ইতর বিশেষ থাকে না। ফলতঃ ফলসিদ্ধির অনির্দ্দিষ্ট কারণে ঐ তিন কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। যে, কার্য্যের অনুষ্ঠানে অশক্ত, সে কার্য্য করিয়া সুন্দর ফল ভাগী হয় না, সুতরাং সে কেবল দৈবে দোষারোপ করিয়া আপনাকে প্রবোধ দেয়। যদি আত্ম প্রবোধের উপায় না থাকে, তবে জীবন কেবল চির দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়; হতাশ-তায় তাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে; এইরূপ মানসিক কষ্ট নিবারণের মহৌষধি-স্বরূপ দৈবাদি কল্পিত হইয়াছে। দৈবাদি কল্পিত হউক বা না হউক, পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না; যদি কেহ দৈব বলে সম্মুখে নিধি দর্শন করে, কিংবা হঠবলে কাহার সম্মুখে দ্রব্যজাত উপস্থিত হয়, এবং স্বভাব-বলে তরুতলে সুস্বাদু রসাল ফল পতিত থাকে, পুরুষের যত্ন ব্যতিরেকে ঐ সকল কখন সংগৃহীত হয় না; দৈবাদি কিছু নিধ্যাদি হস্তে তুলিয়া দিতে পারে না; পুরুষকার ঐ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করে, এই জন্যই পুরুষকার অর্থসিদ্ধির প্রধান হইতেছে। অতএব সমুদয় কর্ম্মই পৌরুষ সাধ্য, কর্ম্ম না করিয়া কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি-সংগত নহে।

তাহার অনুষ্ঠানেও বিরত নহি। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করি না; কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; ধর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া যথাশক্তি তাহার অনুষ্ঠান করি; ধর্ম্মের বা কর্ম্মের কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করি না; গার্হস্থ্য আশ্রমে যে সকল কর্ম্মবিধি বিহিত হইয়াছে, সাধ্যানুসারে তাহার অনুষ্ঠানে প্রয়াস পাই; তাহার ফল থাকুক বা না থাকুক, তাহা আমার অনুসন্ধেয় নহে; গুরুপরম্পরাচরিত মহাজনানুমোদিত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া, যে স্বর্গাদি কামনা করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে ধর্ম্ম-বিক্রেতা বণিক্; যে ফলাভিলাষে দান করে, সে অশ্রদ্ধেয় বার্দ্ধ্যুষিক; ইহারা ধর্ম্মের প্রকৃত ফললাভ করিতে পারে না; আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ চিত্তে কিংবা লোক বিদ্বেষ ভয়ে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেও ধর্ম্ম জনিত বিশুদ্ধ ফলভোগে অধিকারী হয় না। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার কপটতা ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। কাপট্য ব্যবহারে কপট ধার্ম্মিক হইতে হয়। যেরূপ নির্ম্মল আকাশে কোন প্রকার মল তিষ্ঠিতে পারে না; তদ্রূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্মে কোন প্রকার অঙ্ক সংলগ্ন থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। নির্ম্মল মনীষা-শোধিত স্থির সিদ্ধান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রতিকূল তর্ক দ্বারা ভ্রমাত্মক বোধ করা উচিত নহে। যেমন ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই লোকে রাজাজ্ঞার অনুগামী হইয়া চলিয়া থাকে, সেই-রূপ ধর্ম্মের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে চলিতে হয়।

অপক্ষপাতিনী মীমাংসা বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ক্ষত্রধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া কার্য্য করিবার সময় উপ-স্থিত হয় নাই; প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; ত্রয়োদশ বৎসর দ্যূতনিয়ম পালন করিব বলিয়া, যে প্রতিজ্ঞা

করিয়াছি, অসময়ে যুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলে লোকের নিকট ছলগ্রাহী এবং আজ্ঞাভঙ্গ নিবন্ধন ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইতে হয়; আরও ন্যায়পথ প্রস্থিত ব্যক্তির স্বতঃ প্রবৃত্ত যে সহায়বল পাওয়া যায়, তাহাতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। লোকে কপটচারী রাজার দৃষ্টান্ত স্থলে আমার নাম উল্লেখ করিবে, ইহা অপেক্ষা দুর্নামের বিষয় আর কি আছে? অতএব প্রিয়তমে! আর বিরোধি-তর্ক দ্বারা আমার ধর্ম্মবুদ্ধি কলুষিত করিও না এবং আমার প্রসন্ন মন অপ্রসন্ন করিও না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভীমসেন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে রাজ্যলাভ করাই কর্ত্তব্য, ইহাতে তর্ক বিতর্ক ও মন্ত্রণার প্রয়োজন কি? কুরুদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও ধর্ম্ম অপেক্ষা করা কদাচ উচিত নহে। শঠে শঠতাচরণ কদাচ নিন্দনীয় বা দূষণীয় নহে; যে উপায়ে হউক, শত্রু দমন করাই বিধেয়। দেখুন, আমরা ধর্ম্মপথে চলিয়া ধর্ম্মার্থকামসম্ভূত সুখে বঞ্চিত ও অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছি; দুরাত্মা সুযোধন পাপাচরণ করিয়া রাজ্য সুখ সম্ভোগে অধিকারী ও নীতি নিপুণ বলিয়া যশস্বী হইয়াছে; দুরাত্মা ধর্ম্ম প্রভাবে বা প্রতাপ দ্বারা রাজ্য গ্রহণ করে নাই, সে কাপট্য ব্যবহার দ্বারা রাজ্য সুখে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। শৃগাল যেমন সিংহভোগ্যবস্তু কৌশলে ভক্ষণ করে; অনবধানতা সুযোগ পাইলে, কুক্কুর যেমন রাজভোগ উচ্ছিষ্ট করে; তদ্রূপ আমাদিগের অমনোযোগিতা দোষেই

দুরাচার রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছে। আমরা শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া রাজ্য শাসন করিলে, কাহারও এরূপ ক্ষমতা ছিল না যে, উহা গ্রহণ করে।

ধর্ম্মরাজ! অর্থ ধর্ম্মোৎপত্তির কারণ; ধর্ম্মোদ্দেশে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হয়, সেই পরিমাণে ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়; রাজ্যরূপ বিপুল বিত্ত দ্বারা মহান্ ধর্ম্ম সংগৃহীত হইতে পারে; অতএব দ্যূতসত্যপালনসম্ভূত অল্প পরিমিত ধর্ম্মের জন্য বহু ধর্ম্মাস্পদ রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করায় আপনার বিচার বিমূঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে; আপনি ধর্ম্ম প্রিয়, ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মপথে চলিতে অনুরোধ করিতেছি। ধর্ম্মের ফল সুখ; লোকে সুখার্থী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। আপনি ধর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না, কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন; এরূপ ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রয়োজন দেখা যায় না; যে উপার্জ্জিত ধর্ম্ম সুখফলের কারণ হয় না, তাহা উপার্জ্জনে কেন প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাও বুদ্ধির গম্য নহে; প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাহারও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, ইহা স্বতঃ সিদ্ধই আছে। যে ধর্ম্ম সুখের কারণ নহে, বরং বন্ধুগণের ক্লেশ-বিধায়ক, সে ধর্ম্ম ব্যসন; এরূপ কুৎসিত ধর্ম্মোপার্জ্জনে ক্লেশ স্বীকার করাই বা কেন? তাহারও মর্ম্ম বুঝিতে পারি না; কেবল জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অবিচারণীয় বিবেচনায় আমরা ক্লেশ পরম্পরা ভোগের জন্যই বনবাসে আসিয়াছি; আগ্নেয় গিরির ন্যায় উগ্রতেজ অন্তর্লীন করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছি; পাপাশয়দিগের অনুষ্ঠিত মর্ম্মান্তিক কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া সতত সন্তপ্ত হইতেছি; আপনি দীর্ঘকাল মুনিপ্রিয় শান্তিপথে পর্য্যটন করিবেন, ইহা আমি কিংবা অর্জ্জুন অথবা আমাদিগের বন্ধুবর্গ কেহই অনুমোদন করিব না।

ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর পরস্পরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয়, অর্জ্জিত ধর্ম্মও অর্থাগমের দ্যোতক হইয়া থাকে; যেরূপ বারিবাহ সাগরোৎপন্ন বাষ্পযোগে পরিপুষ্ট হইয়া আবার বারিবর্ষণ দ্বারা সমুদ্রের প্রবাহ পরিপুষ্ট করে, সেই রূপ অর্থ ধর্ম্ম বৃদ্ধি করে, এবং ধর্ম্মও অর্থ সিদ্ধি বিষয়ে আনুকূল্য করিয়া থাকে; আপনি ধর্ম্মসাধন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কি উপায়ে ধর্ম্মবৃদ্ধি করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অর্থ প্রাপ্ত হইলে কিংবা ইন্দ্রিয় গ্রাম তৃপ্ত হইলে যে সুখ হয়, তাহার নাম কাম, কাম অতি সুখসেব্য পদার্থ; উহার আকার নাই, উহা কেবল চিত্ত মাত্র আশ্রয় করিয়া চিত্তের সন্তোষ সাধন আনন্দ সন্দোহ প্রদান করে; মানবেরা সুখ সেব্য দ্রব্য ভোগে যে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, তাহাই কামের ফল; উহা উপভোগে বঞ্চিত হইলে মানব-জন্ম নিষ্ফল। বিশেষতঃ অর্থ কাম ত্রিবর্গের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, ধর্ম্মার্থ কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি সমান যত্ন করিতে হয়; শাস্ত্রে উহার পৃথক্ পৃথক্ সময়ও নিরূপিত আছে, দিবসের প্রথম ভাগে ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় ভাগে অর্থানুসন্ধান, তৃতীয় ভাগে কামানুশীলন করিতে হয়; এই রূপ সময় নিরূপিত হওয়ায়, কেহ কাহারও অন্তরায় হয় না, বরং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে থাকে। যিনি যথা সময়ে ত্রিবর্গ সাধন করিতে পারেন, তিনিই ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত; আপনি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া অকারণে অর্থ কাম পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহার প্রকৃত ভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অর্থ বিহীন ব্যক্তি ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না; বিপুল বিত্ত থাকিলে ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইতে পারে, সেই অর্থ ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম সাধ্য; ক্ষত্রিয়ের পরাক্রমই ধর্ম্ম; অতএব আপনি

স্বধর্ম্মানুসারে তেজ প্রকাশ দ্বারা অর্থাগমের উপায় দেখুন। আপনি রাজা ও সকলের প্রভু; ধন ব্যতীত রাজার প্রভুত্ব রক্ষা হয় না; তেজ প্রকাশ বিনা ধন রক্ষিত হয় না। তেজ প্রকাশে হিংসা ঘটে বলিয়া ভীত হইবেন না; যখন হিংসা-প্রধান ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন স্বধর্ম্ম পালন জন্য আনুষঙ্গিক হিংসা অবলম্বন করা কোন ক্রমেই অবৈধ নহে। প্রজা পালন ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম; অস্ত্র গ্রহণ না করিলে তাহাও সুচারু রূপে প্রতিপালিত হয় না। আর যখন ক্ষত্রিয় মাত্রই স্বার্থ পর, তখন নিশ্চয় জানিবেন, কুটিল ভাব অবলম্বন ব্যতীত স্বকার্য্য উদ্ধার হইবে না; যদি সকলেই আপনার মত ধর্ম্ম-পরায়ণ হইত, তবে আপনার ধর্ম্মাবলম্বন অসঙ্গত বলিতাম না; কিন্তু ক্ষত্রিয় সমাজ স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈর-বিহারী; তাহারা মুখে ধর্ম্মের ভাণ করে, অন্তরে অন্তরে অনেক পাপাচরণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে। ক্ষত্রিয়ের গতি প্রবৃত্তি বোধ করা সহজ ব্যাপার নহে, ধার্ম্মিকেরা দুরূহ ক্ষত্রিয়াচার বুঝিতে তৎপর হন না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি পরের ব্যবহার মন্দ বলিয়া জানিতে না পারিলে, তাহারে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিয়া রাখেন, তাহাদ্বারা বাস্তবিক অকার্য্য ঘটিলেও বিশ্বাস করেন না; এবং তাহার অসদাচার ভ্রমবশতঃ ঘটিয়াছে, মনে করিয়া মার্জনা করেন; ভ্রমপ্রমাদ সকলেরই হইয়া থাকে বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকেন, আর যাহার বুদ্ধি যে কার্য্যে নিয়োজিত থাকে, সে সেই কর্ম্মের দোষাদোষ সবিশেষ জানিতে পারে, আপনার মতি গতি কেবল ধর্ম্মের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দর্শনে তৎপর, সুতরাং কুটিলমতি সুযোধনের গতি প্রবৃত্তি ও কুটিল ভাব আপনার বুদ্ধিগম্য হইবার নহে।

নীতি শাস্ত্র বিলোড়ন করিয়া দেখিলে রাজনীতি রাজার

ইচ্ছানুসারিণী; ন্যায়ান্যায় সকল পথই উহাতে বিশুদ্ধ ও ধর্ম্মসাধক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; অন্যায় পথে চলিয়া কৃত-কার্য্য হইলে, নীতি প্রয়োগ উত্তম করিয়াছে বলিয়া প্রশংসার ভাজন হয়। আর ন্যায় পথে চলিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলে, প্রাণি সংহারক মহাবীর বলিয়া যশস্বী হইয়া থাকে। যাহাতে পরাক্রম প্রধান হিংসা-প্রায় যুদ্ধ ন্যায় পথ; আর বিষ প্রয়োগ সুহৃদ্ভেদ প্রভৃতি অন্যায়াচার অন্যায় পথ; এই উভয় পথই চরমে পাপে সংলগ্ন হইয়াছে, তথাপি উহা দূষ্য বলিয়া হেয় নহে, বরং ক্ষাত্রধর্ম্ম বলিয়া ক্ষত্রিয় সমাজে আদরণীয় হইয়া আসিয়াছে। বলবানেরা বাহুবলে সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া কৃতকার্য্য হয়; আর দুর্ব্বল বুদ্ধিবল চতুর কার্য্যার্থী লোক উৎকোচ প্রদান দ্বারা সুহৃদ্ভেদ কিংবা গুপ্ত ভাবে বিষ প্রয়োগ দ্বারা প্রাণ সংহার করিয়া শত্রুরাজ্য আত্মসাৎ করে প্রথমোক্ত তেজস্বী লোক যশস্বী বলিয়া সমাজে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; আর দ্বিতীয় পথাবলম্বী লোক যদিচ প্রথমোক্তের মত কীর্ত্তি লাভ না করিতে পারেন, কিন্তু অধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হন না, এবং ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া রাজত্ব করেন। দেখ অসুর গণ জ্যেষ্ঠ; সুরগণ কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন অসুরগণ স্বর্গীয় রাজ্যে প্রকৃত অধিকারী; কিন্তু দেবতারা বলদ্বারা কখন বা কৌশল ক্রমে দানবদিগকে পরাভূত করিয়া স্বর্গীয় রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য সকলের পুজ্য হইয়াছেন; স্বর্গীয় রাজ্য অসুরদিগের অধিকারে থাকিলে, দেবতারা যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে এবং লোক সমাজে পুজনীয় হইতে পারিতেন না; কেবল স্বর্গীয় রাজ্য তাঁহা-দের হস্তগত থাকায়, এত অসীম সম্মান। আপনি প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন রাজা হইয়া ছিলেন, এবং রাজ কার্য্যও উত্তম রূপ নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, তজ্জন্য প্রজালোকে আপনাকে

প্রজারঞ্জন রাজা বলিয়া অশেষ প্রশংসা করিত; তৎ কারণে আপনার রাজপদ এরূপ রূঢ় মূল হইয়াছিল, যে উহা কখনই উৎখাত হইবার নহে। তথাপি রাজ্য লুব্ধ সুযোধন জতুগৃহ দাহ প্রভৃতি নিদারুণ ব্যাপার দ্বারা আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমুদয় রাজ্য আত্মসাৎ করে; পরে ধৃতরাষ্ট্র লোকনিন্দা ভয়ে আপনাকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ অর্পণ করিয়া, পরস্পর সন্ধি বন্ধন দ্বারা সুযোধনের সম্মান রক্ষা করেন। সুযোধন আবার অক্ষ সুযোগ ক্রমে সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছে। তাহার কার্য্য দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, সে দুর্ণীত সুর দৃষ্টান্তানুসারে জ্যেষ্ঠের রাজ্য অধিকার করিয়াছে। সে এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের বাধ্য নহে, সুররীতি ক্রমে রাজ্য লাভ করিয়াছে বলিয়া, জনাপবাদ ভয় করে না; সুতরাং সে যে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে, তাহার আশা করিবেন না। যদি তাহার প্রতিদিৎসা থাকিত; তবে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস পণ করিত না, এবং অজ্ঞাত বাস সময়ে ভরতচরের অগোচর থাকিতে হইবে, আর যদি ভরত চরেরা দেখিতে পায়, তবে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে, একথার উল্লেখ করিত না। আপনি দুরাত্মার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া, হয় কৌশলে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখুন, নয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করুন। কৌশল অপেক্ষা পরাক্রম আপনার বিশেষ ফলোপধায়ক হইবে, অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর দ্বিতীয় নাই গদাযুদ্ধ বিশারদ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; এবং পুরুষোত্তম বাসুদেবের তুল্য সহায়ও আর অন্যের নাই। আপনি এই সকল বল সম্পন্ন হইয়াছেন, মনে করিলে অখণ্ড ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইতে পারেন।

যে স্থলে অল্পধন প্রয়োগ করিলে সমধিক লাভের সম্ভাবনা,

তথায় দান উপায় প্রয়োগ মন্ত্রণা সিদ্ধ। কিন্তু যখন সুযোধন আমাদিগের পূর্ব্ব সঞ্চিত অপরিমিত বিত্ত গ্রহণ করিয়া ধনবান হইয়াছে, তখন দান প্রয়োগ নিষ্ফল হইতেছে। অতএব আপনার বল-প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে, তাহাতে কীর্ত্তি ও শক্তি উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর আপনি অধর্ম্ম ভয়ই বা কেন করেন? রাজ্যের লাভ ও পালন করিতে হইলে রাজাকে দূরদৃষ্ট ভাগী হইতে হয় বটে, কিন্তু রাজা শাস্ত্রের বিধানানুসারে ভূরিদক্ষণক যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া, কৃত প্রায়শ্চিত্ত বিপ্রের ন্যায়, পরিধি নির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায়, মেঘ-নিঃসৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়; অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠেন। যদি আপনি এই সাধীয়সী ক্ষত্রিয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ সুলভ কাতরবৃত্তি অবলম্বন করেন, তবে নিশ্চয় জানিলাম, খরাংশু শীতাংশু হইল; শোভাকর শশধর হইতে শোভা অপনীত হইল; আর আমরাও আপনার কর্ম্মদোষে ক্লেশ পাইতেছি, আরও পাইব। আর আমাদিগের ক্লেশের অবসান হইবেনা।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের কথা শুনিয়া বিমর্ষ ভাবে কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি বাক্য দ্বারা আমার সন্তাপ বর্দ্ধিত করিতেছ; তথাপি আমি তোমার কথায় কোন দোষারোপ করিতে পারিতেছিনা; আমার কর্ম্ম দোষে তোমরা কষ্ট পাইতেছ সত্য। কিন্তু আমি যখন দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলাম, তখন মনে মনে আশা করিয়াছিলাম যে, অক্ষদ্বারা দুর্য্যোধনের সম্পত্তি হরণ করিয়া লইব। দুর্য্যোধনের হিতচিকীর্ষু শকুনি আমার অভিসন্ধি বুঝিয়া কপটক্রীড়া আরম্ভ করিল; আমি তাহার শঠতা বুঝিতে পারিলাম না, সুতরাং পরাজিত হইলাম। পুনর্ব্বার দেখি যখন তাহার অযুগ সারিকা

যুগবদ্ধ হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা তাহার কুটক্রীড়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তাহা ধরিতে পারিলাম না; তৎকালে অল্পক্ষতি সহ্য করিয়া ক্রীড়ায় নিবৃত্ত হওয়াই উত্তম কল্প ছিল; বারংবার পরাজয় নিবন্ধন কোপদহন প্রদীপ্ত হইয়া আমাকে দগ্ধ ও অধীর করিল; কুপিত হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটে, ইহা জানিয়াও শকুনির বাক্য শল্যে একান্ত ব্যথিত হইলাম। বলিতে কি তৎকালে ক্রোধে এরূপ অভিভুত হইয়া-ছিলাম যে, আমার কিছুমাত্র ধৈর্য্য ছিল না, বিবেকশক্তি অন্তর্লীন হইয়াছিল, সুতরাং আমি উন্মত্তের মত হইয়া পণবৃদ্ধি করিয়া পরাজিত হইতে লাগিলাম; আর যে সকল পণ বাস্ত-বিক করিবার উপযুক্ত নয়, তাহাও সাব্যস্ত করিলাম, কুপাষ্টি পাতের সময় সাবধান হইতে হয়, এ নিয়মও বিস্মৃত হইয়া ছিলাম; যখন দাসত্ব পণে আবদ্ধ হইলাম, তখনও আমার চৈতন্যোদয় হইল না; অবশেষে দ্রৌপদীকে পণবদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলাম, তখন ক্ষণিক প্রবোধ হওয়াতে অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া জড়প্রায় হইলাম। তখন দ্রৌপদী আমাদিগকে পরিত্রাণ পাওয়াইলেন; এই সকল বিবেচনা করিলে তোমার বাক্যে দোষারোপ করিতে পারি না। কিন্তু ভবিতব্যতা অবশ্যম্ভাবিনী ও আমাদিগের ঈদৃশী ক্লেশ দায়িনী হইবে এই জন্যই পুনর্ব্বার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলাম; কুকর্ম্মের বিরসফলাস্বাদন বিস্মরণ না হইতে হইতে যখন আবার তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম তখন এরূপ ক্লেশ পরম্পরা ভোগ অদৃষ্টের লিখন ভিন্ন আর কি বলিতে পারি, দুর্য্যোধন যখন সভা-মণ্ডপে সর্ব্বজন সমক্ষে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস পণ করিয়া বলিল, যদি পরাজিত ব্যক্তি অজ্ঞাত বাস সময়ে ভরত চরের জ্ঞানগোচর হয় তবে তাহাকে পুনর্ব্বার

দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে, এই পণে তুমি কি অর্জ্জুন কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিলে না; তখন আমিও ঐ পণ তোমাদিগের সম্মত বলিয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলাম। সাধুজন সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এক্ষণে কি বলিয়া নিয়ম লঙ্ঘন করি? তুমিও সভাজন সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, অসময়ে তাহার অনুষ্ঠানে কিরূপে প্রবৃত্ত হইবে? আর দ্যূত সভায় যৎকালে আমার উপর কুপিত হইয়া বীরত্ব প্রকাশের উদ্যম করিয়াছিলে, তৎকালে ধর্ম্ম নিয়ম উল্লঙ্ঘন অবৈধ বিবেচনায় ক্ষান্ত হইয়া ছিলে, কেবল অর্জ্জুনের অনুরোধে নিবৃত্ত হও নাই। কিন্তু সেই তোমার বীরত্ব প্রকাশের উত্তম সময় ছিল, তখন বৈর-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে অনেকে ইহাই মনে করিত, যে মর্ম্ম পীড়াকর ক্লেশ দায়ক ব্যাপার সহ্য করিতে না পারিয়াই বৈর-নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি প্রতারিত হইয়া দলবদ্ধ বল সম্পন্ন প্রতারক শত্রুর শিরশ্ছেদন করিতে পারে, তাহার বীরত্ব পৌরুষ গুণে ভুষিত হইয়া থাকে, সেই বীর্য্যশালী পুরুষ রাজলক্ষ্মীর প্রিয় পাত্র এবং বীর গণনায় অগ্রগণ্য হন, আরো শত্রুগণ তাহার পদানত হইয়া উঠে। তুমি সেই পরাক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় অতিক্রম করিয়া এক্ষণে বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ঈদৃশ বাক্য বলিতেছ, ইহাতে কিছুমাত্র ফল নাই, কেবল আমাকে বাক্য যন্ত্রণা দেওয়া হইতেছে। যাহা হউক, তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি ধর্ম্ম পথ হইতে কোন ক্রমেই স্খলিত পদ হইব না, আমার দৃঢ়জ্ঞান আছে যে জীবন অপেক্ষা ধর্ম্ম প্রিয়তর, ধর্ম্মের নিকট রাজ্যধন অতি তুচ্ছ বস্তু; ইহারা সত্যের শততমীকলারও মূল্য হইতে পারে না। অতএব ভীম ক্ষান্ত হও, সময় প্রতীক্ষার জন্য সহিষ্ণুতা শক্তি দৃঢ়ীভুত কর। যেমন কৃষীবলেরা বসন্তে বীজ বপন

করিয়া হেমন্তে প্রচুর ফললাভ করে, তদ্রূপ তুমিও এক্ষণে ধর্ম্ম বীজ-রোপণ করিয়া উপযুক্ত সময়ে শুভফল অবশ্যই ভোগ করিবে।

ভীম কহিলেন মহারাজ! কাল অনন্ত ও অপ্রমেয়, শরবৎ শীঘ্রগামী সদাগতির ন্যায় সতত গতি, এবং জল প্রবাহের ন্যায় সন্তত প্রবাহী; ঈদৃশ অস্থির স্বভাব কালের উপর কোন নিয়ম নিবন্ধ করা সম্ভব পর নহে। মনুষ্যের জীবিত কাল নির্ণেয় হইবার নয়; সুতরাং জীবিত নরের কালের উপর সন্ধি-বন্ধন করা সঙ্গত হইতে পারে না; ত্রয়োদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া দ্যূতপণ প্রতিপালিত হইবে তাহারই বা নিশ্চয়ত্ব কি? হয় ত এই কালের মধ্যে মানব লীলা সম্বরণ করিতে হইবে। জল-বিম্ববৎ ক্ষণ বিনশ্বর জীবন ধারণ করিয়া অসীম কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নয়; যাহার পরমায়ু অসংখ্য, কিম্বা জীবিত কাল স্থির হইতে পারে, সে ব্যক্তি কালের উপর কথঞ্চিৎ নিয়ম বন্ধন করিয়া চলিলেও চলিতে পারে। আপনি যখন আপনার আয়ুষ্কাল বিদিত নহেন এবং আমরাও যে কত দিন জীবিত থাকিব, তাহাও অবধারণ করিতে পারি না, তখন কিরূপে কালের উপর নিয়ম বন্ধন করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে চাহেন। মৃদু প্রকৃতি প্রকৃতিপতির মত উগ্র-ধর্ম্মা ক্রুরকর্ম্মা ক্ষত্রিয় অনুমোদন করিতে পারেন না। যে শৌর্য্যাদি গুণ-বিশিষ্ট হইয়াও লোকের নিকট অবিদিত থাকে, যে বৈরনির্যা-তনে সক্ষম হইয়াও পিঞ্জরবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় শত্রুর নিকটে অবরুদ্ধ থাকে, সে কেবল নাসাবিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ দেহ ধারণ করিয়া পরের ভার বহিতে বহিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাদৃশ নরের ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম না লওয়াই ভাল।

আপনি অজ্ঞাতবাসে কিরূপে আত্মগোপন করিবেন;

পরিচয় জিজ্ঞাসিলে সত্যব্রত রক্ষা-নিবন্ধন অপহ্নব করিতে পারিবেন না। আপনাকে না জানে, এবং আপনার নাম শুনিলে না চিনিতে পারে, এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। যদিচ আপনি ছত্র চামরাদি রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি রাজশ্রী আপনার মুখমণ্ডল শোভা করিয়া রাখিয়াছে, প্রশস্ত ললাটে চক্রবর্ত্তী লাঞ্ছন ঊর্দ্ধদণ্ড দণ্ডধর দণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে, ঊর্দ্ধরেখা সমগ্র পদতল সেবা করিতেছে, ধ্বজচক্র প্রভৃতি রাজ-লক্ষণ কর-কমলে কোকনদ ভ্রান্তি জন্মাইতেছে, বীর কলেবরে ক্ষত্রধর্ম্ম মূর্ত্তিমান বলিয়া পরিচয় দিতেছে, দয়া দাক্ষিণ্যাদি মহনীয় ভাব সকল উত্তমাঙ্গের উত্তম শোভা সম্পাদন করিতেছে; অসামান্য লাবণ্য, অসাধারণ তেজ, এই সকল লোক-ললামভুত পার্থিব দুর্লভ শরীরসৌষ্ঠব, কেহ না বলিয়া দিলেও, আপনাকে সসাগরা ধরাধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়া দিবে। বিশাল বক্ষঃ, শালভুজ, বৃষস্কন্ধ, কম্বুগ্রীবা প্রভৃতি প্রশস্ত শরীর কখনই ভাগ্য-হীন নরের পরিচায়ক নয়। অগ্নি কখন তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে না, সূর্য্য কখন দীর্ঘকাল গগণমণ্ডলে আবৃত থাকিতে পারে না, আর আমাদিগকেই বা কি উপায়ে সংগোপন করিয়া রাখিবেন; হিমাচল যেমন লতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ ভীমও লোক সমাজে অপ্রকাশিত থাকিবে না, যে কখন আমাকে না দেখিয়াছে, সেও আমার আকার দেখিলে ভীম বলিয়া মনে করিয়া লইবে; যদি ঐরাবত কোন উপায়ে খর্ব্বাকৃতি হয়, তবে আমার আত্মগোপন সম্ভাবিত হয়; রাজ-সুয় যজ্ঞে অনেক রাজাই আমার ভয়ে কর প্রদান করিয়াছিলেন, এক বৎসর জনপদে থাকিয়া তাহাদের নিকট অবিদিত থাকিব, ইহা মনেও বিশ্বাস করিবেন না। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনই বা জন-সমাজে কিরূপে অপরিচিত থাকিবে? তাহার আজানুলম্বিত

মৌর্ব্বীকিণলাঞ্ছিত বিশাল-ভুজ কি-রূপে সঙ্কোচিত হইবে? উহার তেজস্বিতা বা কি প্রকারে অন্তর্হিত হইবে? যেরূপ বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু বায়ু প্রবাহিত হইলেই সে আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় প্রশান্তভাবে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অকার্য্য দেখিলেই তৎক্ষণাৎ সে ওজোগুণ ধারণ করিবে, তখন তাহার উগ্রভাব দেখিলে, কে না তাহাকে অর্জ্জুন বলিয়া চিনিতে পারিবে? বীর-কর্ম্ম দর্শন করিলেই বীরের শরীর স্বতই স্ফীত হইতে থাকে, ইহাতে ক্ষত্রিয়-কুল মধ্যে অর্জ্জুন অপরিচিত থাকিবে, ইহা আমি মনে ত ধারণা করিতে পারি না, আর এই স্বয়ম্বর-বধূ-সম্মোহন-রূপ-ধারিণী দ্রৌপদী কিরূপে ভোগ-সুখ-পরায়ণ জনগণ মধ্যে অবস্থান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনযামিনী যাপন করিবে, ইহা অনুভবেও আইসে না, সে আমাদিগের সঙ্গিনী না হইলে ক্ষণ-কালও থাকিতে পারিবে না, আর আমরাই বা কি সাহসে একা-কিনী অসহায়া পাঞ্চাল-নন্দিনীকে পর গৃহ-বাস করিতে অনু-মোদন করিতে পারিব, সঙ্গেই বা কিরূপে রাখিতে পারিব? পাঁচ জনের এক কামিনী সহচারিণী দেখিলে অভিজ্ঞানবশতঃ লোকে নির্ব্বাসিত পাণ্ডব বলিয়া অনায়াসে চিনিতে পারিবে; তাহাকে আবার কেহ অবমাননা করিলে, সে আর জীবন ধারণ করিতে পারিবে না, আমিও যে পুনর্ব্বার সহ্য করিব, তাহাও হইবে না; কাজে কাজেই আপনার অজ্ঞাত বাস সঙ্কল্পিত কর্ম্ম সঙ্গতার্থ হইবে না; কর্ম্মদোষে আবার দুষ্কর্ম্মের দুঃখময় ফলভোগ করিতে পুনর্ব্বার বনে আসিতে হইবে; এইরূপে জীবিত-কাল ক্ষয় করিতে হইবে, নয় নিয়ম ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধানল প্রজ্বালন-পূর্ব্বক রাজ্যলালসা পূর্ণ করিতে হইবে, আপনার মতে বিলম্বে নিয়ম ভঙ্গ আমার মতে শীঘ্র, কেবল এই মাত্র বিশেষ। মধুর

অভাবে গুড় গ্রহণের ন্যায় সকল বিধিরই সঙ্কোচ হইতে পারে, ত্রয়োদশ বৎসর কালিক নিয়মের অনুকল্প ত্রয়োদশ মাস হইলেই যথেষ্ট হয়; এক্ষণে ত্রয়োদশ মাস অতীত হইয়াছে, আমার ও অর্জ্জুনের সহায়তায় শত্রুহৃত রাজ্যের প্রত্যুদ্ধারের চেষ্টা করুন। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ক্রুদ্ধ ও বলবান্ ব্যক্তিকে প্রথমে প্রিয় উক্তিদ্বারা প্রকৃতিস্থ করিয়া পশ্চাৎ কার্য্যোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য, অন্যথা কোপ-পূর্ণ হৃদয়ে উপদেশ বাক্য অবসর পায় না; এই স্থির করিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ কার্য্যে বীরতা, বচনরচনায় বাক্‌পটুতা, কর্ম্মানুষ্ঠানে ধীরতা, এই সকল গুণ তোমার স্বভাবসিদ্ধ; যেমন নির্ম্মল আদর্শে সকল বস্তুই প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ তোমার বিমল বুদ্ধিতে সকল বিষয়ই প্রবিষ্ট হয়; পরাক্রম-পক্ষ সুক্ষত্রিয়ের অবলম্বনীয়, একথা প্রকৃত বীর-পুরুষের মুখ দিয়াই নিঃসৃত হয়; অন্যে এরূপ কথা প্রস্তাব করিতেও সমর্থ নহে। তোমার যে কথা সেই কাজ। তোমার অসাধ্য কিছুই নয়। তথাপি ক্ষমাবলম্বন শ্রেয়ঃ কি বিগ্রহ বিধেয়, এই কর্ত্তব্যাবধারণ বিষয়ে আমার মন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না; সামান্য বিষয় হউক, আর দুরূহ ব্যাপারই হউক, কোন বিষয়ই সহসা বিধেয় নয়; সহসা বিধানের অনেক দোষ, অবিমৃষ্য কৃত-কার্য্যকে সহসা বিধান বলে; অবিমৃষ্যকারিতা বিপদের কারণ; বিমৃষ্যকারীকে লক্ষ্মী ভজনা করেন, আর অবিমৃষ্যকারীকে অলক্ষ্মী আশ্রয় করে; এজন্যই পরিণামদর্শীরা সহসা কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না; যেমন লোকে যথাকালে বীজ-বপন করিয়া বর্ষাবারিসিক্ত বীজের ফল শরদে উপভোগ করে, তদ্রূপ মন্ত্রিত বীজ বিবেক-বারিসিক্ত করিয়া উপযুক্ত কালে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে হয়। সূর্য্যের

ন্যায় নৃপতিকে বিশেষ বিশেষ সময়ে মৃদুতা তিগ্মতা, ও সমতা অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ গুণ অবলম্বন করিতে হয় তাহা নির্ব্বাচন করা সহজ নহে।

যুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইলে অগ্রে শক্রর বল বিশেষ রূপে বিবেচনা করিতে হয়; দুর্য্যোধন আমাদিগ হইতে পরাভব আশঙ্কা করিয়া সামদান দ্বারা দ্বাদশ রাজমণ্ডলকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিতেছে, প্রজামণ্ডলী মধ্যে দুরোদর সম্ভূত অপযশ ক্ষালন করিবার জন্য বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, সম্মান ও সৎকার দ্বারা অনুজীবিদিগকে বন্ধু করিয়া তুলিয়াছে, রাষ্ট্র মধ্যে অলোভিতা ও অক্রোধিতা প্রকাশের জন্য রাজধর্ম্ম বলিয়া নিয়মিত কর গ্রহণ করিতেছে, অপক্ষপাতিতা প্রদর্শনার্থ শাস্ত্রানুসারে অপকারী মিত্রকে শক্রবৎ দণ্ড-বিধান করিতেছে, পরের আন্তরিক ভাব জানিবার জন্য দানমান সৎকৃত বিশ্বস্ত গূঢ়চর সর্ব্বত্র নিযুক্ত করিয়াছে, অনলস হইয়া স্বয়ং সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছে, সেনা ও সেনাপতিদিগকে দানমান দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিতেছে, এবং সখ্যভাব প্রকাশ করিয়া বীরপুরুষদিগকে বাধ্য করিতেছে। দুর্য্যোধন কৃত এই সকল ব্যবহার বনেচর চরমুখে আমায় শুনাইয়াছে। আর আমরা যে সকল রাজাদিগকে উৎখাত করিয়াছিলাম, দুর্য্যোধন তাহাদিগকে প্রতিরোপিত করিয়াছে; যাহারা উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে জাতসৌহার্দ্দ হইয়া সুযোধনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; সুযোধন তাহাদিগকে অভাব-নিরাকরণ দ্বারা সৎকৃত করিয়াছে। ইহারা সকলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাইলেই প্রাণপণ করিয়া সুযোধনের হিত-সাধনে তৎপর হইবে সন্দেহ নাই; পিতামহ ভীষ্ম যদিচ উভয় পক্ষে সমান স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু চিরকাল

দুর্য্যোধনের অন্নাচ্ছাদন ভোগ করিয়া আসিতেছেন, সেই ঋণ পরিশোধার্থে রণস্থলে সুযোধনেরই সহায়তা করিবেন; তাঁহার তুল্য মহারথ রণপণ্ডিত পৃথিবীতে কে? দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হয় এরূপ বীরপুরুষ ধরাতলে অতি বিরল; তিনি দিব্যাস্ত্রের আবির্ভাব করিলে কে তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ? যে মহাপুরুষ পরশুরাম একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়কুল উন্মূলন করিয়াছিলেন, যাঁহাকে ক্ষত্রিয় কুলের কৃতান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তিনি মহারথ ভীষ্মের দিব্যাস্ত্রধারা সহ্য করিতে না পারিয়া রণ স্থল হইতে পলায়ন স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই মহারথ ভীষ্মের পুরঃসর হইতে কাহার সাধ্য? আচার্য্য মহোদয়ের অস্ত্রজালে সকলেরই রণ কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত হয়; গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে শিষ্যের সাহসই হয় না; তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য নহেন; অগ্নি প্রজ্বলনভাব ত্যাগ করিলেও তেজপ্রভাবে কেহ তাহার নিকট যাইতে পারেনা; আচার্য্য পুত্র অশ্বত্থামা মহাবল পরাক্রান্ত, তিনি পিতার নিকট ব্রহ্মতেজতুল্য সমগ্র অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়া একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন, অদ্বিতীয় ধনুর্ব্বিৎ পিতার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি কৃপাচার্য্যের ভাগিনেয়, ধীর প্রকৃতি, এবং সমরে দুর্জ্জয়। ইহারা সকলেই দুর্য্যোধনকৃত পূজোপহারে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন; যুদ্ধে তাহাদিগকে জয়ী হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। কর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধরাগ্রণী, তাহার সর্ব্বশরীর সূর্য্যদত্ত দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত, সে সর্ব্বদা ধনঞ্জয় বিজয়ে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, তাহার কালপৃষ্ঠ শরাসন নিঃসৃত শর আশীবিষ সদৃশ ভয়ঙ্কর, তাহার রণ নৈপুণ্য অলোকসামান্য, ও অতীব চমৎকার, কুরুপক্ষে দুর্য্যোধন-হিতৈষী তাহার তুল্য রণ-বিশারদ আর

দ্বিতীয় নাই; আমি তাহার বীরত্ব চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া থাকি; কি বলিব, তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রভাব স্মরণ হইলে আমার নিদ্রার উচ্ছেদ হইয়া যায়।

রাজা দুর্য্যোধন পরবলে বলবান নহে, সে স্বয়ং বলিষ্ঠ, এবং সে তোমার মত গদাযুদ্ধে দক্ষ; অপর ধার্ত্তরাষ্ট্রেয়গণ সকলেই পরাক্রমশালী ও যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং পরস্পর সৌভ্রাত্রগুণসম্পন্ন। তুমি সহায়-বিহীন এবং বলহীন হইয়া কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত সৈন্য সামন্ত বীরবৃন্দ বন্দিত ভূপালাগ্রণী দুর্জ্জেয় দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধোদ্যত হইয়াছ, কৃত-কার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না; গজযূথপতি গজেন্দ্রের দংষ্ট্রাভঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধনের ঊরু ভগ্ন করা সহজ ব্যাপার নহে; অতএব ভীম, অসমসাহসিক অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হও, রোগীর ন্যায় সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাক; রোগ যেমন যথেচ্ছাচারী কুপথ্যসেবীকে আক্রমণ করিয়া বলক্ষয় পূর্ব্বক প্রাণ গ্রহণ করে, তদ্রূপ তুমিও কালক্রমে বিক্রম প্রকাশের অবসর পাইয়া স্বৈর বিহারী দুরাচারী দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিও। ভীম যুধিষ্ঠিরের যুক্তিযুক্ত হিতগর্ভ সারবৎবাক্য শ্রবণ করিয়া অধোবদন হইলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না, কেবল দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা মনের আবেগ দূরীকৃত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে চতুর্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা পুরাণ-রচয়িতা ভরত-বংশ বর্দ্ধয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন ও ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে প্রত্যুদ্-গমন করিয়া সাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন; ভগবান্ বাদরায়ণ যুধিষ্ঠিরের সৎকারে ও শিষ্টাচারে প্রীত হইয়া ক্ষণকাল

বিশ্রাম পূর্ব্বক অধ্বশ্রম অপনয়ন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে বিজনে লইয়া কহিলেন আমি তপঃপ্রভাবে তোমার হৃদ্গত ভাব অবগত হইয়াছি; তুমি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি বীর পুরুষ হইতে পরাভব আশঙ্কা করিয়া বিমনায়মান হইয়া আছ; আমি ঐ শঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত তোমাকে প্রতিস্মৃতি নাম্নী বিদ্যা অর্পণ করিতেছি, এই বিদ্যাপ্রসাদে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। তুমি আমার উপদেশ ক্রমে ধনঞ্জয়কে ঐ বিদ্যায় দীক্ষিত করিয়া তপশ্চরণে নিয়োগ করিবে; অর্জ্জুন তপঃপ্রভাবে স্বারাধিত বিদ্যার প্রসাদে দিক্পাল হইতে দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিতে পারিবেন, এবং পরাক্রমে পশুপতি হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া ত্রিলোক বিজয়ী হইবেন। আর তোমাদিগের এই স্থানে অধিক দিন অবস্থান করা কর্ত্তব্য হইতেছে না; একস্থানে অধিক দিন থাকিলে মনের প্রীতি জন্মে না; বরং বৈরক্তি ভাব উপস্থিত হয় স্থানেরও রমণীয়তা বোধ হয় না, এবং মৃগয়ার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। অতএব এইস্থান অচিরাৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম্যক বনের অপর কোন প্রদেশ মনোনীত করিয়া অবস্থান কর; অর্জ্জুন দ্বারা তোমার আশঙ্কিত শঙ্কা নিবারিত হইবে। এই বলিয়া দিব্যমন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি অন্তর্দ্ধান করিলেন। যুধিষ্ঠির মুনি-দত্ত মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সেই মন্ত্রের উপাংশু জপ করিয়া কতিপয় দিন অতিবাহিত করিলেন পরে ব্যাসের উপদেশ ক্রমে সরস্বতী-তীরে কাম্যক বনের কোন এক স্থানে বাসস্থান নিরূপণ পূর্ব্বক কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে স্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তুমি ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথদিগের বলবিক্রম বিশেষ অবগত আছ। তাঁহারা সকলেই সমগ্র ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা

করিয়াছেন। ব্রাহ্ম্য দৈব মানুষিক অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন; ইহাঁদিগের রণ নৈপুণ্য ভুবন বিখ্যাত, বলবীর্য্যও ভয়াবহ। ইহাঁরা দুর্য্যোধনের সেবায় সন্তুষ্ট, ও তদীয় ভক্তিতে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, কার্য্য উপস্থিত হইলে শৌর্য্য প্রকাশে নিবৃত্ত হইবেন না। দৈবানুকুল্য ব্যতীত এই সকল পরাক্রমশালীদিগকে পরাভব করা সহজ ব্যাপার নহে। ভ্রাতঃ তুমি আমার পরম স্নেহের পাত্র; বলবীর্য্য ও রণ-চাতুর্য্য তোমার প্রশংসনীয়; বিবেক শক্তিও যথেষ্ট আছে; আমাদিগের কৃতার্থতার আশা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে; এ জন্য অন্যের দুঃসাধ্য ও তোমার সাধ্যায়ত্ত কোন গুরুতর কার্য্যভার তোমার উপর অর্পণ করিতেছি, তুমি ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিবে। সম্প্রতি মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে যে রহস্য বিদ্যা গ্রহণ করাইয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যা প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষে ভাস্বর হইতে থাকে, এবং দুঃসাধ্য বিষয় সকল সুসাধ্য হইয়া আইসে। আমি তোমাকে সেই বিদ্যায় উপদেশ দিব; তুমি সংযমী হইয়া তপস্যা দ্বারা বিদ্যার সম্যক্ আরাধনা করিবে, দেবতাদিগের প্রসাদ লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হইবে। আমি অদ্যই তোমাকে সেই বিদ্যায় দীক্ষিত করাইব। তাহার পর তুমি মুনিব্রত ধারণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমাগত উত্তর দিকে প্রস্থান করিবে; কাহাকেও পথ প্রদান করিবে না, এই বিদ্যার এই নিয়ম বিশেষ-রূপে পালন করিবে। দেবগণ বৃত্রাসুর যুদ্ধকালে স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন; মহেন্দ্র ঐ সকল দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে মহাসুরকে বিনষ্ট করেন। তুমি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতেই সমগ্র দিব্যাস্ত্র লাভ করিতে পারিবে; অতএব অদ্যই দীক্ষিত হইয়া পুরন্দর দর্শনার্থ যাত্রা কর।

অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের উপদেশ ক্রমে তদীয় সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়া আরাধ্য বিদ্যার নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন ব্যাস-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে দীক্ষিত হইয়া হুত-হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন; বিপ্রগণ "অভীষ্টসিদ্ধিরস্তু" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে গমনোন্মুখ দেখিয়া করুণার্দ্র-চিত্তে কহিলেন, মহাভাগ! দ্যূত সভায় যে কষ্ট পাইয়াছি, অদ্য তোমার বিয়োগদুঃখ, তদপেক্ষা অধিকতর বোধ হইতেছে; তুমি দীর্ঘ প্রবাস করিলে, আমাদিগের বড়ই কষ্ট হইবে। আমাদিগের সুখদুঃখ তোমার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে; তুমি যে কার্য্যের সাধনে যাত্রা করিতেছ, উহা মহাপুরুষেরই কার্য্য; আমি অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি নির্বিঘ্নে সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রত্যাগত হইবে। কুলদেবতারা তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন বলিয়া পার্থকে সংভাষণ করিলেন, কেবল অমঙ্গল ভয়ে অতিকষ্টে অশ্রুজল স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন।

অর্জ্জুন বদ্ধপরিকর ও পরিগৃহীতাস্ত্র হইয়া হিমাচল লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিলেন। তপস্বিগণসেবিত নানাস্থান অতিক্রম করিয়া পরিশেষে হিমাচলের শিখরদেশে উপস্থিত হইলেন। কোনস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিয়া হিমালয়ের গন্ধমাদন নামক শৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিলেন, এবং অহোরাত্র অবিশ্রান্ত পর্য্যটন পূর্ব্বক ইন্দ্রকীল পর্ব্বতের শিখরদেশে উপনীত হইলেন; সেই সময়ে গমনোন্মুখ অর্জ্জুন "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য শ্রবণ গোচর করিলেন; এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শব্দহেতু অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, সম্মুখস্থ তরুতলে বিপ্রবেশ ধারী দীর্ঘজটাজূটসম্পন্ন পিঙ্গলবর্ণ তপঃকৃশ তপস্বী দণ্ডায়মান আছেন। তিনি অর্জ্জুনকে নিবদ্ধ দেখিয়া

জিজ্ঞাসিলেন তাত! এ শম প্রধান প্রদেশ, এস্থলে বিনীত বেশে প্রবেশ করিতে হয়; তুমি তাপসোচিত রুরুচর্ম্ম ধারণ করিয়াছ, অথচ শরাসন ও শর গ্রহণ করিয়াছ; এ বিসদৃশ বেশ পরিত্যাগ কর; এখানে কেহ প্রতিযোদ্ধা নাই; তোমার অস্ত্র গ্রহণের প্রয়োজনই দেখা যাইতেছে না; অতএব ভয়াবহ বেশ পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিবেশে ধর্ম্মাচরণ কর তাহা হইলে উত্তমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। অর্জ্জুন কোন উত্তর না করিয়া গমনোদ্যত হইলেন, তপস্বী তাঁহার গমন প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুনও গুরূপদেশ স্মরণ করিয়া, তপস্বীদিগের গমনের অন্তরায় হওয়া অকর্ত্তব্য হইলেও এবং তাঁহাদিগকে অতিক্রম করা অবৈধ হইলেও বলক্রমে তাপসকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তখন বিপ্রবেশ-ধারী মহেন্দ্র অর্জ্জুনকে স্বাবলম্বিত ব্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য জানিয়া কহিলেন বৎস! আমি তোমার দুরূহ অধ্যবসায় সন্দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর; এ আমার মায়াময় শরীর, ইহা অপগত হইল; আমি সুররাজ ইন্দ্র, আমার স্বরূপ বিলোকন কর। অর্জ্জুন তাঁহার সহস্র চক্ষুর উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ও স্বর্গীয় রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহাকে প্রকৃত সুরপতি বলিয়া জানিতে পারিলেন; এবং প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমি আপনার নিকট পূর্ণ চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি, আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন। দেবরাজ কহিলেন বৎস! তুমি যৎকালে তপস্তুষ্ট ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, সেই সময়ে আমি সমগ্রদিব্যাস্ত্র তোমাকে প্রদান করিব। এক্ষণে তুমি পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধানায় যত্নবান্ হও; অচিরে তোমার

অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এই কথা বলিয়া সুরপতি তিরোধান করিলেন। ধনঞ্জয়ও ঈশ্বরারাধনে নিবিষ্টমনা হইয়া ক্রমে ক্রমে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এদিগে পাণ্ডবেরা অর্জ্জুন বিয়োগে মনের অসুখে সময় ক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শোকাকুল হইয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন এবং তাঁহার বিয়োগ-দুঃখে অভিভুত হইয়া কেহবা অর্জ্জুনের অলোক সামান্যগুণ, কেহবা অতুল বল-বিক্রম, কেহবা অলৌকিক রণ-চাতুর্য্য, কেহবা অসাধারণ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, এবং কেহবা তাঁহার কার্য্যের ও সাহসের বিষয় উল্লেখ করিয়া অশ্রুপাত করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ধীর প্রকৃতি ও নিতান্ত গম্ভীর স্বভাব, তথাপি তিনি অর্জ্জুনের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া, এবং ভ্রাতৃগণের অর্জ্জুন সংক্রান্ত পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া অধীর হইতেন; যে কোন লোক যত কেন ধীর প্রকৃতিক হউন না, শোক সন্তাপে দ্রবীভুত হন না, ইহা স্বভাব বিরুদ্ধ; রাজা যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সমুদয় সদ্‌গুণের আধার হইলেও অর্জ্জুনবিয়োগে বিধুর হইয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে; তাপ অন্তরে নিবিষ্ট থাকিলে কেইবা স্থির থাকিতে পারে? চেতনা সম্পন্ন জীবেরত কথাই নাই, অচেতন কঠিন লৌহও অনলোত্তাপে দ্রবীভুত হইয়া যায়, পাষাণও অন্তঃ-সন্তাপে ধাতুনিস্রব রূপে গলিত হইয়া যায়; স্বভাব শীতল জল-রাশির জলও বাড়বযোগে বাষ্পরূপে পরিণত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের গুণানুবাদ শুনিতে ভাল বাসিতেন; অর্জ্জুন যেদিকে গমন করিয়াছিলেন, সেই দিক বিলোকন করিতে উৎ-সুক হইতেন, ও সেই দিক হইতে সমাগত ঋষিদিগের মুখে অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া শোকে অভিভুত হইয়া পড়িতেন, ও অজস্র অশ্রুপাত করিতেন; মধ্যে মধ্যে,

আমি নিতান্ত স্বার্থপর, কেবল আমার অভিলষিত সম্পাদনার্থ তোমাকে বায়ু ভক্ষণ রূপ উগ্রতর তপস্যায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছি, আমার অভিলাষে ধিক, আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে এত ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে, আমার হতজীবনে ধিক, জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ক্লেশ নিবারণ করিতে পারিলাম না, আমার বয়োজ্যেষ্ঠতায় ধিক! এই প্রকারে বিলাপ করিতেন। স্নেহের এই রূপই ধর্ম্ম; যাহার কঠোর কার্য্য শুনিলে দুঃখ বোধ হয়, আবার তাহাই শুনিতে ইচ্ছা জন্মে, এবং তদ্দারা বিরহ বিনোদন হইয়া থাকে; রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের তপঃ ক্লেশ জনিত যন্ত্রণা-পরম্পরা শুনিয়া নিরতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেন, আবার সেইদিক হইতে আগত ঋষিদিগের শরণাপন্ন হইয়া আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের তপস্যা বিষয়িনী ক্লেশ দায়িনী কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন।

কিয়দ্দিন পরে দেবর্ষি নারদ ধনঞ্জয়বিয়োগবিধুর যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে উপনীত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মহর্ষির যথাবিধি পূজা বিধি সম্পন্ন করিয়া অতি বিনীত ভাবে মুনিবরের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তপোনিধি ক্ষণকাল বিশ্রামের পর কহিলেন, ধর্ম্মরাজ আমি প্রতিদিনই অর্জ্জুনকে দেবসভায় দেখিতে পাই, তিনি কুশলে আছেন, এবং দিব্যাস্ত্র অভ্যাস করিতেছেন, এই বলিয়া তাঁহার অর্জ্জুনচিন্তাকুল অস্থির চিত্ত সুস্থির করিলেন এবং আশ্বাস বাক্যে তাঁহার মনোব্যথার কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন মহেন্দ্রের অসাধ্য কোন সুরকার্য্য সাধনের জন্য কিছুকাল সুরপুরে অবস্থিতি করিবেন; তিনি যাবৎ কৃতকৃত্য হইয়া প্রত্যাগত না হইবেন, তাবৎ আপনি তীর্থপর্য্যটনে আত্মবিনোদন করুন, আপনাকে তীর্থ গমন পরামর্শ প্রদান জন্য আমি আসিয়াছি।

তীর্থস্থলে সচ্চরিত্র পুণ্যশীল মহাত্মা ব্যক্তিরা বাস করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে সৎকর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে ও ভক্তিবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া উঠে; ঐ সকল মহাত্মাদিগের সহবাসে ও সদালাপে অন্তঃসন্তাপের হ্রাস হয়। পবিত্রতীর্থ স্থল দর্শন করিলে অন্তঃকরণে শান্তিরসের উদ্দীপ্তি হয়; এবং চিত্তশুদ্ধি ও মনস্তুষ্টি জন্মে; অহংমতি দূরীভূত ও ঐশিক তত্ত্ব নির্ণয়ে বুদ্ধির গতি হয়; এই সকল সৎ প্রবৃত্তির উদ্দীপ্তি হয় বলিয়া মহাপুরুষেরা তীর্থদর্শনে আত্মবিনোদন করিয়া থাকেন। তীর্থ অতি পবিত্র পুণ্যভূমি, কিন্তু অনেক তীর্থ হিংস্র জন্তুতে আকীর্ণ ও অতি ভয়াবহ সঙ্কট স্থান; তাহার পথ অতি দুর্গম; গিরিজ্ঞ অধ্বনীন পথ প্রদর্শক সার্থ ব্যতীত উহাতে গমন করা যায় না; অতএব যৎকালে মহামুনি লোমশ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিবেন, তাঁহাকেই সার্থ করিয়া তৎসমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটন করিবেন; দেবর্ষি লোমশ বারংবার তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তদ্‌ বিষয়ে বহুদর্শী হইয়াছেন। অগ্নি যে রূপ সমুদয় কাষ্ঠ দাহন করিয়া ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ তীর্থপর্য্যটন, পর্য্যটকের অশেষ পাপ নষ্ট করে। এজন্য দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই সংযমী হইয়া তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। অতএব আপনি বিধি পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইবেন। সুরর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া তীর্থযাত্রা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন; অনন্তর পুরোবর্ত্তী পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়কে বহুমান পুরঃসর কহিলেন, মহাশয়! আমি অর্জ্জুনের ক্ষমতা ও অধ্যবসায় জানিয়া দিব্যাস্ত্র লাভার্থ মহেন্দ্রের আরাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সৌভাগ্য ক্রমে তিনি কৃত-

কার্য্য হইয়াছেন, এবং এক্ষণে সুরকার্য্য সম্পাদনে ব্যাপৃত আছেন, এই কথা মহামুনি বিশ্বস্তবাণী নারদ মুখে অবগত হইলাম; ইহাতে আমার রাজ্যোদ্ধারের যথেষ্ট ভরসা হইতেছে; ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র লাভ করিতে না পারিলে অতিরথ ভীষ্মও মহারথ দ্রোণ প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিবার আশাও করিতে পারি না। মহাবীর কর্ণরূপ প্রলয়াগ্নির ক্রোধধূমায়িত অস্ত্রজাল শিখা, দুর্য্যোধনরূপ মহাপবনোদ্দীপিত্ত হইয়া আমাদিগের সৈন্য রূপ তৃণরাশি দাহন করিতে উদ্যত হইলে দিব্যাস্ত্র রূপ বিদ্যুন্মালামণ্ডিত, গাণ্ডীব শক্রধনুর্ভূষিত কৃষ্ণমেঘ চালিত, অর্জ্জুনরূপ কল্পান্তাবর্ত্তক শস্ত্রজালরূপ বারিবর্ষণ না করিলে তাহার শান্তি হইবে না। আমি এই সকল কারণে অর্জ্জুনকে সুরেন্দ্র সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি; অর্জ্জুনও আমার আশানুরূপ কার্য্য করিতেছেন। তথাপি স্নেহের এমনিই ধর্ম্ম, প্রিয়বিয়োগ সহ্য করিতে দেয় না; স্নেহ, বিপদ ও অনিষ্ট আশঙ্কা করে, অথচ ইষ্ট সম্পাদনে নিতান্ত লোলুপ হয়। বিপদে পতিত এবং অনিষ্টাপাতে শঙ্কিত না হইলে, কেহই অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারে না। এই জন্যই আমার চিত্ত অর্জ্জুনবিয়োগে অস্থির এবং তদীয় প্রিয়চিকীর্ষার জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন। আমি কার্য্যানুরোধে তাহাকে দূরস্থ করিয়াছি, এক্ষণে অনুশয় পরম্পরায় অনুতপ্ত হইতেছি। অর্জ্জুন বিরহে কোন পদার্থই প্রীতিপ্রদ হইতেছে না; রমণীয় কাম্যক বনের আর রমণীয়তা বোধ হইতেছে না; আমি যে যে স্থান বিলোকন করি সেই সেই স্থানে অর্জ্জুনের কোন না কোন কার্য্য স্মৃতি পথে উপস্থিত হইয়া আমাকে কাতর করে। এজন্য অন্যত্র গমন আবশ্যক হইয়াছে এবং বৃথা পর্য্যটন না হয়, তন্নিমিত্ত তীর্থভ্রমণ সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন, আমরা

তথায় গমন করিয়া অবস্থিতি করিব; চাতক যেমন জলধর-সময় লক্ষ্য করিয়া জলদাবলির প্রতীক্ষায় গ্রীষ্মকাল যাপন করে, তদ্রূপ আমরাও অর্জ্জুনাগমন অপেক্ষায় বর্ত্তমান সময় ক্ষেপণ করিব।

ধৌম্য কহিলেন, মহারাজ! প্রথমে পূর্ব্বদিকের তীর্থের বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন; পূর্ব্বদিকে নৈমিষক্ষেত্রে পবিত্র দৈব-তীর্থ সংস্থাপিত আছে, তথায় গোমতী নদী প্রবাহিত হইয়া দেবগণের যজ্ঞবেদী ও ঋষিগণের আশ্রম সকল বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, তদন্তর্গত গয় নামক পর্ব্বতে গদাধর চরণ চিহ্নিত গয়শির নামে মহাতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইস্থানে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে, ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন দশ পুরুষের সদ্গতি হয়; ঐ স্থানে মহানদী ফল্গু অন্তঃসলিল রূপে প্রবাহিত আছে, ঐ নদীর আশ্চর্য্য গুণ এই যে, লোকের পারাপারের কষ্ট হয় না; নদীর উপরে ফল কুসুম শোভিত তরুলতা বিরাজিত রহিয়াছে; বালুকা বিলোড়ন করিলেই অভ্যন্তরে সুনির্ম্মল সুস্বাদু সলিল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়; অক্ষয় বট অদ্যাপি ঐ স্থানে সমভাবে তরুণাবস্থায় রহিয়াছে; তাহার মূলে নিবাপান্ন দান করিলে অক্ষয় হয়। ঐ প্রদেশে পুণ্যতরা কৌশিকী নদী ও পুণ্য সলিলা ভাগীরথী স্রোতস্বতী হইয়া আছে; কৌশিকী তীরে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও নদী মাহাত্ম্যক্রমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। ভাগীরথীতীরে ভগীরথ বহুদক্ষিণক বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল যজ্ঞতীর্থ দর্শন করিলে বিগতপাপ হওয়া যায়; ঐ প্রদেশে কান্যকুব্জ নগর আছে, ঐ নগরে বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহার অনতিদূরে সর্ব্বজন বিদিত গঙ্গাযমুনা সঙ্গত পবিত্র পুণ্যভূমি আছে, সেই

ভূমিতে ভূতস্রষ্টা প্রজাপতি যাগ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তই ঐ স্থানের নাম প্রয়াগ হইয়াছে। ঐ স্থান দিয়া সাগরগামিনী সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা কালিন্দীসঙ্গিনীসহ মণিকর্ণিকাতে প্রবিষ্ট হইয়া কাশীতলে ব্রহ্মশীলা নামে দর্শনফলদা মহাতীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ঐ স্থানে মতঙ্গ মুনির বিখ্যাত কেদার নামে আশ্রম বিরাজমান আছে।

দক্ষিণ দিকে গোদাবরী বেণাগঙ্গা এবং পয়োষ্ণী নদী প্রবাহিত হইয়াছে; ঐ সকল তটিনীতীরে বেদীতীর্থ, চন্দ্রাতীর্থ, ও অশোকতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে; পাণ্ড্যদেশে অশোক তীর্থ বারুণতীর্থ এবং কুমারিকা তীর্থ প্রসিদ্ধ আছে; তাম্রপর্ণী তীর্থে রাজ্যকামী হইয়া তপস্যা করিলে পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে; দেব সোম পর্ব্বতে গোকর্ণ নামে এক বিখ্যাত হ্রদ আছে; তাহার জল অতলস্পর্শ ও সুস্বাদু; ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গান্তরের নাম বৈদুর্য্যগিরি; তথায় মহামুনি অগস্তের এক আশ্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুরাষ্ট্র দেশে সমুদ্র তীরে প্রভাস তীর্থ ও পিণ্ডারক তীর্থ অধিক প্রসিদ্ধ; তাহার নিকট ফলপুষ্পশোভিত মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ উজ্জয়ন্ত পর্ব্বত; ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ দ্বারাবতী নগরী দৃশ্যমান হইতে থাকে।

পশ্চিমদিকে অবন্তিদেশে নর্ম্মদা নদী প্রবহমান রহিয়াছে; তাহার জল এরূপ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ, যে দেবর্ষি ও সিদ্ধচারণ গণ অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হন; উহার তীরে বিস্রবণ মুনির আশ্রম; ঐ আশ্রমে যক্ষেশ্বর কুবের জন্মগ্রহণ করেন; ঐ প্রদেশে বিশ্বামিত্র নামে এক নদী তীর্থ রূপে প্রসিদ্ধ আছে; উহার তীর হইতে চ্যবন হ্রদ, মৈনাক ও অসিত গিরি দৃষ্ট হইতে থাকে, ঐ প্রদেশে মহাতপা ঋষিগণের অনেক আশ্রম আছে;

এবং কেতুমালী, প্রসিদ্ধ পুষ্করতীর্থ এবং বৈখানস মুনিগণের আশ্রম পরম্পরা দ্বারা ঐ প্রদেশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

উত্তর দিকে সরস্বতী ও যমুনা নদী প্রবাহিত আছে, ঐ প্রদেশে অগ্নিশির নামে এক তীর্থ আছে, তথায় সার্ব্বভৌম ভরত বহুসঙ্খ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যে শরভঙ্গ মুনি স্বীয় শরীর অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার পুণ্যতর আশ্রম ঐ স্থানে রহিয়াছে; যেস্থানে ভাগীরথী হিমালয় মহাশৈল বেগবলে বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই স্থান অতি পবিত্র গঙ্গাদ্বার নামে মহাতীর্থে বিখ্যাত হইয়াছে। সনাতন ভগবান্ বিষ্ণু যেস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার নাম নরনারায়ণাশ্রম; ভূতলে তাহার সমান তীর্থ আর দ্বিতীয় নাই; তৎপরে বদরিকাশ্রম; পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ বিদ্যমান আছে, তত্তাবৎ তীর্থই ঐস্থানে বিদ্যমান। বদরিকাশ্রম অতি রমণীয় স্থান,—ঐস্থানে আমরা অর্জ্জুনের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। মহারাজ! পৃথিবীতে অসংখ্য তীর্থ, তাহার প্রত্যেকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সাধ্যায়ত্ত নহে; কেবল যে সকল তীর্থ সমধিক প্রসিদ্ধ, সঙ্ক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে আপনি পরিবারের সহিত ঐ সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করুন; আপনার উৎকণ্ঠার শান্তি হইবে; আর পবিত্র ধর্ম্ম ও সঞ্চিত হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সূর্য্যসঙ্কাশ মহর্ষি লোমশ যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত সহসা গাত্রোত্থান করিয়া যথা-বিধি পুজাবিধি সমাধা করিলেন। অনন্তর আসনে সুখাসীন সুরষির সমীপে বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনার শুভাগমনপ্রয়োজনজিজ্ঞাসা আমাকে মুখরিত করিতেছে; এই জন্যই আমি আপনার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইয়াছি। কোন না কোন প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে, কাহারও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না; এবং পরিভ্রমণ প্রয়াসেরও চেষ্টা হয় না; আপনার সুরলোক অতিক্রম পুর্ব্বক ভূলোক গমনের প্রয়োজন অনুভববিরুদ্ধ; ভুলোক-বাসীরা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষা-বশতঃ স্বর্লোক গমনে অভিলাষী হয়; মর্ত্ত্যলোকের তাদৃশী রমণীয়তা বা দর্শনীয়তা শক্তি নাই, যদ্দ্বারা স্বর্গীয় লোকের ইহলোকে আগমনের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে পারে; প্রয়োজন থাকিলেও আপনার পর্য্যটন ক্লেশ স্বীকারের আবশ্য-কতা দেখা যাইতেছে না; স্বীয় মহীয়সী ক্ষমতা প্রভাবে যখন সকল কার্য্য স্বস্থানে থাকিয়া সমাধা করিতে পারেন, তখন পরি-ভ্রমণ প্রয়াস অঙ্গীকারেরই বা প্রয়োজনীয়তা কি? উদ্বুদ্ধ ধরণীদর্শন কৌতূহল যদি আপনাকে ইহলোক গমনে অনুমো-দিত করিয়া থাকে, তাহাও বুদ্ধিগম্য হইয়া উঠে না। যখন জ্ঞাননেত্রে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রৈকালিক বৃত্তান্ত নখদর্পণবৎ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং ইচ্ছা করিলে অপর ত্রি-জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন আজ্ঞাপ্রবণ ভুবনাবলোকন তর্কসিদ্ধ নহে। আমার ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, কেবল আমাকে

পবিত্র করিবার নিমিত্ত ইহাগমন অঙ্গীকার হইয়াছে। ভক্ত-বৎসল দেবতাই তদর্পিত চিত্ত ভক্তের মনোরথপূরণের জন্য সেবকের পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, আমিও যখন ত্বদ্দর্শন-প্রার্থী হইয়া একান্ত মনে আপনাকে স্মরণ করিতেছি, তখন আমার মনোভিলাষ পূর্ণ না করিলে ভক্ত-বৎসল নামের গৌরব রক্ষা হইবে কেন, অতএব কেবল আমাকে পবিত্র করিবার কারণ আপনার ইহাগমন অনুভূত হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় কি?

দেবর্ষি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ আমি যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। আমি একদা যদৃচ্ছাগমনে পুরন্দর-ভবনে উপস্থিত হইয়া এক অপরিচিত যুবাকে দেবেন্দ্রের সহিত একত্র সিংহাসনে নিষণ্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম; আমাকে বিস্মিত দেখিয়া দেবরাজ কহিলেন, সুরর্ষে! ইহাঁর নাম ধনঞ্জয়; ইনি তৃতীয় পাণ্ডব, ভ্রাতৃনিদেশক্রমে তপোবলে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন; ইঁহার অদর্শনে কাম্যকবনে ধর্ম্মনন্দন উৎকণ্ঠিত আছেন, তুমি আমার অনুরোধ-ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন বৃত্তান্ত বিদিত করিয়া তাঁহাকে সুস্থ চিত্ত করিবে। আমি সুরেন্দ্রের নিদেশ-ক্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি ও তোমার ভ্রাতৃবর্গ এবং দ্রৌপদী সকলেই অর্জ্জুন সংবাদ শ্রবণ কর। মহাবীর অর্জ্জুন তপশ্চরণ ও বীরত্ব প্রদর্শনদ্বারা সন্তুষ্ট মহাদেবের নিকট যে সমন্ত্রক অস্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহার নাম পাশুপত। উহা অমৃত হইতে উৎপন্ন এবং সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ও অকুণ্ঠিত; যে ব্যক্তি উহার প্রয়োগ সংহারে সমর্থ, কুত্রাপি তাহার পরাভব হয় না। আর অর্জ্জুন জীবিতেশ্বর, জলেশ্বর, সুরেশ্বর ও অন্যান্য দিক্‌পাল হইতে দণ্ড পাশ বজ্র প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রয়োগে সমধিক নৈপুণ্যলাভ করিয়াছেন; এবং চিত্রসেন গন্ধর্ব্বরাজের নিকট চতুঃষষ্ঠী প্রকার

বাদিত্র ও অন্যান্য গান্ধর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া স্বর্গে সুখে বাস করিতেছেন ; এক্ষণে সুরগণের অসাধ্য কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবেন ; অনন্তর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মহেন্দ্র আপনাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, "আপনি ধর্ম্মপ্রিয়, সতত ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবেন, সুসেবিত ধর্ম্মপ্রসাদে অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। সেনানী তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইলেও, যোদ্ধৃনিকষ-তুল্য অতুল্য-বিক্রম-শালী ধনঞ্জয়ের রণনৈপুণ্যের শতাংশের একাংশও শিক্ষা করিতে পারে নাই। আপনি মনে মনে কর্ণ হইতে যে ভয়ের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। অর্জ্জুনের সহিত যখন আপনার সাক্ষাৎ হইবে, অর্জ্জুনের অলৌকিক কার্য্য যখন অবগত হইবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন যে, ধনঞ্জয় কতদূর্ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন ; অধিক কি বলিব, আমিও অর্জ্জুনের উপর রিপুবিজয়াশা নিশ্চয় করিয়াছি ;—তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে সঙ্কল্পিত তীর্থ দর্শনে প্রবৃত্ত হও। আমার অনুরোধে মহর্ষি লোমশ তীর্থ পর্য্যটনকালে তোমার রক্ষকস্বরূপ হইয়া অহিত নিবারণ ও হিংস্রজন্তু হইতে পরিত্রাণ করিবেন।" মহারাজ! আমি পুরন্দরের নিয়োগে ও অর্জ্জুনের অনুরোধে তোমাদিগের রক্ষক স্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইয়াছি ; আমি পূর্ব্বে বারদ্বয় সমগ্রতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তীর্থদর্শীদিগের মধ্যে বহুদর্শী হইয়াছি ; এক্ষণে আপনাদিগের সহিত পরিচিত তীর্থ সকল পুনর্দ্দর্শন করিয়া পরম সুখী হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন সুরর্ষে! আপনার দর্শনে ধন্য হইলাম ; এতদিনের পর আমার সৌভাগ্য ফলবান হইল ; ভবাদৃশ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ সৌভাগ্যের ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কৃতপুণ্য ধন্যব্যক্তিই সুরপূজ্য দেবর্ষি দর্শনে

অধিকারী হয়; আমি স্বার্জ্জিত পুণ্যের ফল ইহলোকেই ভোগ করিলাম। সুরপতির অতর্কিত অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ পুর্ব্বজন্ম সঞ্চিত পুণ্যের ফল; যে ব্যক্তি মহেন্দ্রকে স্মরণ করে, কিম্বা জানে, ভূমণ্ডলে সেই ধন্য; আমি মহেন্দ্রের স্মৃত ও জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা আমার অধিক গৌরব আর কি হইতে পারে? ভ্রাতা সুরেন্দ্রের সহিত একাসনে উপবিষ্ট, ইহা দেবর্ষি-সমাগমের ও দেবানুকূল্যের ফল ভিন্ন আর কি বলিতে পারি। সর্ব্বথা আমি ধন্য ও আমার জীবন সার্থক। আমি পূর্ব্বেই তীর্থ যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং তদর্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি; এক্ষণে আপনি যখন প্রশস্ত সময় নিরূপণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে অনুজ্ঞা করিবেন, তখনই আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। লোমশ কহিলেন ধর্ম্মরাজ! বহুপরিবারে গমন করিলে বহু বিঘ্নের সম্ভাবনা, অতএব আপনি পরিবার সংখ্যার সঙ্কোচ করুন। রাজা যুধিষ্ঠির মহামুনি লোমশের উপদেশ অনুসারে অনুযায়ীদিগকে কহিলেন, যে সকল ব্যক্তি দূরদেশ পরিভ্রমণে, শীতবাতাদিসঞ্জাত ক্লেশ সহনে ও দুর্গম গিরি লঙ্ঘনে অসমর্থ, যাহারা ভোজন বিলাসী ও সর্ব্বদা সুখাভিলাষী, তাহারা তীর্থ গমনে নিবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ নিবাসে কিম্বা পাঞ্চাল দেশে প্রস্থান করুন; আর ক্লেশ সহিষ্ণু অধ্যবসায়শীলেরা আমাদিগের সহাবস্থান করুন। রাজার কথা শুনিয়া অশক্ত জানপদগণ ও ফলস্পৃহাশূন্য যতিবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সমাদর ও সম্মান দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন; স্বয়ং গৃহীতব্রত ও তীর্থব্রতীগণে পরিবৃত হইয়া ত্রিরাত্র তথায় অবস্থান করিলেন; এবং চতুর্থ দিনে কৃতস্বস্ত্যয়ন বদ্ধপরিকর ও গৃহীতায়ুধ হইয়া পরিবার ও অনুজবর্গের সহিত তীর্থ গমনোচিত বিহিতব্রত ধারণ করিলেন; অনন্তর

অভিনন্দনার্থ সমাগত ঋষিগণের পাদবন্দন ও মহর্ষি লোমশকে পুরঃসর করিয়া প্রশস্ত সময়ে তীর্থ ভ্রমণে প্রথমে পুর্ব্বদিকে প্রস্থান করিলেন।

পথি মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সুরর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেবর্ষে! ভ্রমণকালে কোন কথা প্রসঙ্গ করিয়া পরিভ্রমণ করিলে পর্য্যটন কষ্টের অনেক লাঘব হয়, এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমি জ্ঞানতঃ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিনা; যথাযোগ্য ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকি, ধর্ম্মের ফল সুখ, ও অধর্ম্মের ফল দুঃখ ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকি; তথাপি অন্য অন্য রাজা অপেক্ষা আমি দুঃখ পাইতেছি; আর আমার শত্রুগণ অধর্ম্মাচরণ করিয়া রাজ্য সুখ সম্ভোগে সুখী হইতেছে, ইহার কারণ কি?

লোমশ কহিলেন ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মাদিগকে অধর্ম্মাচরণ দ্বারা আপাততঃ সুখী হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের সে সুখ ক্ষণস্থায়ী। পাপাত্মাদিগের প্রথমে সুখপ্রদ বস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, পরিশেষে এককালে সমুদয় সুখদায়ক পদার্থ বিনষ্ট হইয়া তাহাদিগের অশেষ দুঃখের কারণ হয়; পাপাত্মাদিগের সুখ, প্রায় চরমে দুঃখনিদান হইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ! জন্মমৃত্যু পরিবর্ত্তনশীল এই সংসার, পরীক্ষার আগার; জন্মমৃত্যু-বশগ মানব যাবৎ কর্ম্ম দ্বারা উৎকর্ষ-লাভ করিতে না পারিবেন, তাবৎ জাতমৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ এই সংসারে গতাগতি করিবেন; সুখ-ভ্রমে সংসারের দুঃখময় তরঙ্গে ভ্রমিত হইবেন; এবং সাংসারিক প্রলোভনে বারংবার বিমোহিত ও প্রতারিত হইয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম ব্যতীত সুখ হয় না; অধর্ম্মবিনা দুঃখ হয় না; পাপাত্মারা ধর্ম্মের ফল সুখ বাঞ্ছা করে; এবং কার্য্যদ্বারা অধর্ম্মের সেবা করিয়া পরিশেষে দুঃখ ভোগ করে; এই জন্যই তাহাদিগের সুখ স্থায়ী হয় না। ধর্ম্মাত্মাদিগের

বুদ্ধি ধর্ম্ম-বিষয়ে স্থির থাকে কিনা, ইহা পরীক্ষার জন্য পর্য্যায়-ক্রমে তাঁহাদিগকে সুখ-দুঃখ প্রদান করা হয়; এই উপায়ে অধার্ম্মিকদিগেরও পরীক্ষা গৃহীত হয়; কিন্তু ধার্ম্মিকেরা সকল অবস্থাতে সমান ভাবে থাকেন; অধার্ম্মিকেরা সুখের সময় সন্তুষ্ট ও গর্ব্বিত, ও দুঃখাবস্থাতে অসন্তুষ্ট ও খিন্ন, এই কারণে ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মের অনুগ্রহের পাত্র; আর অধার্ম্মিকেরা তাঁহার নিগ্রহের ভাজন হয়। এই নিমিত্তই ধার্ম্মিকের সুখ চিরস্থায়ী; আর অধার্ম্মিকের সুখ ক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে। অধার্ম্মিকেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর সুখই পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহার সেবার্থ সতত ব্যগ্র থাকে; আর ধার্ম্মিকেরা সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিবেচনা করিয়া তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন না; কেবল আত্মার উৎকর্ষ সাধনে তাঁহারা যত্নবান্ থাকেন এবং আত্মোৎকর্ষ বিধান করিয়া প্রকৃত সুখ অনুভব করেন।

সুখভোগে ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত থাকে; তাহারা নিজ সুখের জন্যই আত্মাকে সেই দিকে আকর্ষণ করে; আত্মাও দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়-নিচয়ের বাধ্য হইয়া তাহাদিগের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন; এবং স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যান; এই প্রকারে পবিত্র আত্মা ইন্দ্রিয় গ্রামের বশীভূত হইয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়েন; তাঁহার আর পুনরুন্নতি হয় না। ধর্ম্মাত্মারা আত্মা যাহাতে ইন্দ্রিয়গণের বাধ্য হইতে না পারেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকেন, এবং ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে আত্মার বাধ্য হইতে থাকে, তদর্থে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পান। ইন্দ্রিয়গণ ভোগে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রদীপ্ত হয়; ইহা নিশ্চয় জানিয়া মহাত্মারা সুখ ভোগ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয় নিচয়কে দূরে রাখিতে প্রয়াস পান; এবং দুঃখে ইন্দ্রিয়বর্গ শান্তভাবে থাকে বলিয়া, দুঃখকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের হেতু অবধারণ করেন। বিশেষতঃ দুঃখ সাংসারিক পরীক্ষার

প্রশ্ন ; সুখ তাহার পুরস্কার, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই পুরস্কার সুখ লাভ করিতে পারা যায় ; অনুত্তীর্ণ থাকিলেই চিরকাল দুঃখে অভিভূত থাকিতে হয়। অধার্ম্মিকেরা দুঃখাভিতপ্ত হইয়া অধর্ম্মাচরণ দ্বারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে ; ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সম্ভূত সুখে আপনাকেও সুখী বোধ করে। ধার্ম্মিকেরা এতাদৃশ সুখকে সুখ বলিয়া বিবেচনা করেন না। অতএব আপনি আপনার শত্রুদিগকে সুখী বোধ করিতেছেন, বাস্তবিক তাহারা প্রকৃত সুখী নয়।

এইরূপ বিবিধ উপদেশ পূর্ণ কথা প্রসঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠির তীর্থ পর্য্যটন ক্রমে সর্ব্বতীর্থময় পুষ্কর তীর্থে কিয়দ্দিন যাপন করিয়া প্রসিদ্ধ প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন ; এবং তত্রত্য বিধানানুক্রমে স্নানাদি কার্য্য সমাপনান্তে ধর্ম্ম বিষয়িণী কথা প্রসঙ্গে সুখে নিষণ্ণ আছেন, এমন সময়ে যদুবংশাবতংস কংসারি এবং বলভদ্র, আত্মীয়গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে সভাজন করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে ভূতলে নিষণ্ণ ও বিষণ্ণ দেখিয়া বহুবিধ পরিতাপ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির স্বাগত জিজ্ঞাসানন্তর সমাদরে তাঁহাদিগকে সৎকৃত করিলেন ; ও অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তি সংবাদ দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি বৰ্দ্ধন করিলেন। অনন্তর বলদেব, কৃষ্ণ সাত্যকি ও অন্য অন্য যদুশ্রেষ্ঠদিগকে সম্বোধন করিয়া সখেদে কহিলেন, হা ধৰ্ম্ম ! অতঃপর আর কেহ তোমাকে মঙ্গলদায়ক বোধে সেবা করিবে না ; তোমা অপেক্ষা অধর্ম্মকে কল্যাণদায়ক বিবেচনা করিবে। যিনি আজন্ম তোমার সেবা করিয়া ধরাতলে ধর্ম্মরাজ উপাধি লাভ করিয়াছেন ; কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময়, কি ভবনে, কি বনে, যিনি অকপট হৃদয়ে তোমার সেবা করিতেছেন, তিনিই কিনা জটাচীর ধারণ করিয়া অশেষ ক্লেশে বনবাসে কালক্ষেপ করিতেছেন!

আর যে দুরাত্মা নিরবধি পাপাচরণ করিয়া দায়াদদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, সেই কিনা বিশাল রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া সুখে সময় অতিবাহন করিতেছে! হা বসুন্ধরে! তুমি দুরাচারের ভরে এখনও রসাতলে গমন কর নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

সাত্যকি কহিলেন হলায়ুধ! এ পরিতাপের সময় নয়; বীর পুরুষেরা খেদ ও অশ্রুবর্ষণ করিয়া বান্ধব দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করেন না; পৌরুষ প্রকাশ করিয়া প্রিয়জনের অপ্রিয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। পরশুরাম যেমন পরশুদ্বারা পরিচিত; আপনিও সেইরূপ হলায়ুধ নামে বিখ্যাত; পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া পিতৃগণ পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; আপনিও সেইরূপ শত্রুদমন করিয়া পৈতৃষস্রেয়ের উপকার করুন। যুধিষ্ঠির কোন কথা না বলিলেও তাঁহার সাহায্য করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; অনাদিষ্ট হইয়াই বায়ু অগ্নির সহায়তা করিয়া থাকে; পক্ষ্ম স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই চক্ষুকে আপদ হইতে রক্ষা করে। যাদবেরা পাণ্ডবের সহায় ও সুহৃদ্, অন্ততঃ এই কথা রক্ষা জন্য আমাদিগকে অবশ্য অস্ত্র ধারণ করিতে হয়। যাদবী সেনারা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের রাজধানী অবরোধ করুক; আমাদিগের এই যাত্রাই যুদ্ধযাত্রা হউক। প্রাচীন বীরাভিমানী ভীষ্ম ও দ্রোণ যখন পাণ্ডব নির্ব্বাসন অনুমোদন করিয়াছে, ও দুর্য্যোধনের দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দিয়াছে; তখন তাহারা বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণ বলিয়া দয়ার পাত্র নহে, নিতান্তই বধার্হ; অমোঘ সুদর্শন, অব্যর্থ হলায়ুধ এই উভয়ই আপনাদিগের শরীরের ভূষণ হইয়া বিশ্রাম করুক; আমার শরাগ্নি কৌরববন দহন করুক; আশীবিষ সদৃশ বিষম শরসমূহ কর্ণের শরীর দংশন করুক; শঠশিরোমণি শকুনি আমার আনত পর্ব্ব

শিলীমুখে কীলিত হইয়া সমর শয্যায় দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপিত হউক। অধিক কি বলিব, তৎকালে শত্রুগণ আমাকে বেগে প্রলয়-কালীন অনিল, তেজে যুগক্ষয়কালীন অনল, ও শরবর্ষণে পুষ্কর বলিয়া মনে করিবে। আপনারাও আমার রণ-নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া অবিরত ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। পাণ্ডবেরা দ্যূতসভায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেন না বলিয়া, আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না; আমি ভুবনবিজয়ী অর্জ্জুনের শিষ্য; শিষ্য ও ভৃত্য নিষ্পাদিত কার্য্য, প্রভুসম্পাদিত, ইহা শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ নহে। অতএব আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য পাণ্ডবদিগেরই কৃত-কর্ম্ম হইবে। ধর্ম্মরাজ ত ধর্ম্মপ্রিয়, তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহার মতানুগত; যাবৎ তাঁহারা নিয়মধর্ম্মপালন করিবেন, তাবৎকাল অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু পৈতৃক রাজ্য শাসন করুক; এইরূপ করিলেই সুহৃদের প্রিয়কার্য্য ও আমাদিগের যশস্কর কর্ম্ম করা হয়।

কৃষ্ণ কহিলেন সাত্যকে! তুমি যাহা প্রস্তাব করিলে, তাহা বীরজনোচিত সুহৃদুপযুক্ত কর্ম্ম বটে; কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির পর-বিজিত রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষী নহেন; সিংহ কখন পরোচ্ছিষ্ট আমিষ গ্রহণ করে না। তাঁহার পক্ষে ঐরূপ কার্য্যও অযশস্য; এবং ভীমার্জ্জুনের তাহা অভিমত নহে; যদি পাণ্ডব দিগের রাজ্য লালাসা বলবতী থাকিত, তবে জগজ্জয়ী জিষ্ণু মনে করিলেই তাহা সম্পাদন করিতে পারিতেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারথ সাত্যকে! তুমি বাক্যে যাহা বলিলে কার্য্যেও তাহা করিতে পার, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করিয়া চলিব; সত্যপালন অপেক্ষা রাজ্য-পালন আমার অভিলষিত নহে; কৃষ্ণ আমার মন বিশেষ রূপে

অবগত আছেন ; আমিও তাঁহার অভিপ্রায় সম্যক্ জ্ঞাত আছি ; তিনি যৎকালে বিক্রম প্রকাশ উচিত বোধ করিবেন, তৎকালে আপনারা আমার হিতানুষ্ঠান করিবেন। এক্ষণে আমি তীর্থ পর্য্যটনে প্রতিজ্ঞাত সময় যাপন করিব ; কার্য্যকালে পুনর্ব্বার আপনাদিগের সাক্ষাৎকার সুখে সুখী হইব। যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর, যাদবেরা তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন ; যাদবেরা দারাবতীমুখে প্রস্থান করিলেন ; পাণ্ডবেরাও তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন ; হরিদ্বার অতিরমণীয় পবিত্র স্থান ; সরিদ্বরা গঙ্গা জলপ্রবাহরূপ টঙ্কদ্বারা হিমালয়ের পাষাণময় কলেবর বিদীর্ণ করিয়া, কোথায় সঙ্কীর্ণ, কোথায় বা বিস্তীর্ণ, কোথায় বা কুটিল হইয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে ; তাহার তীরে ঋষিদিগের আশ্রম, মুনিগণের পর্ণশালা ও বৈখানস-সমূহের উটজ সকল, ঘনপল্লবিত বহুকুসুমিত পাদপ-সমূহ-দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে ; শ্রুতিসুখ-নিনাদী পুংস্কোকিল প্রভৃতি সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখা আরোহণ করিয়া মধুরস্বরে কলরব করিতেছে ; মধুলুব্ধ মধুকরনিকর গুণ গুণ স্বরে ঝঙ্কার করিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসিতেছে ; ভাগীরথী বক্রগামিনী হইয়া তরুদিগের আলবাল কার্য্য সমাধান করিতেছে ; এই স্থানে যে বৃক্ষের ফল নাই, এরূপ বৃক্ষ নাই ; যে ফলের সুস্বাদুতা নাই, এরূপ ফল নাই যে স্বাদুতায় মনতৃপ্ত হয় না সেরূপ স্বাদুতা নাই ; আশ্রম সন্নিকৃষ্ট ভূমিভাগ হরিদ্বর্ণ শষ্প-রাশি দ্বারা পরিপুর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে মৃগ-শাবক সকল অশঙ্কিত মনে নব-দূর্ব্বাঙ্কুর কবল করিতেছে। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ-বর্গের সহিত সেই মনোরম স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিগতক্লম

হইলেন; এবং বারংবার সেই প্রদেশের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন, বারংবার দেখিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। রম্য বস্তুর এই মহৎ গুণ যে, তাহাকে বারংবার দেখিলে দর্শন লালসা জন্মাইতে এবং নব নব প্রীতি বাড়িতে থাকে।

অনন্তর যুধিষ্ঠির লোমশ ও ধৌম্যকে পুরঃসর করিয়া ভ্রাতৃ-গণ সমভিব্যাহারে আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিলেন কোন স্থানে হোমাগ্নি প্রধূমিত হইতেছে; কোথায় বা নীবারবলি পতিত হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থানে সমিধ কুশ বিকীর্ণ রহি-য়াছে। কোন স্থানে ঋগ্বেদী বিপ্রগণ উদাত্ত অনুদাত্ত সরিৎস্বর প্রভেদ করিয়া বেদ পাঠ করিতেছেন; কোথায় বা সামবেদীরা উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিতেছেন; কোন স্থানে যজুর্ব্বেদীরা হস্তভঙ্গী দ্বারা স্বর ভেদ পূর্ব্বক যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন; অন্য প্রদেশে অথর্ব্ববেদীরা মান্ত্রিক কার্য্যের প্রয়োগ অভ্যাস করিতেছেন; স্থানে স্থানে চতুর্ব্বেদবেত্তা প্রাচীন মীমাংসক মহর্ষিগণ, শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া নানা শাস্ত্রের মীমাংসা করিতেছেন; কোথায় ন্যায় শাস্ত্রের তর্ক হইতেছে; কোথায় বা ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা হইতেছে; স্থানে স্থানে শব্দ শাস্ত্র; বার্ত্তা শাস্ত্র, দণ্ডনীতি, নিরুক্ত, বেদ, বেদাঙ্গ, ছন্দঃ, পুরাণ, আত্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে; রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর কুলপতি ঋষিদিগকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও রাজাকে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক সভাজন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির মুনিজনানুমত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত কতিপয় দিন সেই পুণ্যাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন।

একদা লোমশ যুধিষ্ঠিরকে সংবোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্ম-রাজ! এই স্থান হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া মহাতীর্থ

বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইতে হইবে; তাহার পথ অতি দুর্গম, দুরারোহ ও হিমশিলা-নিবদ্ধ; ইহার এক পার্শ্ব সুগভীর সুদুষ্প্রেক্ষ্য ভগীরথ খাত; অপর পার্শ্বে প্রাচীরকল্প অভ্রংলিহ বন্ধুর শিলোচ্চয়; অধিকাংশ স্থান, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ; অতএব সাবধান হইয়া গমন করিতে হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠির লোমশের উপদেশ ক্রমে সতর্করূপে সাবহিত অনুযাত্রিকদিগের সহিত হিমাচল লক্ষ্য করিয়া উত্তর মুখে চলিলেন। কোন স্থানে লতারচিত সেতু দ্বারা অতলস্পর্শ দেবখাত উত্তীর্ণ হইলেন; কোথায় বা বৃক্ষের মূল মাত্র ধারণ করিয়া উন্নত স্থানে অধিরোহণ করিলেন; কোন স্থানে বা ভীমসেন দ্বারা শিলারাশি অপসারিত করিয়া দুর্গমপথ সুগম করিয়া লইলেন; এইরূপে বহুকষ্টে হিমালয়ের উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন; অনন্তর সমতল পথে নল্প পরিমিত পথ পরিভ্রমণ করিয়া, শিলাভঙ্গ বিরচিত সোপান পরম্পরা দ্বারা পর্ব্বতের অধিত্যকায় আরোহণ করিলেন। যাত্রিকবর্গকে গমনে অশক্ত বুঝিয়া বিশ্রামের জন্য ফলকুসুম-শোভিত নির্ঝর নিনাদিত কোন নগোৎসঙ্গ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিলেন।

পরদিন মহর্ষি লোমশ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমরা হিমালয়ের উশীরবীজ মৈনাক প্রভৃতি কতিপয় শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়াছি; সম্মুখে পাষাণময় যে উন্নত স্থান নিরীক্ষণ করিতেছেন, উহার নাম কালশৈল, উহাতে দেবগণ ক্রীড়া করিয়া [থাকেন, এ জন্য উহাকে আক্রীড় পর্ব্বতও বলিয়া থাকে। ঐ দেখ ঐ স্থানে ভগবতী ভাগীরথী সপ্তধা বিভক্ত হইয়া, পর্ব্বতরাজের সপ্তপ্রতিসর মুক্তাহারের ন্যায়, শোভা পাইতেছে। ঐ স্থানের অনতিদূরে তুষারমণ্ডিত শুভ্রবর্ণ অত্যুন্নত যে পর্ব্বত দেখিতেছ,

উহার নাম ধবল গিরি; তথায় যক্ষেশ্বর কুবের বাস করেন। কুবেরের রাজধানীর নাম অলকা; ত্রিভুবনে তাহার তুল্য সমৃদ্ধি শালিনী পুরী আর দ্বিতীয় নাই। যক্ষেশ্বর সমধিক ধনশালী; তিনি ধনের জন্য সর্ব্বত্র ধনেশ্বর নামে খ্যাত। পুরবাসী সকলেই ধনবান্; তাহাদিগের ধনের সঙ্খ্যানুসারে স্ব স্ব গোপুরে রত্ন-নির্ম্মিত শঙ্খ ও পদ্ম উজ্জ্বল শোভা পাইয়া থাকে। কৈলাস পর্ব্বত দুর্গম ও দুরারোহ; তাহাতে আবার ভীষণ যক্ষ ও রাক্ষসগণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে; এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্যই এই ভয়ঙ্কর স্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাই। আমরা কৈলাস পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মন্দরগিরিতে গমন করিব; এক্ষণে যত পথ পর্য্যটন করিতে হইবে, সকলই শৈল সঙ্কট; অতএব সকলে শৌর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিবে; ভীমসেন যুথপতি স্বরূপ হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন; আপনারাও অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের পার্শ্বদেশে গমন করিবেন। আমার তপোবলে, এবং বিপ্রগণের বেদ মন্ত্র প্রভাবে তোমার পথ মঙ্গল দায়ক হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠির লোমশের কথা শুনিয়া কহিলেন, ভীম! মহর্ষি কৈলাস পর্ব্বতের বিষয় যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে, আমার মতে ঐ দুর্গম শৈল সঙ্কটে সকলের গমন বিধেয় নয়; তুমি সুকুমারী দ্রৌপদীকে ও অন্য অন্য অনুযাত্রিকদিগকে সঙ্গে লইয়া পুরোবর্ত্তী পুলিন্দাধিপতি সুবাহুর রাজ্যে অবস্থান করিবে; কিম্বা আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী গঙ্গা দ্বারে অবস্থান করিবে। আমি নকুলের সহিত মহর্ষির অনুকম্পায় ষড়যোজন উন্নত কৈলাস পর্ব্বতের শিখর দেশে গমন করিব।

ভীম কহিলেন নরনাথ! সুকুমারী রাজকুমারী পথপর্য্যটনে

নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়াও গমনে বিরত হইবেন না; তিনি অর্জ্জুন দর্শনে একান্তই সমুৎসুক হইয়াছেন। আপনি অর্জ্জুন বিয়োগে অস্থির হইয়াছেন, আরও আমাদিগের বিরহে অধিক অধীর হইবেন; এ অবস্থায় আমি আপনার সঙ্গ কখনই পরিত্যাগ করিব না। আমি মনে মনে কল্পনা করিয়াছি, ভীষণ কানন, উত্তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গ, গভীর গিরি গহ্বর, এই প্রকার দুর্গম স্থানে যে যে গমনে অসমর্থ হইবে, আমি তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইব; তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা সুবাহু রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং রাজা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরদিন প্রভাতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে পর লোমশ কহিলেন, পাণ্ডবগণ! আমরা অনেক পর্ব্বত, প্রত্যন্ত পর্ব্বত, গণ্ডশৈল, নদ নদী অতিক্রম করিয়াছি; কৈলাসের শিখর দেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছি; এক্ষণে উত্তরবর্ত্তী পথ দিয়া মন্দর গিরিতে গমন করিতে হইবে; এই গিরি দেবগণ ও ঋষিগণের আবাস স্থান; অতএব সকলে নিয়মানুগত শৌচাচার পরায়ণ হইয়া চল। এই যে পুণ্য-সলিলা তরঙ্গিনী প্রবাহিত হইতে দেখিতেছ, ইহার নাম গঙ্গা; বদরিকাশ্রম ইহার উৎপত্তি স্থান; ঐ যে গোমুখাকৃতি গঙ্গাদ্বার দেখিতেছ, ঐ স্থান হইতে ভগবতী গঙ্গা দেবী ত্রিস্রোতা হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পবিত্র করিয়া গমন করিয়াছেন; উহার যে ঊর্দ্ধ স্রোত দেখিতেছ, তাহার নাম মন্দাকিনী, উহাকে সুরধূনী বলিয়া থাকে; আর তাহার যে প্রবাহ হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগ বিদীর্ণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে, তাহার নাম ভোগবতী; আর যে স্রোত হিমাদ্রির কটক নির্ভেদ করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে, তাহার

নাম ভাগীরথী, পুরাকালে গঙ্গাধর ঐ ধারা শিরে ধারণ করিয়া পৃথিবীকে নিরাপদে রাখিয়া ছিলেন। তোমরা সকলে ভক্তি-যোগে আকাশগামিনী মন্দাকিনীকে অভিবাদন করিয়া চল।

পাণ্ডবগণ লোমশের উপদেশক্রমে মন্দাকিনীকে প্রণাম ও গন্ধমাদন লক্ষ্য করিয়া ত্বরিতপদে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে গন্ধমাদন আসন্ন হইয়া আসিল; তাহার ধাতুরাগরঞ্জিত শৃঙ্গ সমুদয় সন্ধ্যাকালীন জলদজালের ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিল; নীলবর্ণ শিলোচ্চয় তমোরাশির ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল; পাণ্ডবেরা স্বতঃ চ্যুত উপলখণ্ডরচিত সোপানপরম্পরা দ্বারা কটকদেশ অতিক্রম করিয়া মহাশৈলের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন; এবং দেখিলেন, কোনস্থানে চমরীগণ চামর সঞ্চালন-পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; কোথায় বা কৃষ্ণসার যূথপতি হইয়া সারঙ্গদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে; কন্দরমধ্যে কেশরী সুখে শয়ান রহিয়াছে; এবং যাত্রিকদিগের কোলাহলে চক্ষু এক বারমাত্র উন্মীলন করিয়া নির্ভয়ে তাহাদিগকে বিলোকন করিতেছে; তরক্ষু প্রভৃতি শ্বাপদগণ উল্লম্ফনপূর্ব্বক গতাগতি করিতেছে; ভল্লুকগণ অবলম্বিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষা-ন্তর আরোহণ করিতেছে; হস্তী হস্তিনীসহ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, গজপতি বপ্রক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া লতাগহনে লুক্কায়িত হইতেছে; দেবখাতে হংস কারণ্ডব দাত্যূহ ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলবিহঙ্গম সকল পক্ষবিধূননপূর্ব্বক কমলবন মধ্যে পলায়ন করিতেছে; শুক পুংস্কোকিল প্রভৃতি বিহগগণ কলরব করিয়া নিবিড় পত্রান্তরালে বিলীন হইতেছে। কোন স্থলে নির্ঝর জল ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে; কোথায় বা গিরি-তরঙ্গিনী মহাবেগে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে; পার্শ্বদেশে

মেঘাবলী বিলীন হইয়া রহিয়াছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন শৈলরাজ পক্ষ বিস্তার করিয়াছে।

পাণ্ডবেরা শৈলের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের অধিরোহণ ক্লেশের লাঘব হইয়াছিল। পরে তাঁহারা গন্ধমাদনের কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ঐ কানন ফলভরনত আম্র আম্রাতক নাগরঙ্গ লকুচ কদলী করমর্দ্দক কপিত্থ প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষ সমূহদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। পাণ্ডবেরা পরিশ্রান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা কাননো-পান্তে জলাশয়তটে কোন রমণীয় স্থান মনোনীত করিয়া অব-স্থিতি করিলেন। দুঃখের সময় উপস্থিত হইলে, কিছুতেই সুখ হয় না; পাণ্ডবেরা পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম সুখাভিলাষে মনোরম স্থান মনোনীত করিলেন বটে, কিন্তু সহসা প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; প্রথমে প্রভঞ্জনের সন্ সন্ শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় বধির করিল; তাহার পরক্ষণেই গিরিরেণু ও শুষ্কপর্ণরাশি উড্ডীন হইয়া দশদিক আচ্ছন্ন করিল; নিবিড় নীলবর্ণ নীরদজাল, নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া সূর্য্যমণ্ডল আবরণ করিলে, দিবাকরভীত গুহালীন অঞ্জন সন্নিভ অন্ধকার পটল সমুত্থিত হইয়া জননয়ন নির্ম্মাণ নিষ্ফল করিয়া সমুদয় পদার্থ একবর্ণ করিল। তখন পাণ্ডবেরা কেহ কাহারে চিনিতে পারিলেন না; কে কোন্‌দিকে গমন করিলেন, তাহারও অবধারণ রহিল না; পাষাণচূর্ণবর্ষী বায়ুর আঘাতে বারংবার আহত হইয়া কেহ প্রকাণ্ড মহীরুহের স্কন্ধ, কেহ উন্নত বল্মীক, কেহ নদীপুলিন আশ্রয় করিয়া রহিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে বাত ভগ্ন বৃক্ষের ভীষণ শব্দ ও পর্ব্বত হইতে বায়ু বিক্ষিপ্ত উপল খণ্ডের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

বায়ুবেগ উপশমিত হইলে, প্রথমে শিলাবৃষ্টি হইল; তাহার অব্যবহিত পরেই মূষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল; কীট তৃণ রজোমিশ্রিত কলুষিত পাণ্ডুরবর্ণ জলস্রোত বহিতে লাগিল; ভেককুল আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল; অনন্তর ক্রমশঃ বারিধারা বিরলীভূত হইল; মেঘ তিরোহিত ও দিবাকর সুপ্রকাশিত হইল; পাণ্ডবেরা অনুযাত্রিকদিগের সহিত মিলিত ও গমনে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহাদিগের কিছু পথ অতিবর্ত্তন হইলে পর, দ্রুপদদুহিতা পূর্ব্বেই ঝটিকাতে ও জল সংপাতে কাতর হইয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে পথ পর্য্যটনে অসমর্থ ও অবশেন্দ্রিয় হইয়া করযুগ দ্বারা উরুযুগল ধারণ পূর্ব্বক পিচ্ছিল প্রস্তর স্থলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন।

যাত্রিগণের হাহাকারমূলক মহৎ কোলাহল হইয়া উঠিল; রাজা যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীকে ক্রোড়ে লইয়া অশেষ প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। নকুল, সহদেব কেহ জলসেক, কেহ বা উত্তরীয় বসনদ্বারা মৃদুভাবে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, কেনই আমি দ্রৌপদীকে বহন করিয়া চলিলাম না, আমার বাহুবল দ্রৌপদীর উপকারে আসিল না, বলিয়া যথেষ্ট পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পাণ্ডব প্রণয়িনী সুপ্তোত্থিতার ন্যায়, নিঃশ্বাস নির্গত ও নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন দেখিয়া, পাণ্ডবদিগের বিষণ্ণবদন প্রসন্ন হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, ভীম সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, নরনাথ! আমি মহর্ষির উপদেশ ক্রমে অগ্রসর হইয়া সকলকে নির্ভয়ে লইয়া যাইতেছিলাম, দ্রৌপদীর বিষয়ে কিছুমাত্র সাবধান হই নাই। এক্ষণে হিড়িম্বার গর্ভসম্ভূত মদীয় পুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করিতেছি, সে অনুচরের সহিত উপস্থিত হইয়া সকলকে বহন করিয়া লইয়া

যাইবে। ভীম রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্তোষই ঘটোৎকচের আহ্বান বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্মরণ করিলেন।

কামচারী নিশাচর স্মরণমাত্র অনুচরসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া কহিল, পিতঃ! কিঙ্কর উপস্থিত অনুজ্ঞা করুন, কি কর্ম্ম সম্পাদন করিবে? ভীম বৎসলতা বশতঃ পুত্রের মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস ঘটোৎকচ! হিমদুর্গম উন্নতানত কন্দরভূয়িষ্ঠ পার্ব্বতীয়পথ পর্য্যটন করিতে তোমার মাতা দ্রুপদ-রাজ-দুহিতা অসমর্থ; যেরূপ সুখাসন নরযানে গমন করিলে ক্লেশ বোধ হয় না, তদ্রূপ সুখসচ্ছন্দে তাঁহাকে বহন করিয়া বদরিকাশ্রমে লইয়া চল; তোমার অনুচরগণ সকলেই বলবান্, ও তোমার আজ্ঞাবহ; তাহারা আর সকলকে লইয়া চলুক; ঘটোৎকচ যে আজ্ঞা বলিয়া দ্রৌপদীকে স্কন্ধে লইলেন। আর সকলে রাক্ষস-গণের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন; হস্তিপকেরা যেমন গজস্কন্ধে সুখে গমন করে, সকলে সেইরূপ সুখে চলিলেন। কেবল লোমশ তপঃপ্রভাবে ভাস্করের ন্যায়, তাঁহাদিগের উপরিভাগে চলিলেন। কামরূপী রাক্ষসগণ উত্তুঙ্গশৈলশৃঙ্গ অতিক্রম করিবার সময়, খেচরের ন্যায়, গমন করিত, আর গভীর গহ্বর উত্তীর্ণ হইবার সময় জলৌকার গতির অনুকরণ করিত। পাণ্ডবেরা রাক্ষসগণের ক্ষিপ্রগামিতা প্রযুক্ত অল্প সময় মধ্যে বহুদিন গম্য বদরিকাশ্রমে উপনীত হইলেন; এবং রাক্ষস-স্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিলেন।

বদরিকাশ্রম অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র; ঐ প্রদেশ সমতল শাদ্বল ও হিম সংসর্গে শীতল; উহা মহর্ষি দেবর্ষিগণে পরিবৃত; কিন্নর কিম্পুরুষ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরের নিবাস। বদরীতরু অতি বিশাল, কণ্টক শূন্য; দেখিতে অতিরমণীয়; তাহার শাখা প্রশাখা অধিক দূর বিস্তীর্ণ; তাহাতে নানা জাতীয় বিচিত্র

পতত্রধারী পক্ষিগণ নীড় নির্ম্মাণ করিয়া নিরুদ্বেগে বাস করে; তাহার পল্লব সকল একান্ত নিবিড় ও স্তরে স্তরে সজ্জিত; তাহাতে তাহার তল সতত স্নিগ্ধ ও অনাতপ; তাহার ফল কুসুম, সকল ঋতুতে সমান ও পূর্ণ; ফলগুলি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত, সুস্বাদ, অম্ল মধুর রসে পরিপূর্ণ।

পাণ্ডবেরা নরনারায়ণাশ্রিত তমোগুণাতীত দিব্য আশ্রম দর্শন করিলেন। অজিনধারী মোক্ষার্থী ব্রহ্মর্ষিগণ অতিথি সৎকারার্থ তাঁহাদিগকে ফল, মূল ও সুস্বাদু সুশীতল স্বচ্ছ সলিল প্রদান করিলেন। তাঁহারা অভিবাদন পূর্ব্বক অতিথি সৎকার গ্রহণ করিয়া প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে সেই সেই ব্রহ্ম-পরায়ণ মুনিগণসমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ শক্রসদন প্রস্থে উপস্থিত হইয়া নরনারায়ণ স্থান দর্শন করিলেন; তৎপরে কাঞ্চন শৃঙ্গ শোভিত মৈনাক পর্ব্বতে মনোহর বিন্দু সরোবর বিলোকন করিলেন। অনন্তর বিশালবদরীসন্নিধানে মণিময় সোপান পরম্পরায় অবগাহনীয়, তীরস্থিত দিব্য কুসুম শোভায় সুষমাবতী ভগবতী গঙ্গা নদীর তটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ধনঞ্জয় সাক্ষাৎকার মানসে বাস করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বরীসার্ব্বভৌম পূর্ব্বদিক অধিকার করিয়া অভ্যুদয় লাভ করিলেন; কৌমুদীময় সিতাতপত্রে উদ্ভাসিত হইয়া রাজ্যে-শ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন; তাঁহার প্রভাপুঞ্জ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকারনিকর ভূবিবর মধ্যে পলা-য়ন করিল; নক্ষত্র মণ্ডিত অম্বরমণ্ডল তাঁহার উপরিভাগে মুক্তাখচিত চন্দ্রাতপ হইল; দূরস্থ গ্রহগণও পরাভূত ভূপতি-সমূহের ন্যায় তাঁহার প্রতাপে ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে লাগিল; দ্বিজরাজ বসুমতীকে দিনকরের কর পীড়িত জানিয়া তাহার উপর অমৃতময় কর বিস্তার করিলেন; এবং বদান্যতাদর্শাইবার

নিমিত্ত সুধাদানে চকোরের ক্ষুধা নাশ করিলেন; বিভাবরী প্রোষিতভর্ত্তৃকার ন্যায় তমোময় মলিন বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌমুদীময় ধবল বেশ পরিধান করিয়া স্বীয় প্রভুর কর গ্রহণ করিলেন; তারকারা দক্ষিণ নায়কের ন্যায় তারাপতির চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিল; কুমুদিনী নিদ্রিতা ছিল, এক্ষণে প্রিয়বল্লভের করস্পর্শে জাগরিতা হইয়া হাস্য উপায়ন অর্পণ করিল, অনন্তর ভ্রমরঝঙ্কারচ্ছলে উপাগত দয়িতকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল; চন্দ্রালোক শিশিরস্নিগ্ধ তরুপল্লবে পতিত হইয়া হরিন্মণির শোভা ধারণ করিল; এবং ছায়া সবলিত পাদপতলে, প্রবিষ্ট হইয়া বিড়াল চক্ষু বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিল; ধবল শিলাতলে মিশ্রিত হইয়াদুগ্ধ স্রোত বলিয়া বোধ করাইল; এবং জলময় দেশ স্থলময় বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে লাগিল; চন্দ্রালোকে সকলে সুখাসীন আছেন, এমন সময়ে, ঈশান কোণোত্থিত নাতিমন্থরগামী সুগন্ধ গন্ধবহ সকলকে আমোদিত করিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর মালানুবিদ্ধ দিব্য পরিমলপূর্ণ প্রফুল্ল সৌগন্ধিক, পাদবন্দনার্থই যেন, দ্রৌপদীর চরণ মূলে নিপতিত হইল। দ্রৌপদী সসম্ভ্রমে সেই কহ্লার কুসুম গ্রহণ করিলেন: এবং তদীয় গন্ধে ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভ্রান্তমনা হইয়া কহিলেন, ভীমসেন! ইহা কেমন উপাদেয় সৌগন্ধিক! ইহা অনেক দূর হইতে আহৃত হইয়াছে, এজন্য ম্লান, কিন্তু ইহার সৌগন্ধের কিছুমাত্র ন্যূনতা বোধ হইতেছে না। না জানি, ইহার অম্লান অনাঘ্রাত কুসুম কিরূপ সুগন্ধ ও সুদৃশ্য! যদি তুমি একটী স্ফুটনোন্মুখ পুষ্প মূলশুদ্ধ আনয়ন করিতে পার, তবে তাহা কাম্যক বনে রোপণ করিয়া কাম্যক বনের দিব্য-কুসুমাভাব নিরাকরণ করিব; এই বলিয়া কুসুমটী গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

ভীমসেন প্রণয়িনীর প্রিয়ানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে ঈশান কোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে প্রস্রবণবারিকণবিতারী কুসুম সৌরভ বিস্তারী মন্দ মন্দ সঞ্চারী গন্ধমাদন মারুতের সুখস্পর্শে স্বীয় জনকের অনুকূলতা বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে মহাবেগে অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বেগ-বলে পার্শ্বস্থ মহীরুহ নিপতিত, ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে গিরিগজ বিচলিত, চরণ সম্পাতে কেশরী বিত্রাসিত, বল্লীবিতান বিলোড়নে শার্দ্দূল বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল; তাঁহার গভীর গর্জন শুনিয়া শ্বাপদগণ বিমুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকটস্বরে ভয়ঙ্কর রব করিয়া কানন পরিত্যাগ করিতে লাগিল; যে সকল দুর্দ্দান্ত মাতঙ্গ উগ্রতা বশতঃ বা করেণুর উত্তেজনা প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইত, তিনি সেই গজের আঘাতে গজদিগকে চূর্ণ করিতেন; যে সিংহ পশুরাজাভিমানে তাঁহাকে আক্রমণ করিত, তিনি বজ্রমুষ্টি প্রহারে দংষ্ট্রা ভঙ্গ করিয়া তাহাকে বিনীত করিয়া দিতেন; ঔদ্ধত্য বশতঃ গণ্ডার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি খড়্গ উন্মোচন পুর্ব্বক তাহার মস্তকের ভার লঘু করিয়া দিতেন; আর তরক্ষু প্রভৃতি যে সকল হিংস্র জন্তু হিংসা প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইত, তিনি চপেটাঘাতে একেবারে তাহাদিগকে নিপাত করিতেন। এইরূপ ভীম-পরাক্রম ভীমসেন প্রভঞ্জনের ন্যায়, মহারণ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিলেন। পরিশেষে গন্ধমাদনের অপর সানুদেশে যোজন-বিস্তীর্ণ মনোহর কদলীবনে প্রবেশ করিলেন; তথায় সুরম্য সরোবরে অবগাহন ও জলক্রীড়া সমাপনপুর্ব্বক কদলী ফল ভক্ষণ ও পদ্মপরাগ সুগন্ধ সরসীসলিল পান করিয়া ক্ষণ কাল বিশ্রাম করিলেন।

কদলী বন মধ্যে স্বর্গ গমনের একটী গুপ্তদ্বার ছিল। ভীমসেন প্রমাদ বশতঃ সেই দ্বারে গমন করিয়া পাছে অভিশপ্ত হন, এই ভাবিয়া পবননন্দন হনূমান ভ্রাতার উপকারার্থে সেইদ্বার আবরণ করিয়া রহিলেন; এবং ভীমের সহিত সাক্ষাৎকার বাসনায় শক্রধ্বজতুল্য লাঙ্গূলদ্বারা অদ্রিপৃষ্ঠে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবল মহাদেবাংশ হনূমানের লাঙ্গূলাঘাতে পর্ব্বত কম্পিত হইতে লাগিল; লাঙ্গূলাস্ফোটনশব্দ গুহানিবদ্ধ হইয়া গভীর প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।

ভীমসেন নির্ঘাতসম কঠোর শব্দ শুনিয়া শব্দ হেতু জানিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, এক শিলাতলে শয়ান পিঙ্গল বর্ণ হনূমান্ গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। ভীম দেখিবামাত্র অশনি নির্ঘোষ সদৃশ ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন। হনূমান শুনিয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক কহিলেন ওহে ভদ্র! আমি একে জরাজীর্ণ তাহাতে আবার ব্যাধিপীড়িত; আমি যুদ্ধার্থী নহি; তবে তুমি কি নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হইয়া সিংহনাদ করিতেছ? এস্থান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হও; মনুষ্যের যত দূর গন্তব্য, তুমি তাহারও অধিকদূর আসিয়াছ; আর গমন করিলে, মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইবে।

ভীমসেন কহিলেন, ওহে বানর! তুমি কে? কিনিমিত্ত আমারে নিষেধ করিতেছ? কেনইবা আমার পথ আবরণ করিয়া রহিয়াছ; হনুমান্ কহিলেন ওহে ভদ্র! এই কদলী বনের উত্তর ভাগে যে পর্ব্বত দেখিতেছ, উহা মনুষ্যের অগম্য, দেব নিকেতন; ঐ স্থানে গমন করিতে পারিবে না, পথের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইবে! এই জন্যই তোমার ইচ্ছানুরূপ পথ প্রদান করিতেছি না; আর আমি বানরই হই, আর যে হই, আমার বাক্য তোমার হিতকারী মনে করিয়া নিবৃত্ত হও। যদি

নিতান্তই মৃত্যুমুখে যাইতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে আমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাও; ভীম কহিলেন, ওহে বানর! আমি মৃত্যুকে ভয় করিনা; পরমাত্মা সকল প্রাণিতেই অবস্থিতি করেন, এই জন্যই তোরে উল্লঙ্ঘন করিতেছি না; নতুবা তোরে আর ঐ পর্ব্বতকে একলম্ফে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতাম; ওরে বানর! আমার ভ্রাতা বানররাজ হনূমান্; তিনি সমুদ্রকে গোষ্পদবৎ লঙ্ঘন করিয়া ছিলেন; আমি তাঁহার অনুজ, আমি কি একটী মর্কট উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য বোধ করি?

হনূমান্ ভীমের বলগর্ব্বিত কথা শুনিয়া মনেমনে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, ওহে ভদ্র! জরা আমার শক্তি একেবারে অপহরণ করিয়াছে, আমার গমন করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব তুমিই আমার লাঙ্গুলটী উত্তোলন করিয়া গমন কর। ভীম মনে মনে ভাবিলেন, বানরটার কি দুর্ব্বুদ্ধি! আমি তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া আকর্ষণ করিলে, সে একেবারে যমালয়ে যাইবে; নিশ্চয়ই ইহার আসন্ন মৃত্যু দেখিতেছি! রে মর্কট! আমি তোর লাঙ্গুল ধারণ করিলাম, যমও তোর প্রাণ ধারণ করিলেন, বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ধারণ করিয়া বিকর্ষণ করিলেন; কিন্তু স্পন্দিত করিতেও পারিলেন না; অনন্তর সমগ্র হস্তে, পরিশেষে উভয় হস্তে ধারণ করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। পরে ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত নয়নে বিরক্ত বদনে ভূতলে বামজানু প্রোথিত করিয়া, দক্ষিণ পদ তির্য্যক্ ভাবে ব্যাপৃত রাখিয়া বলবৃদ্ধি পূর্ব্বক লাঙ্গুল উৎক্ষেপ করিবার জন্য অশেষ প্রয়াস পাইলেন; কিছুই করিতে পারিলেন না, বরং লাঙ্গুলভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

যখন বোধ করিলেন, লাঙ্গুল উদ্ধৃত করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন লজ্জিত ও গলদ্ঘর্ম্ম কলেবর হইয়া অধোবদনে ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন। অনন্তর হনুমানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন কপিবর! যখন আমার বল আপনার নিকট কুণ্ঠিত হইয়াছে, তখন আমার বোধ হইতেছে, আপনি কোন দেবতা হইবেন, ছলক্রমে বানররূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন; আমি না জানিয়া যে চপলতা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি আপনার স্বরূপ জানিবার জন্য নিতান্ত অভিলাষী; অনুগ্রহ করিয়া নিজস্বরূপ ব্যক্ত করুন।

হনুমান্ কহিলেন ভ্রাতঃ তুমি যে জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা আমি জ্ঞানবলে অবগত হইয়াছি; যদি আমার পরিচয় জানিবার জন্য তোমার সমধিক কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর; আমি অঞ্জনার গর্ভে প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ পবনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করি, আমার নাম শ্রীমান্ হনূমান্। কালক্রমে কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয় হয়। ঐ সময়ে সূর্য্যবংশাবতংস মহাবিষ্ণুরপূর্ণ অংশ রাজা রামচন্দ্রের পরিগৃহীতা জনক দুহিতাকে মৃত্যুর নিমিত্তই লঙ্কাধিপতি রাবণ হরণ করে; রামচন্দ্র সীতা দেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হন; সমান দুঃখনিবন্ধন তাঁহাদের পরস্পরের প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয়। রামচন্দ্র সুগ্রীবাগ্রজ বালিকে নিহত করিয়া অপহৃত সুগ্রীব পত্নী তারারে বানর-রাজ্যের সহিত সুগ্রীবকে অর্পণ করেন। আমি রামের দূত হইয়া লবণ-ময় সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও সীতাবৃত্তান্ত রামচরণে নিবেদন করি। রামচন্দ্র অসংখ্য কপিসৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী আক্রমণ করেন। কয়েক

দিন ব্যাপিয়া রামরাবণের যুদ্ধ হয়; ঐ যুদ্ধে দশানন সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়। রামচন্দ্র শরণাগত রাবণভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করেন। আমি লঙ্কাসমরে শ্রীরামের অনেক সহায়তা করি, তজ্জন্য তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বর-প্রদান করেন যে, "যাবৎ রামচরিত জগতীতলে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ তুমি জীবিত থাকিবে।" আমি রামচন্দ্রের বরে এতাবৎকাল জীবিত আছি; আরও কতকাল জীবিত থাকিব, তাহার স্থির নাই। আর সীতাদেবীর প্রসাদে এখানে বিবিধ খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত হয়; তাহাই ভোগ করি। মধ্যে মধ্যে অপ্সরাগণ আসিয়া রামচরিত গাথাদ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করে; আমি এই সুখে সময় ক্ষেপ করিয়া থাকি। তুমি মনুষ্যের অগম্য পথে গমন করিয়া অভিশাপগ্রস্ত হইবে, এই আশঙ্কায়, তোমার পথ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তুমি যে জন্য আসিয়াছ, সেই সরোবর ঐ সম্মুখে দেখা যায়।

ভীমসেন হনূমানের পরিচয় পাইয়া প্রীত মনে কহিলেন, অগ্রজ! আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আজ নিরাশ্রয় পাণ্ডবেরা আশ্রয়বান্ হইল; শত্রুরা ছলপূর্ব্বক আমাদিগকে নির্ব্বাসন করিয়াছে, আপনি তাহাদিগের নিপাত বিষয়ে আনুকূল্য করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। হনূমান্ কহিলেন বৎস! আমি লঙ্কাসমরের পর হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছি; সৌভ্রাত্রবশতঃ তোমার এই উপকার করিব, যখন তুমি অরাতি নিপাতনে সিংহনাদ করিবে, তখন আমি হুঙ্কার শব্দ যোগ দিয়া তোমার সিংহনাদ ঘোরতর করিয়া তুলিব; এবং কপিধ্বজের ধ্বজায় আবির্ভূত হইয়া এরূপ চীৎকার করিব যে, তোমাদিগের শত্রুরা শ্রবণমাত্র অভিভূত হইয়া পড়িবে,

সেই সুযোগে তোমরা তাহাদিগকে অল্পায়াসে সমরশায়ী করিতে পারিবে; এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া সৌগন্ধিক বনের পথ দেখাইয়া দিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভীমসেন হনূমানের লোকোত্তর কার্য্য এবং রামচন্দ্রের বিচিত্র চরিত্র মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে কুবের সরসীতীরে উপস্থিত হইলেন; তথায় অজিন চর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া সরোবরে অবগাহন ও জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর গৃহীতাস্ত্র হইয়া গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে সৌগন্ধিক কাননের নিকটস্থ হইলেন। কুবেরনিযুক্ত শত সহস্র রাক্ষস ঐ কাননের রক্ষক ছিল, তাহারা ভীমকে সমাগত দেখিয়া কহিল, ওহে বীরপুরুষ! তুমি কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিতেছ? ভীম কহিলেন আমার নাম ভীমসেন, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ, দ্যূত সত্য পালনের জন্য ভ্রাতৃগণের সহিত বদরী তীর্থে আগমন করিয়াছি; রাজমহিষী দ্রুপদ নন্দিনী সৌগন্ধিক কুসুম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাঁহার অভিলাষানুরূপ পুষ্প আহরণ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

রক্ষিগণ কহিল ভীমসেন! যক্ষেশ্বর কুবেরের এই সরোবর; সৌগন্ধিক কুসুম তাঁহারই সম্পত্তি; যদি তোমার উহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তবে রাজরাজেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া গ্রহণ কর; তাঁহার বিনা অনুমতিতে উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। ভীম কহিলেন সৌগন্ধিক আমার নিতান্তই প্রয়োজনীয়, অবশ্যই গ্রহণ করিব; আমি ক্ষত্রিয় কুলে জন্মিয়াছি, ক্ষত্রিয়েরা

প্রাণত্যাগ সহজ বিবেচনা করেন; কিন্তু যাচ্ঞা দৈন্য কোন ক্রমেই স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ এই সরোবর কৈলাসের অন্তর্দ্দেশে রহিয়াছে, কুবেরের অধিকারে নহে, ইহাতে তাঁহার যে অধিকার, আমাদিগেরও সেই অধিকার আছে, তবে কি জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব এই বলিয়া ভীমসেন সৌগন্ধিক গ্রহণে ধাবমান হইলেন।

রক্ষিগণ ভীমের গতিরোধের জন্য চারিদিগ হইতে রাশি রাশি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম বারংবার তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, যখন দেখিলেন, তাহারা ক্ষান্ত হইবার নহে, তখন তিনি কাঞ্চননির্ম্মিত যমদণ্ডতুল্য ভীষণ গদা ঘূর্ণন করিয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন; তাহারাও উদায়ুধ হইয়া মার মার শব্দে তাঁহাকে বেষ্টন করিল; মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্ষণকাল তাহাদিগের প্রহার সহ্য করিয়া শত শত যোদ্ধাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন; হতাবশিষ্ট রাক্ষস সকল ভগ্নাঙ্গ রুধির লিপ্ত কলেবর ও ভীমভয়ে ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গদা তোমর ভিন্দিপাল শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পুর্ব্বক বেগে পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাদিগকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া একজন সেনানায়ক বীরপুরুষ সহাস্য বদনে কহিলেন, ওহে রক্ষিগণ! তোমাদিগকে ধিক্! একজন মানুষের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছ! কত শত যুদ্ধে তোমরা জয়লাভ করিয়া যে যশস্বী হইয়াছিলে, মানব যুদ্ধে বিমুখ হইয়া সেই যশ মলিন করিলে! এই বলিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পুর্ব্বক ভীমের অভিমুখে অভিনির্যাণ করিলেন।

ভীম পরাক্রম ভীমসেন অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া সিন্ধুসমতরঙ্গী সেনানীর প্রথমোদ্যম বিফল করিয়া দিলেন, এবং তিনটী

বাণ দ্বারা মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সমাগত, সেনাপতির পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন। সেনাপতিও পঞ্চবাণের ন্যায়, পাঁচবাণ দ্বারা ভীমসেনকে বিমোহিত করিলেন। তখন ভীম পিনাকীর ন্যায়, ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনিও বরুণাস্ত্র দ্বারা তাঁহার আগ্নেয়াস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন। তখন ভীম ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ গদা গ্রহণ করিলেন। এবং কালান্তক দণ্ডধরের ন্যায়, মণ্ডলাকার পথে চংক্রমণ করিতে লাগিলেন। সেনানী গদা খণ্ডিত করিবার জন্য শাণিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন; নিক্ষিপ্ত শায়ক গদার আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল; তখন সেনাপতি রুক্মদণ্ডময় অয়ো নির্ম্মিত ভয়ানক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন; মহাশক্তি জাজ্বল্যমান উল্কার ন্যায়, নভোমণ্ডল ভাসমান করিয়া ভীমের দক্ষিণাঙ্গ বিদারণ করিল। ভীম শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন; এবং রোষ কষায়িত লোচনে গর্জন করিতে করিতে শত্রুর প্রতি ধাবমান হইলেন। সেনাপতি ভীমকে নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া দেদীপ্যমান শূল নিক্ষেপ করিলেন; ভীমসেন গদাযুদ্ধের রীত্যনুসারে রাক্ষস নিক্ষিপ্ত শূল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন; সেনানী শূল নিষ্ফল দেখিয়া, দন্তদ্বারা অধর দংশন করিতে করিতে চন্দ্রহাস অসি হস্তে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন; তখন বৃকোদর অন্তরীক্ষে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক শত্রুঘাতিনী গদা বিঘূর্ণিত করিয়া সেনাপতির উপর নিক্ষেপ করিলেন; বজ্র যেমন বনস্পতিকে ধ্বংস করে, সেইরূপ ভীমের গদা সেনাপতিকে নিপাতিত করিল, রাক্ষস সৈন্যেরা সেনাপতিকে নিহত দেখিয়া কুবেরনিকেতন লক্ষ্য করিয়া, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল; তাহারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধির লিপ্ত কলেবর হইয়া যক্ষাধিপ সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন

করিল, দেব! একজন মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্য আপনার করালাস্য সেনাপতিকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে; সৌগন্ধিক অপহরণ করিতেছে, আমরা কেবল ভাগ্যবলে প্রাণে প্রাণে জীবিত আছি; সংবাদ দিবার জন্যই এখানে উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে যাহা বিধেয় হয়, করুন; এই বলিয়া ভীম-চেষ্টিত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ধনেশ্বর রক্ষিগণ মুখে আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন। ভীমসেন ক্ষত্রিয়, সে ক্ষত্রিয় রীতিক্রমে পুষ্প গ্রহণ করিবে। তোমরা তাহাকে ব্যাঘাত দিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। তোমরা এক্ষণে যথাস্থানে গমন কর এবং আপন আপন কর্ম্মে মনো-যোগী হও। এদিকে ভীম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সৌগন্ধিক গ্রহণ করিয়া, রক্ষিগণের কাতর নয়নে বিলোকিত হইয়া, দ্রৌপদী সমীপে গমন পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে প্রণয়বহুমানসম্ভাষণে ভীমের পরি-শ্রমখেদ অপনয়নপূর্ব্বক কুসুম গ্রহণ করিলেন। ভীম এই-রূপে দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে মৃগয়া করিয়া পশু মাংসদ্বারা সমভিব্যাহারী বিপ্রগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেন।

পাণ্ডবেরা সেই স্থানে পরম সুখে সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন। এক দিন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন বিরহে কাতর হইয়া ভ্রাতৃগণ দ্রৌপদী মহর্ষি লোমশ ও পুরোহিত ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন। আমরা তীর্থ ভ্রমণে চারি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি; সুরর্ষির প্রসাদে বিবিধ তীর্থ, মুনি-গণের পবিত্র আশ্রম, নির্ম্মল জলা নদী, রমণীয় সরোবর, মনো-হর বন, অত্যুন্নত শৈল, প্রভৃতি নানাপ্রকার মনোরম স্থান দর্শন করিয়াছি; মহর্ষির অনুকম্পা ব্যতীত আমরা ঐ সকল পবিত্র

মনোরম স্থান দেখিতে পাইতাম না। আমার তীর্থ-গমনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। অর্জ্জুন যৎকালে দিব্যাস্ত্রলাভের নিমিত্ত গমন করেন, তৎকালে বলিয়া ছিলেন যে, পঞ্চম বর্ষে কৃতবিদ্য ও প্রত্যাগত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহার অঙ্গীকার কদাচ অন্যথা হইবার নহে; পঞ্চম বর্ষের কতিপয় মাস অতীত হইল, পূর্ণ হইতে অল্পদিন অপেক্ষা আছে, অতএব আমরা এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া পূর্ণ মনোরথ ধনঞ্জয়কে দ্যুলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইতে দেখিব। স্বর্লোকে কোন প্রকার উপদ্রব নাই, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তথাপি স্নেহের এমনই স্বভাব, সে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট আশঙ্কা করে না, অর্জ্জুন বিরহে আমার অন্তঃকরণ এতই অস্থির হইয়াছে যে, ক্ষণবিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছে না; প্রিয়বিয়োগ স্বভাবতই অসহ্য, মিলন হইবার প্রাক্‌কালে, উহা অভ্যর্ণ জলাগম দিবসের ন্যায়, অত্যন্ত সন্তাপক হইয়া উঠে। ফলতঃ আমার অন্তঃকরণ অতিশয় অস্থির হইয়াছে, প্রাণ কাল হরণে অক্ষম হইতেছে; অর্জ্জুনের আগমন বিলম্বে হইলে সে নিশ্চয় বহির্গত হইবে।

এমন সময়ে মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া মাহেন্দ্ররথ তাঁহাদিগের মস্তকোপরি আবির্ভূত হইল; দেখিতে দেখিতে মাতলি-পরিচালিত পুরন্দর বিমান মন্দর পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইল; দিব্যা-ভরণধারী অর্জ্জুন রথ হইতে অবরোহণ করিয়া বিনীতভাবে গুরুদিগকে প্রণাম এবং জ্যেষ্ঠদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন। নকুল সহদেব প্রণাম করিলে, অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে স্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক আলি-ঙ্গন করিলেন। পাণ্ডবেরা অর্জ্জুনকে পাইয়া যেরূপ প্রীত, অর্জ্জুনও তাঁহাদিগের সমাগমে সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল প্রিয় সম্ভাষণের পর রাজা যুধিষ্ঠির মাহেন্দ্ররথ প্রদক্ষিণ

করিয়া মাতলির সংবর্দ্ধনা করিলেন; মাতলিও অর্জ্জুনের প্রতি সুরপতির প্রীতি ও প্রসাদ কীর্ত্তন করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রসকাশে গমন করিলেন। মাতলি গমন করিলে পর অর্জ্জুন প্রণয়িনী দ্রৌপদীকে প্রণয় সম্ভাষণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সচী-পতির প্রীতি প্রদত্ত দিব্যাভরণ সকল প্রদান করিলেন। অনন্তর কৌতুকাবহ স্বর্গীয় বৃত্তান্ত দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া নকুল সহদেবের সহিত কুশশয়নে শয়ান হইয়া যামিনী যাপন করিলেন।

সমুন্নতি হইলে পতন হয়, এই কারণে পূর্ণচন্দ্র পশ্চিম সাগরে পতিত হইলেন, নিশা নিশানাথের বিরহ অসহ্য ভাবিয়া তাঁহার সহগামিনী হইল; সহচরীপ্রিয়া কৌমুদী সর্ব্বরীর সহচারিণী হইল। উষা আরক্ত সন্ধ্যাসহ তাহাদিগের অন্বেষণ করিতে আগ-মন করিল; অরুণ তমোরাশি নাশের জন্যই লোহিত বর্ণ ধারণ করিল; দিবসনাথ রাজ্যশাসনের জন্য উন্নত উদয়াচল সিংহা-সনে অধিরোহণ করিলেন; পূর্ব্বাশা দিকপতির উদয়দশা দেখিয়া রক্তাংশুক পরিধান করিল; এবং সমাগত স্বামীকে সিন্দূর বিন্দুর ন্যায় সীমন্তে ধারণ করিল, ভাস্করের দর্শনে তস্করের ন্যায় অন্ধকারচয় অরণ্যে প্রবেশ করিল; তিমিরারিকে তমোরাশি নাশিতে দেখিয়া শঙ্কাকুল কাককুল আত্মপরিচয় দিবার জন্যই কাকা করিয়া উঠিল; তাম্রচূড় উদয়াচলচূড়া তাম্রবর্ণ দেখিয়া ঈর্ষাবশতঃ উচ্চরব করিতে লাগিল; কমলিনী মিত্রদর্শনে ঈষৎ বিকসিত হইল, অলিরাজ কোমল কমলিনীগর্ব্ভ শয্যা পরিত্যাগ করিল, গন্ধবহ পদ্মগন্ধে অধিবাসিত হইয়া সুগন্ধ বিতরণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।

প্রভাতে ধনঞ্জয় অভিবাদন করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন,

ভ্রাতঃ তুমি কি প্রকারে পুরন্দর পুরে গমন ও পুরন্দরকে পরিতুষ্ট করিলে? এবং দেবগণের অসাধ্য কার্য্যই কি, তাহা কি প্রকারে সমাধান করিলে? বর্ণন কর। অর্জ্জুন কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আমি মাতলিপরিচালিত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম; প্রথমে সাধ্য আদিত্য বসু রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিলাম; অনন্তর দেবসভা প্রবেশ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে মহেন্দ্রের নিকট দণ্ডায়মান রহিলাম। তিনি সস্নেহ দৃষ্টিপাতে অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন, আমি জয়ন্ত অপেক্ষা আপনাকে ভাগ্যধর বিবেচনা করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, তিনি করকমলদ্বারা আমার শরীর স্পর্শ করিয়া বৎসলতা বশতঃ বলিলেন, বৎস! তুমি সুরলোকে থাকিয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র সকল শিক্ষা করিবে। আমি তদবধি তদীয় নিদেশ ক্রমে মহামান্য দেবগণ ও গন্ধর্ব্বদিগের সহচর হইয়া সুরলোকে সুখে বাস করিতে লাগিলাম; অস্ত্রশিক্ষার সময় বিভাবসু গন্ধর্ব্বরাজের পুত্র চিত্রসেনের সহিত আমার সৌহার্দ্দ হয়; তিনি প্রণয়ক্রমে নৃত্যগীত প্রভৃতি চতুঃষষ্টি প্রকার সংগীত বিদ্যা শিক্ষা করান; আর মহেন্দ্র সময়ে সময়ে দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ সংহার আবৃত্তি প্রভৃতি ইতি কর্ত্তব্যতা সকল শিক্ষা দিতেন; আমি অভিনিবেশ পূর্ব্বক শিক্ষা করিতাম, শিক্ষিতব্য বিষয়ে আগ্রহাতিশয় ও শিক্ষিত বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করিতাম, তজ্জন্য দেবরাজ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, একদিন অমরনাথ আমার মস্তকে হস্ত দিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি দিব্যাস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছ; ধনুর্ব্বেদ সাঙ্গোপাঙ্গ শিক্ষা করিয়াছ;

গান্ধর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ; অস্ত্র প্রয়োগে এরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছ যে, রণস্থলে কেহই তোমার সম কক্ষতা লাভ করিতে পারিবে না; তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয় হইবে, সকলকেই সুখে জয় করিতে পারিবে। এক্ষণে তোমার গুরুদক্ষিণা দিবার সময় উপস্থিত; অঙ্গীকার করিলে গুরুদক্ষিণা লইব।

আমি সুরেন্দ্রের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ইনি সকল দেবতার অধীশ্বর, ইহাঁর ইচ্ছানুক্রমে সমস্ত জগৎ শাসিত হইতেছে; ইহাঁর কোন অভিলাষের অসম্ভাব দেখিতেছি না; তবে গুরুদক্ষিণা না দিলে শিষ্যের শিক্ষা সিদ্ধি হয় না, এই সদাচার রক্ষার জন্য কিছু চাহিতে পারেন ভাবিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম; ত্রিলোকনাথ! আপনার অপ্রাপ্য কিছুই নাই; প্রার্থয়িতব্যও দুর্লভ নাই, যাহা আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে, তাহা আমি অবশ্য সম্পাদন করিব, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটী করিব না; দেবরাজ আমার কথা শুনিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, বৎস ধনঞ্জয়! তুমি দেবাদিদেব মহাদেব হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছ; দিকপাল হইতে দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়াছ; আমি বজ্র প্রভৃতি মহাস্ত্র সকল তোমাকে অর্পণ করিয়াছি, এই সকল অস্ত্রবলে তুমি অমিত বল হইয়াছ; ত্রিভুবনে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। নিবাত কবচ নামে তিনকোটি দুর্দ্দান্ত দানব আমার অবধ্য শত্রু; তাহাদিগের আকার প্রকার একই প্রকার; বলবিক্রম ও একই রূপ; তাহাদিগকে নিপাত করিয়া আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।

আমি গুরুদক্ষিণার্থ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, দানবারি স্বহস্তে আমার মস্তকে কিরীট বন্ধন করিয়া দিলেন; এবং

নানাপ্রকার দিব্য অলঙ্কার দ্বারা আমাকে অলঙ্কৃত করিয়া গাণ্ডীবে অজরা জ্যা যোজনা করিয়া দিলেন। দেবগণ দেবদত্ত নামক শঙ্খ প্রদান করিয়া বলিলেন, জিষ্ণো! তুমি এই শঙ্খ বাদন করিলে দানবগণ অভিভূত হইবে। আমি তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক মাতলি পরিচালিত জৈত্র মাহেন্দ্র রথে আরোহণ করিলাম। পুরন্দর আমার সাহায্যার্থে দেবসেনা নিয়োজিত করিলে কহিলাম, বৃত্রহন্! আমি একাকী গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, সেনার সাহায্য প্রয়োজনীয় নয়। দেবসেনা নিবৃত্ত হইলে মাতলি রথচালনা করিয়া কহিলেন ধনঞ্জয়! আমি রথচালনা করিলে মেঘবাহনেরও আসন বিচলিত হয়; তুমি কিঞ্চিন্মাত্র চলিত বা চকিত হইলে না, ইহাতে বোধ হয়, তুমি দেবেন্দ্রের অজেয় নিবাত কবচগণ দলন করিতে সমর্থ হইবে, এই বলিয়া রথচালনাকুশল অশ্বতত্ত্ববিৎ মাতলি মনোবেগগামী তুরঙ্গমদিগকে ধাবিত করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে পাতালতলে উপস্থিত হইলেন; এবং রথ ঘর্ঘর শব্দে দানবদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া দানবপুরী বেষ্টন করিলেন। আমিও দেবদত্ত শঙ্খ শব্দায়িত করিলাম; তাহার ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে পাতাল গর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন নিবাত কবচগণ শঙ্খনাদ ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া পুরদ্বার রক্ষা বিধান পূর্ব্বক আমারে আক্রমণ করিল; এবং চারিদিগ হইতে শেল শূল মূষল মুদ্গার শতঘ্নী প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। আমাকে অসুরদিগের যুদ্ধরীতি ও ব্যূহরচনার প্রণালী জানিবার জন্য উৎসুক জানিয়া, মাতলি এরূপ কৌশলে অশ্বচালনা করিলেন যে, আমি ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া তাহাদিগের যুদ্ধবিষয়ক গতি-

প্রবৃত্তি অবগত হইলাম। এই অবসরে সহস্র সহস্র নিবাত কবচ বাণবর্ষণ দ্বারা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিল; এবং আমারে রথের গতিপর্য্যন্ত রোধ করিয়া আক্রোশ করিতে লাগিল; আমি তখন তাহাদিগের শরজাল নিবারণ করিয়া অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করিলাম। কিন্তু নিবাতকবচগণ পুনর্ব্বার দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া আমার উপর অজস্র অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে আমার অশ্বগণ অস্থির, মাতলি ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ এবং আমিও রুধির লিপ্ত কলেবর হইলাম। অনন্তর ক্ষণকাল স্থির ভাবে বিবেচনা পুর্ব্বক একদিক লক্ষ্য করিয়া আনতপর্ব্ব আশুগামী আশুগ বর্ষণ করিতে লাগিলাম; তৎকালে আমার এরূপ লঘুহস্ততা প্রকাশ হইয়াছিল যে, আমিও তাহা অনুভব করিতে পারি নাই; আমার হস্ত কোন্ সময় তূনীর হইতে বাণ গ্রহণ, কোন্ সময় বা গাণ্ডীবে শর যোজনা করিয়াছিল, তাহা আমি লক্ষ্য করিতে পারি নাই, আমি উভয় হস্তে বাণ নিক্ষেপ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলাম, তাহা আমার ঐ সময়ে বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়াছিল; দনুজদল অসংখ্য থাকায় আমার একটী শরও ব্যর্থ হয় নাই; আর লক্ষ্য করিতেও প্রয়াস পাইতে হয় নাই। দানবেরা শরক্ষেপে আমার ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া, আমি একাকী হইলেও আমাকে সহস্র সংখ্যক মনে করিয়াছিল; পরিশেষে আমার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, সম্মুখ সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়াছিল; এবং সেই মুহূর্ত্তেই বিপুল বিক্রমের সহিত আবার আমার পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিল; আমার বোধ হইল, অপর একদল দানব তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে মাতলি আমার রণ চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, আমিও তাঁহার রথচালনা কৌশলে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। শত্রুগণ পলায়িত হইয়া আমার যে ভাগই আক্রমণ করুক না কেন,

রথচালনার গুণে আমি তাহাদিগকে সম্মুখেই দেখিতে পাইতাম।

অনন্তর দানবেরা মায়া-যুদ্ধ আরম্ভ করিল; চারিদিগ হইতে ভীষণ শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল; আমি মাহেন্দ্র অস্ত্রদ্বারা তাহা নিবারিত করিলে, মুষলধারে দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন করিয়া বারিবর্ষণ হইতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে ঝঞ্ঝাবাত গভীর গর্জ্জন ও বিদ্যুৎপাত দ্বারা আমাদিগকে বিভীষিকা দর্শাইতে লাগিল। আমি মহেন্দ্র দত্ত প্রদীপ্ত বিশোষণ অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগের মায়াজাল সংহার করিলাম। তখন দানবেরা উভয়াস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া, এককালীন নানাবিধ মায়া প্রকাশ করিল; বিনামেঘে ঝঞ্ঝাবাত ও মূষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে শিলাময়ী ও অগ্নিময়ী বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; অনন্তর চারিদিগ হইতে ঘোরতর অন্ধকার উপস্থিত হইয়া দশদিক আচ্ছন্ন করিল। তখন মাতলি ভীত হইয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! দানবেরা ভয়াবহ লোমহর্ষণ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে; আমি অমৃত হরণকালে দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম ও বৃত্র বাসবের ভয়ঙ্কর সমর দর্শন করিয়াছি, এবং সেই যুদ্ধে অকুতোভয়ে সারথ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি; ধনঞ্জয়! বলিতে কি, আমি ঈদৃশী আসুরীমায়া কখন দেখি নাই; আমার ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে; হস্ত হইতে রশ্মিস্খলিত হইয়া পড়িতেছে, আমি সারথ্য কার্য্যে নিতান্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছি।

আমি মাতলিকে ভয়াকুল দেখিয়া সাহস প্রদানপুর্ব্বক কহিলাম। পাকশাসনসারথে! সারথি ভীত হইলে রথী অস্থির হয়; তুমি সুরাসুর যুদ্ধে কতবার মহেন্দ্রকে সাহস প্রদান দ্বারা উৎসাহী করিয়াছ; তোমার রথ চালনারগুণে, পুরন্দর কতবার পরিত্রাণ পাইয়াছেন; তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন-

পূর্ব্বক আসনবদ্ধ হও; আমার বাহুবল, অস্ত্র কৌশল ও গাণ্ডী-বের প্রভাব পরীক্ষা কর; আমি সত্বরই দানবীমায়া বিনষ্ট করিতেছি এই বলিয়া বিশ্ববিমোহিনী অস্ত্রময়ী মায়ার সৃষ্টি করিলাম। এবং তাহার পরক্ষণেই ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করি-লাম; আমার মায়াস্ত্র বলে আসুরিক মায়া তিরোহিত হইয়া গেল; এবং ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা অসুরগণ সংহার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যেমন পক্ক তালফল তালতরু হইতে পতিত হয়, সেইরূপ অন্ত-রীক্ষ হইতে দানবদিগের মস্তক পড়িতে লাগিল। তখনও দানবেরা মায়া প্রভাবে অদৃশ্য হইয়া অবিরত শর বর্ষণ করিতে লাগিল। যেমন ধারাধর মহীধর শৃঙ্গে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ অসুরেরা আমার রথোপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে দেখি, শরবিদ্ধ অশ্বনিচয়, শল্লকীর ন্যায়, সারথি, কণ্টকিত তরুর ন্যায়, আমিও রুধিরাক্ত কলেবর গৈরিকরাগরুষিত শৈল শৃঙ্গের ন্যায় হইয়াছি; মাতলি আমাকে ভীত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! শীঘ্র বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ কর, আমি মাতলির উপদেশ ক্রমে গাণ্ডীবে ভীষণ বজ্রাস্ত্র যোজনা করিলাম, মন্ত্রপূত মহাশনি সুররাজের স্মরণপূর্ব্বক অসুরোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলাম। বজ্রের শতকোটি হইতে শত শত লৌহময় অগ্নিমুখ শিলীমুখ নির্গত হইয়া গগনমণ্ডল আলোকময় করিয়া মহাবেগে দানবদলে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল, অসুরগণ পরশুচ্ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় ধরাতলশায়ী হইতে লাগিল। যে সকল দানব ভূতলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে-ছিল, বিক্ষিপ্ত অস্ত্র পড়িবার সময় তাহাদিগকে সংহার করিল। তখন হতাবশিষ্ট দৈত্যেরা ভীত হইয়া মায়া যুদ্ধ সংবরণপূর্ব্বক পুর মধ্যে দুর্গ আশ্রয় করিল; আমি রথযোগে তথায় উপস্থিত হইয়া অগ্নিময় শরবর্ষণ করিতে লাগিলাম; ক্ষণকাল মধ্যে

পুরী দগ্ধ ও নিবাত কবচগণ নিহত হইয়া গেল। তখন পুর-মধ্যে দানববনিতাদিগের হাহাকার ক্রন্দনধ্বনি হইয়া উঠিল। অনন্তর আমি মাতলিকে বলিলাম আর বীভৎস কার্য্য দর্শনীয় নয়, আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি, এক্ষণে সুরলোকে গমন করি। মাতলি আমার বলবীর্য্যের ও রণচাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে রথ চালনা করিতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে অপূর্ব্ব কাঞ্চনময় পুরী দর্শন করিলাম, জিজ্ঞা-সিলাম, মাতলে! এই পুরী কাহার? ইহা সৌন্দর্য্যগুণে অমরা-বতীকে পরাভূত করিয়াছে। মাতলি কহিলেন ধনঞ্জয়! পুলোমা ও কালকা নামে দুই অসুর কন্যা বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া এই নগর প্রাপ্ত হয়; ইহার নাম হিরণ্যপুর; দেবরাজের ইহাতে আধিপত্য নাই; ভগবান্ স্বয়ম্ভুর বর প্রভাবে সুরারিগণ এখানে নিরাপদে বাস করে। তাহারা ব্রহ্মার নিকট দেবগণ হইতে অবধ্যতা প্রার্থনা করে, অবজ্ঞাবশতঃ মর্ত্ত্যলোকে আস্থা করে নাই। ভূতস্রষ্টা প্রজা-পতি মনুষ্য হস্তে ইহাদিগের বিনিপাত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, অতএব তুমিই কালকেয় ও পৌলোমেয়দিগকে সংহার করিয়া সুরপতির অপর শত্রু নিপাত নিবন্ধন দ্বিতীয় প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এই বলিয়া মাতলি আমাকে হিরণ্যনগরের পুরদ্বারে উপস্থাপিত করিলেন। আমি ধনুকে টঙ্কার দিয়া বারংবার দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিলাম। অসুরগণ গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ মাত্র প্রতিপক্ষ যুদ্ধার্থী জানিয়া আয়োধনার্থ সজ্জীভূত হইল; মনুষ্য বোধে সাগর তরঙ্গের ন্যায় সহস্র সহস্র দানবী সেনা ধাবমান হইল; এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ নারাচ, কেহ ভল্ল, কেহ ঋষ্টি, কেহ নালীক, কেহ কুন্ত, কেহ ঘোরধার কুঠার নিক্ষেপ করিল; আমিও শিক্ষা কৌশলে

সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র বিফল করিলাম; এবং তাহাদিগের সংহার-নিমিত্ত দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিলাম। মহাবল দানবদল ক্ষণকাল মধ্যে আমার প্রযুক্ত দিব্যাস্ত্র সকল পরাহত করিল; এবং মায়াবলে আমাকে বিমোহিত করিয়া সমরাঙ্গণে নৃত্য করিতে লাগিল।

আমি দানব সংগ্রামে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া ভক্তিযোগে যোগেশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক মহারৌদ্র রুদ্রদেবের পশুপত অস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা করিলাম, মন্ত্রপূত মাত্রে সেই দুর্ব্বিষহ দুর্ভর মহাস্ত্রে ত্রিমস্তক নবলোচন ষড়ভুজ ত্রিপুরান্তকের কালান্তক সংহারমূর্ত্তি আবির্ভূত দেখিয়া নমস্কার-পূর্ব্বক দুর্জ্জয় দনুজ দলনার্থে সেই মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। বিক্ষিপ্তাস্ত্র নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলে তাহার ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম; বিশ্বদহনে প্রবৃত্ত কালাগ্নির ন্যায় তাহার সমুজ্জ্বল বর্ণ; সংসার শোষণে সমুদিত দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় তাহার তেজ; মহাপ্রলয় মারুতের ন্যায় তাহার বেগ; প্রলয় ঘনঘটার ন্যায় তাহার গভীর গর্জ্জন; এবং তাহা হইতে একাক্ষ এক দংষ্ট্রী ত্রিমূর্দ্ধ ও বিকটাকার ভয়ঙ্কর ভুতপ্রেত রুদ্র পিশাচের মূর্ত্তি নিঃসৃত হইয়া ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে দানবকুল নির্ম্মূল করিল; এবং আমার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া বিশ্বেশ্বরের ভীমমূর্ত্তি তিরোধানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আমার তূণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সুরর্ষিগণ যেমন জয়শীল আখণ্ডলকে স্তব করেন, তদ্রূপ আমাকে দেবকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য দেখিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। আমার মস্তকে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল; দুন্দুভি বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল; এইরূপে কালকেয় ও পৌলোমেয়দিগকে নিপাত করিয়া অমরাবতীতে উপস্থিত হইলে, মহেন্দ্র স্বয়ং আমাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইলেন; অনন্তর মাতলিমুখে নিবাত কবচ

কালকেয় ও পৌলোমেয়গণের আনুপূর্ব্বিক সংগ্রাম বিবরণ শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে আনন্দবাষ্প গদ্গদস্বরে বলিলেন ধনঞ্জয়! তুমি সুরাসুরের দুষ্কর কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া গুরুদক্ষিণা অর্পণ করিলে; এবং আমার ভয়ানক শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া অশেষ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিলে। অতএব আমার বর প্রভাবে অদ্যাবধি দিব্যাস্ত্র সমুদায় তোমাতে সন্নিবেশিত থাকিবে; তুমি রণক্ষেত্রে দুর্জ্জয় হইবে; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অন্যান্য মহীপালবর্গ তোমার যুদ্ধের অনুকরণও করিতে পারিবে না। তোমার বাহুবলে রাজা যুধিষ্ঠির সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন। অনন্তর এই দুর্ভেদ্য কবচ, বহুবিধ দিব্য আভরণ প্রদান করিয়া স্বহস্তে এই দিব্য কিরীট আমার মস্তকে বন্ধনপূর্ব্বক কিরীটী বলিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি বিনয়নম্র মস্তকে তদীয় আশীর্ব্বচন গ্রহণ করিয়া তদবধি পুরন্দর-পুরে পরমসুখে কাল যাপন করিতে ছিলাম; সংপ্রতি সুরেন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া আপনার ও ভ্রাতৃগণের দর্শনসুখে প্রীত হইলাম।

রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া হর্ষস্নেহ গদগদ স্বরে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি মহেন্দ্রের আরাধনা করিয়া দিব্যাস্ত্র লাভ করিবে, ইহাই আমার আশাস্থ ছিল; তুমি দুর্জ্জয় দনুজ নিচয়-সংহার করিয়া উপকৃত দেবেন্দ্রের অনুগ্রহ পাত্র হইয়াছ, ইহা আমার আশাতীত। আমিও তোমার বাহুবলে সুরেন্দ্রের পরিচিত হইয়া ধন্যম্মন্য হইলাম; অদ্য হইতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাজিত বোধ করিলাম; কর্ণকে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিলাম; এবং সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলাম; এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

আহারান্তে সকলে সুখোবিষ্ট হইলে, দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে

সংবোধিয়া বলিলেন, অয়ি নাথ! আমরা শুনিয়াছি, ত্রিভুবন-মধ্যে স্বর্গই সারাৎসার স্থান; মানবেরা যাহা লাভের জন্য ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে; এবং ব্রতোপবাসাদিদ্বারা কৃষীকৃত কায়ে তপস্যার কষ্ট স্বীকার করে; সেই দিব্য স্থান কোথায়? তাহার আয়তন কিপ্রকার তাহার দোষগুণই বা কি? তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তোমার নিকট স্বর্গীয় বৃত্তান্ত যথাবৎ শ্রুত হইতে পারিব, এই জন্য আমার কৌতূহল সমধিক বর্দ্ধিত হইতেছে।

অর্জ্জুন কহিলেন দ্রুপদরাজনন্দিনি! আমি ধর্ম্মরাজের নিদেশক্রমে অচলরাজ হিমাচলের উত্তুঙ্গশৃঙ্গে অনাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করি; তিনি তপস্তুষ্ট হইয়া আমাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন, এই বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই তোমরা পূজনীয় সুরর্ষির মুখে অবগত হইয়াছ। অনন্তর আমি পুরন্দরের অনুজ্ঞাক্রমে মাতলিসমানীত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে স্বর্গীয় রাজধানী অমরাবতীতে গমন করি। এই মন্দর গিরির উত্তরভাগে উজ্জ্বল কনকদ্যুতি ত্রৈলোক্যের স্তম্ভ স্বরূপ যে অচলরাজ দেখিতেছ, উহার বামে সুমেরু; উহাতে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিভুবন স্তরে স্তরে গ্রথিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে; উহার নিম্নতলে পাতাল লোক, মধ্যস্থলে মর্ত্ত্যলোক ও উপরিভাগে স্বর্গলোক ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। প্রভাকর প্রতিদিন মেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। দিবাকর অস্তগামী হইয়া সন্ধ্যা অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর দিগের শেষসীমা পর্য্যন্ত গমন করেন; পুনর্ব্বার যখন পূর্ব্বমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন, তৎকালে তাঁহাকে আমরা উদিত হইতে দেখি, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই চতুর্দ্দিগে পরিভ্রমণ করে। চন্দ্রও অর্কমণ্ডলের অধোভাগে সমসূত্রপাত নক্ষত্র

মণ্ডলের সহিত মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। দিবাকরের গমন বিশেষে বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবা ও রাত্রি বিভিন্ন হইয়া থাকে।

সুমেরুর শিখরদেশ অতি রমণীয় হিরণ্ময় সুখপ্রদ স্থান; ঐ স্থানকে স্বর্গধাম বলিয়া থাকে; তাহার আয়তন ত্রয়স্ত্রিংশৎ যোজন; স্বর্গসুখ অতি উপাদেয়; তথায় রমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মৃদুমৃদুভাবে সর্ব্বদা সঞ্চারিত হইতেছে; তরুগণ সর্ব্বক্ষণ নবীন পল্লবে ও প্রফুল্ল কুসুমে সুশোভিত এবং রসস্ফীত ফলভরে অবনত হইয়া রঁহিয়াছে; ভাস্কর ঊর্দ্ধমুখ হেমময় ময়ূখদ্বারা অন্ধকারমাত্র হরণ করিয়া আলোক বিতরণ করিতেছে; চন্দ্র সকলপক্ষে পূর্ণ; তাহার কিরণ সেই স্থানেই সুধাময় বোধ হয়।

স্থলভাগ রত্নময়; কোনস্থান রজতরেণূদ্দীপিত সিকতাময়; কোনস্থল পদ্মরাগোদ্ভাসিত কমলময়; কোন প্রদেশ হরিন্মণি খচিত অপূর্ব্ব দূর্ব্বাময়; কোন অংশ মহানীলমনিরাজিত ইন্দীবরময়; কোন ভাগ শোণমনিভুষিত কোকনদময়; কোন বিভাগ হীরকরাজি রাজিত কুমুদময় বলিয়া বোধ হয়। তথায় উদ্যান শ্রেষ্ঠ নন্দনবন আছে; ঐস্থানে সর্ব্বপ্রকার জীব, সর্ব্বপ্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহার নাম নন্দন কানন; ঐ কাননে বিবিধ বিলাস ভবন, নানাবিধ কেলি নিলয়, এবং সুধাধবলিত কৈলাসশৈলসঙ্কাশ সৌধ সকল সুসজ্জিত আছে; বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সেই সকল সুদৃশ্য অট্টালিকা বিলোকন করিলে, আর কোন প্রাসাদই লোচনলোভনীয় হয় না। তথায় উর্ব্বসী প্রভৃতি স্বর্গনৃত্যকীগণ, হাহা হুহু প্রভৃতি গায়ক সমূহ নৃত্যগীত করিয়া থাকে; যে যে পদার্থে মাধুর্য্য আছে, তৎ সমুদয় শক্তিবিশেষদ্বারা একত্র সংগৃহীত করিয়া

তাহারা গান করে; এই নিমিত্ত তাহাদিগের সংগীতে এত মাধুর্য্য এত চমৎকারিত্ব ও এত উপাদেয়ত্ব যে, তাহাদিগের সঙ্গীত অপেক্ষা শ্রবণ তৃপ্তিকর মনোহর সারবান্ পদার্থ আর কিছুই নাই; সেই সঙ্গীতের চিত্তহারিণী শক্তি কেবল কিন্নর দিগের কণ্ঠ নিঃসৃত সুস্বরের গুণেই উপলব্ধ হয়; পৃথিবীতে এরূপ কোন পদার্থই নাই যে, তাহাদিগের স্বরমাধুরীর সৌসাদৃশ্য দেওয়া যায়। সেই কাননের মধ্যস্থানে তরুশ্রেষ্ঠ পারিজাত নামে একবৃক্ষ আছে। তাহার পুষ্পে সৌন্দর্য্য বর্ণোৎকর্ষ কোমলতা প্রভৃতি সমুদয় গুণই সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে; সেই কুসুম কখন ম্লান হয় না; তাহার সৌগন্ধ এতদূরগামী যে, তদ্দারা সমগ্র স্বর্গধাম আমোদিত হইয়া থাকে। বৃক্ষের সার কল্পিতার্থপ্রদ কল্পপাদপ; রত্নেরসার চিন্তিতার্থপ্রদ চিন্তামণি, ধেনুর সার কামদুঘা কামধেনু, হয়রত্ন উচ্চৈঃশ্রবা, গজরত্ন ঐরাবত; এতদ্ভিন্ন জাতিগত যত রত্ন আছে, তৎসমুদয় স্বর্গে সন্নিবেশিত আছে, তজ্জন্য স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও গৌরব সমধিক।

স্বর্গে শোক, তাপ, জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি ও শ্রমজনিত কোন প্রকার অসুখের অনুভব হয় না; কেবল আনন্দের অনুভব হইতে থাকে; ইন্দ্রিয়ার্থ ভোগ্যবস্তু বাঞ্ছামাত্রই উপস্থিত হয়, ইচ্ছা করিলেই দ্রব্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। স্বর্গবাসীরা বিমানে গগনাগমন করেন। তাঁহারা কোন প্রকার কর্ম্ম করেন না, কেবল স্বোপার্জ্জিত সুকৃত কর্ম্মের শুভময় সুখফল সম্ভোগ পূর্ব্বক আনন্দ কাননে বিহার করিয়া থাকেন; এবং অপ্সরাগণ পরিবৃত হইয়া রমণীয় নন্দনবনে বাসনানুরূপ বিলাস সামগ্রীপূর্ণ বাস ভবনে দিব্য সুখভোগ সুখে সময় অতিবাহন করেন। তথায় কোন প্রকার দুর্গন্ধ পদার্থ নাই, এবং অপবিত্র দ্রব্যও নাই; সুতরাং তদ্দারা শরীর মলিন বা অপবিত্র হয় না।

সুরলোকে ধর্ম্ম পরায়ণ শান্ত দান্ত বিনীত বদান্য দোষশূন্য সচ্চরিত্র পুণ্যাত্মারাই গমন করিতে পারেন, আর যে সকল বীরপুরুষ সম্মুখ সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন; এবং যে সকল সাধুশীলা বনিতারা কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারাও ধর্ম্মার্জ্জিত পবিত্র পুণ্যধামে গমন করিতে সমর্থ হন। যে সকল লোক ধর্ম্মানুষ্ঠান বিমুখ বিষয়ভুক্ হিংসাভিরত মিথ্যাকথন প্রিয় পরস্বাপহারক অশান্ত অজিতেন্দ্রিয় তাহাদিগের তথায় গমন করিবার সামর্থ্য নাই, কারণ স্বর্গ ফলভূমি, পৃথিবী কর্ম্মভূমি; ইহলোকে সৎকর্ম্ম না করিলে, পরলোকে শুভফল ভোগ করিতে পারা যায় না।

স্বর্গের সুখের কথা শুনিলে; এক্ষণে তাহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মৃতজীব প্রথমতঃ জীবিতেশ্বর দক্ষিণ-দিগের অধিপতি প্রেতরাজের সংযমনাখ্য ধর্ম্মাধিকরণে নীত হয়। যাহার নাম শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত, অন্তঃকরণ জড়ীভূত, ও অন্তরাত্মা বিকম্পিত হয়; সেই ভয়ঙ্কর দণ্ডধর. জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করেন; এবং জীবের কর্ম্মানুসারে ফলাফল নিরূপণ করিয়া সুখফল ও দুঃখফল ভোগের জন্য স্বর্গ ও নরকে কালনিয়মনপূর্ব্বক বাসস্থানের আদেশ দেন; তদীয় দূতেরা কর্ম্মবাধ্য জীবকে যথাযোগ্য স্থানে নিক্ষেপ করিয়া আইসে; অবশজীব সেই সেই স্থানে সুখদুঃখ ভোগ করে। ধর্ম্মাত্মারা ধর্ম্মরাজকে সৌম্যমূর্ত্তি সুহৃদ্বোধে তাঁহার দর্শন ক্ষেমঙ্কর মনে করেন; আর অধার্ম্মিকেরা তাঁহাকে ভীষণ দণ্ডধর দুর্হৃদ্বোধে তাঁহার দর্শন ভয়ঙ্কর জ্ঞান করে।

ভোগ্যবস্তু চিরস্থায়ী নয়; পুণ্য পাদপ কালক্রমে ভোগক্রমে ক্ষীণ ও ফলহীন হইয়া যায়; পুণ্যক্ষয় হইলে, স্বর্গবাসীর কণ্ঠ-

লম্বিত অম্লান দিব্যমালা ম্লান হইয়া উঠে; তখন তাহার স্বর্গীয় লাবণ্যপূর্ণ মুখজ্যোতি উষাকালীন চন্দ্রমার ন্যায়, বিবর্ণ হইতে থাকে; অন্যের দিব্যসুখ দর্শন করিয়া মনস্তাপ হইতে থাকে; অধঃপতনোন্মুখ জীবের হৃদয়ে বিষম ভয়ের সঞ্চার হয়; চিরকাল সুখে কাল ক্ষেপ করিয়া পরিশেষে দুর্গতি হওয়া বিষম ক্লেশ কর বটে; কিন্তু সুকৃতক্ষয়ে অমর লোক হইতে অধঃপতন তদপেক্ষা মহাকষ্টদায়ক ব্যাপার; ইহাই স্বর্গের মহান্ দোষ। রাজার রাজ্যচ্যুতি, স্বাধীনের স্বাধীনতা হানি, ধনীর দারিদ্র দুর্গতি, প্রাণান্ত ক্লেশকর সত্য বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তির মনস্তাপ তদপেক্ষা দুঃখ জনক সন্দেহ নাই।

অর্জ্জুন মুখে স্বর্গ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদী সস্মিত বদনে কহিলেন, অয়ি নাথ! লোক ইহকালে সৎকর্ম্ম করিয়া দেহান্তে সেই কর্ম্মফলে দেবলোকে বাস করে, তুমি পার্থিব শরীরেই পারত্রিক স্বর্গসুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক অমরাবতীতে বাস করিয়াছ, ইহাতে তোমার সৎকর্ম্মের ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক, সুদীর্ঘকাল পরে সুরসুন্দরীজনসেবিত দিব্যসুখ বিমোহিত জনের আমাদিগকে স্মরণ হওয়া সৌভাগ্য বলিয়া মানিতেছি। অনন্তর রজনী উপস্থিত হইল, সকলে স্বায়ন্তনী ক্রিয়া সমাপন করিয়া অর্জ্জুনসমাগমে সুন্দর সুষুপ্তি সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

পরদিন পাণ্ডবেরা অনুযাত্রিক বর্গ সমভিব্যাহারে কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যক্ষরাজের রাজধানী অলকা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। যক্ষেশ্বর সাদরে স্বাগত জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাদিগকে সুরম্য হর্ম্ম্য মনোহারিণী বৃক্ষবাটিকা অমূল্যনিধি বহুপ্রকার রত্ন ও অন্য অন্য বহুপ্রকার ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইলেন।

পাণ্ডবেরা ধনেশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কুবের কিছুদিন অবস্থিতির জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, এবং চৈত্ররথ মধ্যে মনোরথানুরূপ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারা রাজরাজের প্রসাদলব্ধ প্রাসাদ প্রাপ্ত হইয়া দ্যূতাপহৃত ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইলেন। বসন্তকাল তাঁহাদিগের সেবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। চৈত্ররথস্থলী স্বভাবতই মনোহারিণী, তাহাতে আবার বসন্তসমাগমে কুসুম সজ্জা ধারণ করিল; বোধ হইল যেন সুন্দরী রমণী যৌবনোদয়ে বেশ বিন্যাস করিয়া সজ্জিতা হইয়া আসিল। নবপল্লব তাহার রক্তাম্বর, পুষ্পোচ্চয় অলঙ্কার; পরাগ বর্ণচূর্ণক; মকরন্দ অনুলেপন; প্রসূনকান্তি লাবণ্য; বর্ণোৎকর্ষ সৌন্দর্য্য; কুসুম-বিকাশ বিলাস; চঞ্চলতা লীলা; কোরক পুলক; বিকাশোন্মুখ কলিকা অবহিত্থা; সঞ্চারিত সৌরভ নিশ্বাস; ভ্রমরমালা কেশ পাশ; বিম্বফল অধর এবং পুষ্পদল কলেবর বলিয়া প্রতীতি হইল।

বসন্তের কার্য্য কি অসঙ্গত! ভ্রমরেরা মধুপান করিল, পুংস্কোকিল উন্মত্ত হইয়া বাচাল হইল; শাখীসকল ঘুরিতে লাগিল; পথিকেরা অস্থির হইয়া পড়িল; বিয়োগিনী বাহুলতার মূলে অশ্রুজল সেক করিতে লাগিল; তাহাতে জীর্ণ শীর্ণ তরুর-মূল হইতে অঙ্কুর নিঃসৃত হইয়া উঠিল। বসন্তের অসঙ্গত কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং ইচ্ছানুরূপ আহার বিহার করিয়া পরমসুখে সেই স্থানে চারি বৎসর চারিদিনের ন্যায় ক্ষেপণ করিলেন।

একদিন ভীমসেন কহিলেন ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমাদিগের অরণ্যবাস একবৎসর অতীত হয়; পরে তীর্থভ্রমণে পাঁচবৎসর অতিবাহিত হয়; কুবের ভবনে চারিবৎসর যাপন করিলাম;

সংপ্রতি একাদশ বৎসর উপস্থিত; আমরা কেবল আপনার দ্যুতসত্য পালনার্থে এতাবৎকাল বহুক্লেশে যাপন করিতেছি। অধুনা স্বর্গসদৃশ রমণীয় স্থানে বাস করিতেছি; ইহা ভৌমস্বর্গ; কুরুরাজ্য ইহার শতাংশের একাংশে ও সুখাবহ নয়, এই স্থানে চিরকাল বাস করিয়া পরমসুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি; উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করিয়া আমার হৃদয় হইতে রাজ্য ভোগেচ্ছা অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু বৈরনির্যাতন বাসনা পূর্ব্ববৎ প্রদীপ্ত আছে; দ্রৌপদীর আলুলায়িত কেশপাশ দেখিলে দুরাচারদিগের অত্যাচার স্মরণ হইয়া আমাকে অস্থির করিয়া দেয়, অতএব কৃতাপরাধ শত্রুদিগের বধোপায় চিন্তা করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যাগমন সাব্যস্ত করিলেন। অনন্তর কুবেরের সম্মতি লইয়া পূর্ব্বপরিচিত পথে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। লোমশ প্রস্থানোদ্যত পাণ্ডবদিগকে পিতৃবৎ উপদেশ দিয়া এবং তাঁহাদিগকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। পাণ্ডবেরা অনুযাত্রিকবর্গ সহিত ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুবাহু রাজ্যে উপস্থিত হইলেন; কিরাতরাজ সুবাহু তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আপন রাজধানীতে লইয়া গেলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ঐস্থান হইতে ঘটোৎকচদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। আপনারা বনচর রাজগণের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় দিন যাপন করিলেন। পরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া বহুকষ্টে বহু দিনের পর কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন।

একদা মহানুভব পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে সুখোপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে পাণ্ডব হিতৈষী যদুবংশ বর্দ্ধন দেবকীনন্দন সেই স্থানে

উপস্থিত হইয়া তীর্থপর্য্যটন নিমিত্ত সংবর্দ্ধনা করিয়া ধর্ম্মরাজকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর প্রিয় সুহৃদ অর্জ্জুনকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, পাণ্ডবেরা বাসুদেবের বহুমান সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলে, অর্জ্জুন স্বর্গ গমনাবধি অসুর বধান্ত আত্মবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া পাণ্ডব দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের ভাগ্যবলে অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন; তোমরা সুখে শত্রুহস্ত হইতে রাজ্যলক্ষ্মী প্রত্যুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মধুসূদন! তুমি বিপদের সময় আমাদিগকে রক্ষা কর; সম্পদের সময় উপদেশ প্রদান কর; তুমিই আমাদিগের অদ্বিতীয় সহায়, ও অদ্বিতীয় গতি। আমি প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলাম; এক্ষণে একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকারে সুখী হইব। চিরকাল তোমার অনুরক্ত ও শরণাগত হইয়া আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয় এই আমাদিগের চির বাসনা।

কৃষ্ণ কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আপনি যখন যে স্থানে ইচ্ছা করিবেন, যাদব গণ ও যাদবী সেনা আজ্ঞাবহ হইয়া আপনার সাহায্য করিবে। আপনি সভামধ্যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কোন রূপে যেন তাহার অন্যথা হয় না। পরে যাহা কর্ত্তব্য, আমি এখনই তাহার যোগাযোগ করিয়া রাখিব। অনন্তর দ্রৌপদীকে সংবোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! প্রতি পবিন্ধ্য প্রভৃতি তোমার পুত্রেরা ধনুর্ব্বেদ শিক্ষানুরাগ বশতঃ মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া দ্বারাবতীতে অবস্থিতি করিতেছে; তুমি কিম্বা কুন্তী তাহাদিগকে যেরূপ লালন পালন করিতে,

সুভদ্রা প্রযত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই রূপ প্রতিপালন করিতেছেন। অভিমন্যু তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তোমার নিরলস সন্তান দিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা সম্যক কৃতবিদ্য হইয়াছে। এই বলিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া দ্বারকানাথ দ্বারকায় গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও অজ্ঞাত বাসের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।